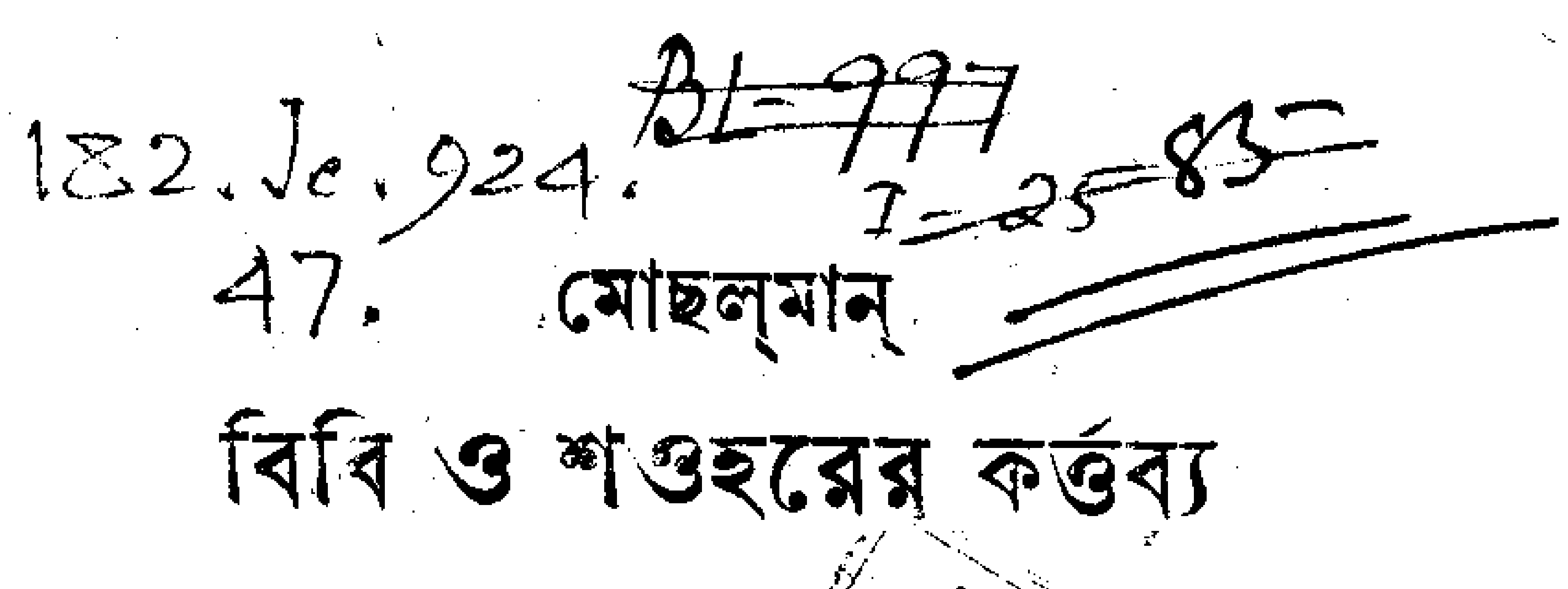
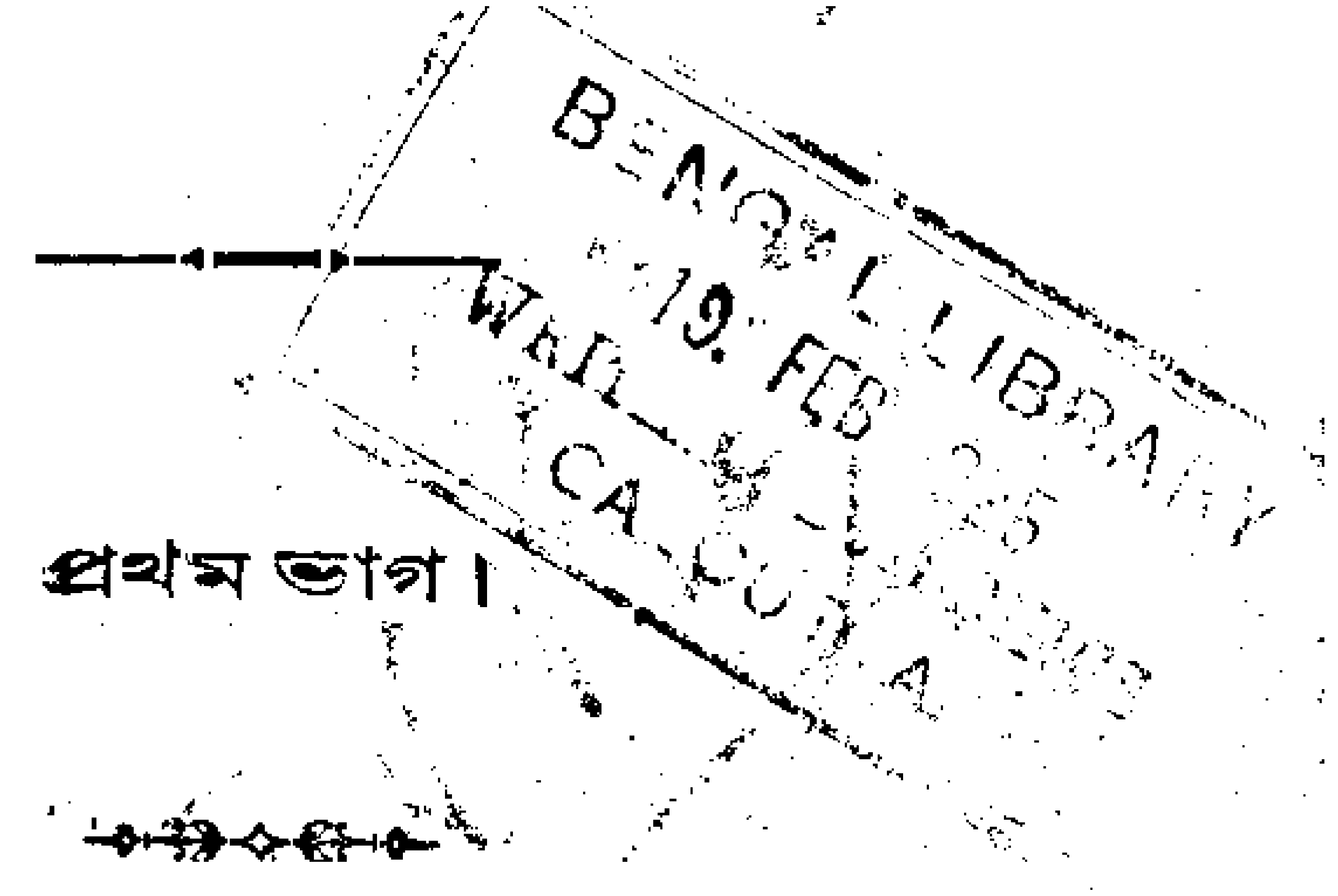


মোছল্‌মান্

বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য



প্রথম ভাগ।

মোছান্নেফ্ ও প্রকাশক্ ঃ—
জনাব হাজি শাহ্
ছুফি ছদর উদ্দীন আহ্‌মদ ছাহেব।
গঙ্গারামপুর, পোঃ আঃ—হরিতলা ;
জিলা—জশোহর।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৩৪৩ হিজ্‌রী ও ১৩৩১ বাং

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

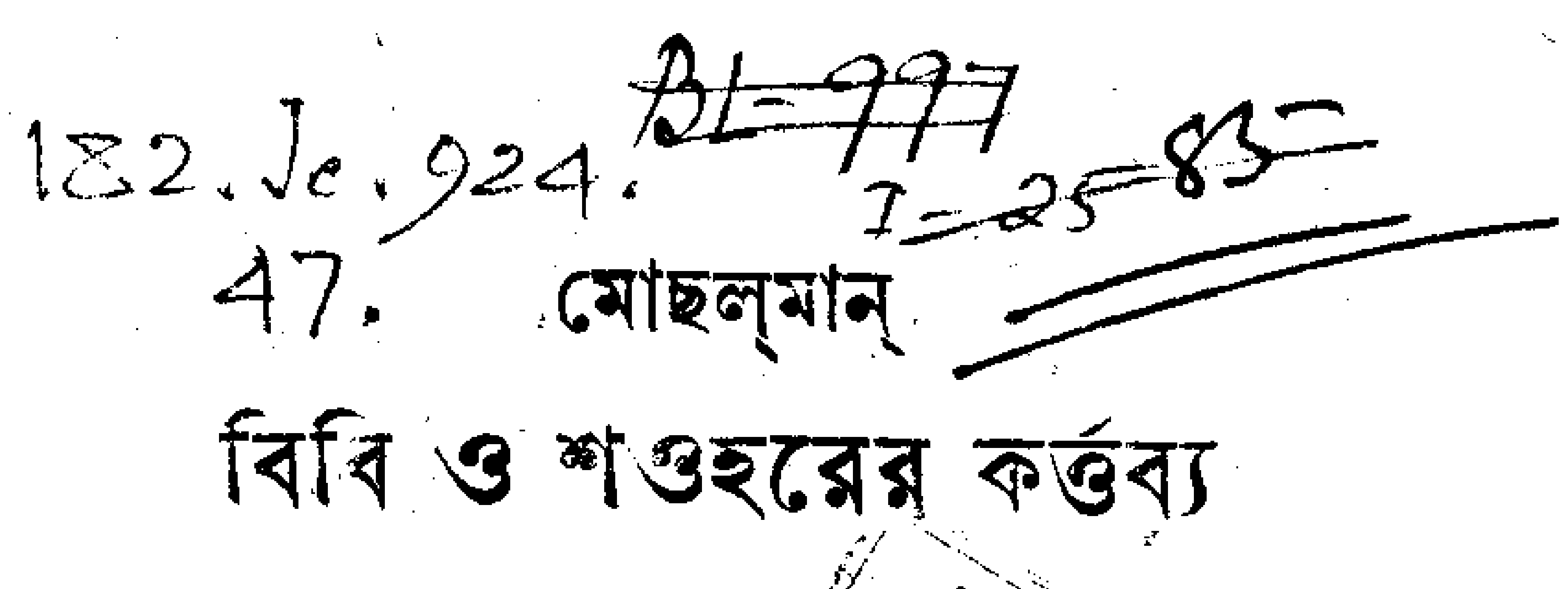
* بسم الله الرحمن الرحيم *

সূচীপত্র।

বিশেষ জরুরি ফজিলতের বস্তু।

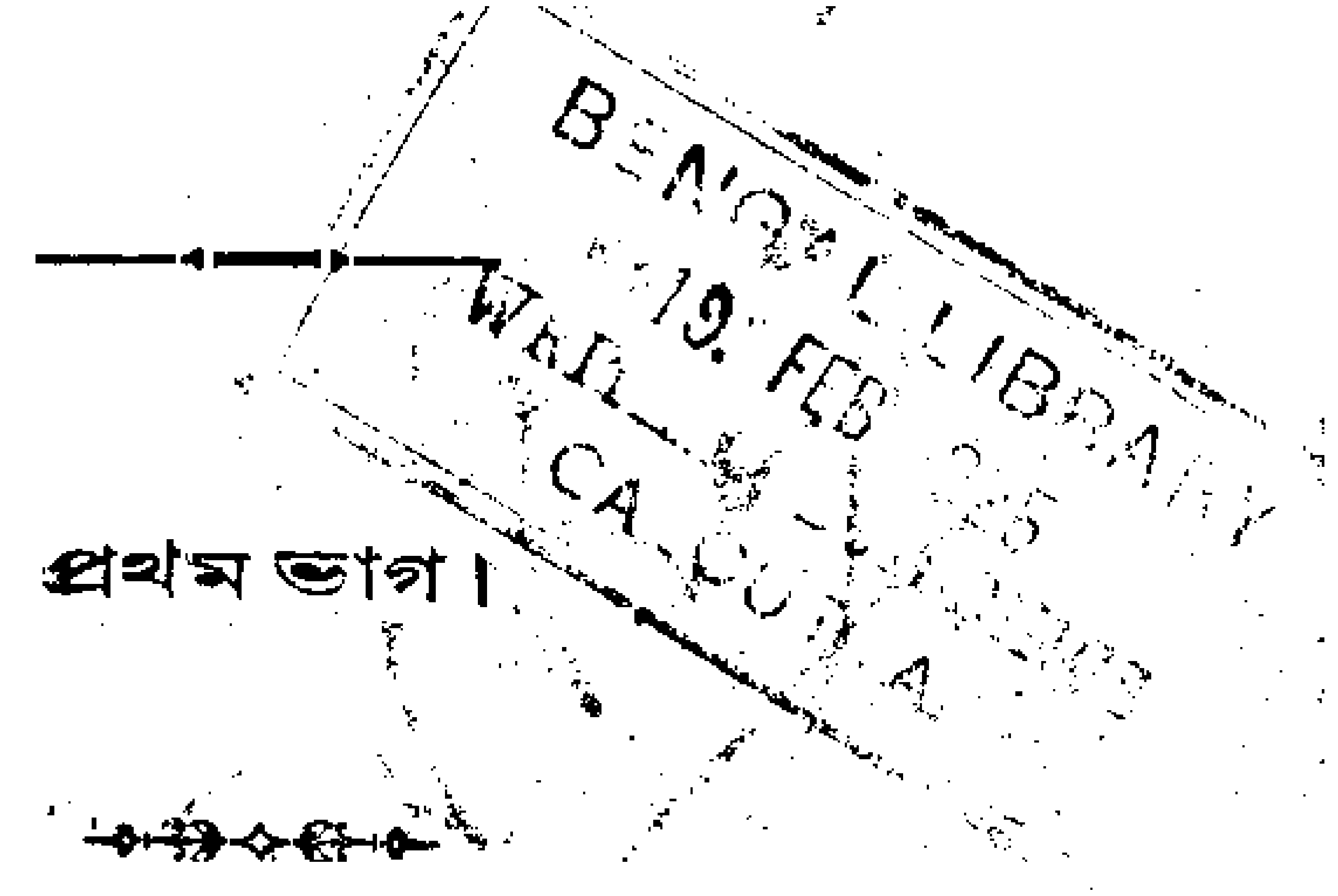
আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লেম্।

খাক্‌ছার ছদরউদ্দীন আহ্‌মদ্।



মোছল্মান্

বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য



প্রথম ভাগ।

মোছান্নেফ্ ও প্রকাশক্ঃ—
জনাব হাজি শাহ্
ছুফি ছদর উদ্দীন আহ্মদ ছাহেব।
গঙ্গারামপুর, পোঃ আঃ—হরিতলা;
জিলা—জশোহর।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৩৪৩ হিজ্রী ও ১৩৩১ বাং

 [মূল্য ১৲ এক টাকা।

* بسم الله الرحمن الرحيم *

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	লাইন	পৃষ্ঠা
কত্তল	কওল	১৪	২
ওফাতেয়	ওফাতের	৫	৬
আল্লাহতাআর	আল্লাহ্‌তাআলার	৭	৩২
জশ্য	জন্য	১৪	৩২
মোহাম্মদ্	মোহাম্মদ্	১৩	৩৬
ছাল্লাল্লাহো আলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ওয়া ছাল্লেম।			
আজনরি	আজনবি	২২	৩৮
আল্লহুম্মা	আল্লাহুম্মা	৬	৫১
তথম	তখন	১৫	৫৭
ছগিয়া	ছগিরা	২৩	৭৭
ওহি পাঠাইয়াছিলেন	এল্‌হাম্ করিয়াছিলেন	৩	৯৪
মদ	মর্দ	২১	৯৯
اعود بك	اعوذ بك	১৫	১১৮
কুফুর	কুফর	১৮	১৩৮
আমেল গণের	আলেম গণের	২৫	১৬০
*	*	১৬	১০২

* হজরৎ এবুনে মছ্‌উদ্ (রা) বলিয়াছেন, জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মহব্বতের জন্য আমার নামে তাহার বেটার নাম রাখিবে, রোজ কেয়ামতে ঐ ব্যক্তি তাহার বেটার সহিত বেহেশ্‌তের মধ্যে দাখেল হইবে।'

* بسم الله الرحمن الرحيم *

ওছিয়ত নামা।

আমার প্রাণাধিক ছোট ছোট ভাই, ভাতিজাগণ।

আমি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছি, বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যে আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আলম আখেরাতে চলিয়া যাইব। আমি বড় দহশতের আলমে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি, তাহার কথা লিখিতে আমার অন্তকরণের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। তোমরা কেহ কেহ এখন এত ছোট রহিয়াছ, যে, আমি তোমাদিগকে সম্ভবত কিছুই তালিম করিয়া যাইতে পারিব না, বিদেশে প্রায়ই থাকি, যদি কোন স্থানে হঠাৎ মরিয়া যাই, তবে তোমাদিগের সহিত দুনিয়া'তে আর তো সাক্ষাৎ হইবে না, দুটো কথা ও আর বলিয়া যাইতে পারিব না, তদ্‌জন্য আজ তোমাদিগের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গলের জন্য কএকটী উপদেশ দিতেছি, ইহা তোমরা প্রতিপালন করিবে, আর আল্লাহতাআলা যদি তোমাদিগকে সন্তান সন্ততি দেন, তবে পুরুষানুক্রমে যেন তাহারা ছুন্নৎ তরিকা অনুযায়ি, যেরূপ আমাকে আমল করিতে দেখিতেছ, এইরূপ চালচলনকে যেন তাহারা অবশ্য অবশ্য এক্তেয়ার করে, তদ্‌জন্য উপদেশ দিবে। মোছলমানের ছেলে হইয়া, ভিন্ন জাতির লোকদিগের রছুমকে যেন তোমাদিগের বংশের কেহ এক্তেয়ার না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

তোমরা নামাজ, জুমা নামাজ পড়িবে, রোজা রাখিবে, যদি আল্লাহ্‌তাআলা মালদার করেন, হজ করিবে, জকাৎ দেবে, কোর্বাণি করিবে। শেরেক, কুফর, বেদায়াৎ কার্য্য কখনও করিবে না। দাড়ি লম্বা রাখিবে। মোচ কাৎরাইয়া ছোট করিয়া রাখিবে। তহবন পায়জামা পরিবে; লম্বা ঢিলা আছ্‌তিন্ পিরাণ, যেমন আমাকে পরিতে দেখ, সেইরূপ পরিবে, এবং আছকান পরিবে, তাহাতে ঝুলান কলার লাগাইবে না। আর আছ্‌কানের আছ্‌তিনে কোটের মত বোতাম দেবে না। সতত টুপি মাথায় রাখিবে। মাথার চুল চারিদিকে এক সমান করিয়া ছাটিবে, কিম্বা খুর দিয়া কামাইয়া ফেলিয়া দিবে, যেমন আমাকে করিতে দেখিয়া থাক। মেয়েদের জন্য পর্দার সুবন্দবস্ত সতত করিবে। এ বিষয়ে বিশেষ সুতীক্ষ লক্ষ্য রাখিবে। নিজের সন্তানদিগকে যদি আল্লাহ্ পাক্ দেন দিনি এলেম উত্তমরূপ শিক্ষা দিবে।

দাড়ি কখনও খুর দিয়া কামাইবে না, কিম্বা ভিন্ন জাতির ন্যায় দাড়ি ছোট ছোট করিয়া ছাটিবে না; মোচ লম্বা রাখিবে না; মাথার চুল আগেরদিকে লম্বা, পেছনের দিকে, ও কানের পার্শ্বে খাটো, এমন ধারা করিয়া ছাটিবে না; মাথার চুল চারিদিকে

এক সমান করিয়া ছাটিবে। কাচা দিয়া ধুতি পরিবে না, পেণ্টলুন পরিবে না, কোর্ট গায় দিবে না, খালি মাথায় কখনও থাকিবে না, বড় হইলে ঢেলা কুলুখ্‌ ব্যবহার করিবে, শোনার আংটী হাতে দিবে না, রেশমী কাপড় ব্যবহার করিবে না। শুদ্‌খোর লোকের সঙ্গে দোস্তি, মহব্বৎ হতে পারে, এমন কোন সম্বন্ধ কদাচ করিবে না, শুদ্‌খোর লোকদিগের হামেশা দোজখে থাকিবার ভয় আছে স্মরণ রাখিবে, সুতরাং শুদ্‌খোর লোক হইতে বহুৎ দুরি এক্তেয়ার করিবে, বহুৎ দুরি এক্তেয়ার করিবে। গানা, বাজানা, হারাম, ইহা কখনও শুনিবে না। গানা বাজানার নিকটে কখনও যাইবে না। আমি যে যে কার্য্যগুলি করিতে তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম, তাহা তোমাদিগকে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, ঐরূপ চালচলন বিশিষ্ট লোকদিগের সঙ্গে হয় তো অনেক সময়ে তোমাদিগকে দুনিয়ার কাজ কর্মের জন্ম মিশিতে হইবে, তাহাদিগের দেখাদেখি, তোমরা ঐরূপ চালচলন এক্তেয়ার না কর, তদ্দরূণ ঐ সকল কার্য্য করিতে আমি বিশেষ রূপে তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম। এঙ্কিনাণ্ড জানিয়া রাখ, দাড়ি কামানো ইত্যাদি, উপরে লিখিত যে সকল কার্য্যগুলি করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম, এই সকল দিন এছলাম মধ্যে বড় গোনাহ্‌র কার্য্য হইতেছে, এইজন্ম রোজ কেয়ামতে বহু মোছলমান দোজোখে যাইবে! আমি মোনাজাৎ করিতেছি আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে, তোমাদিগকে, এবং সমস্ত মোছলমানদিগের শন্তানগণকে আল্লাহতালা আপন ফর্মাবরদারি করিতে, ও ছুন্নৎতরিকা মত চলিতে তৌফিক নছিব করেন, ও সকল প্রকার গোনাহ্‌র কার্য্য হইতে বাচাইয়া রাখেন! তোমরা আপন পয়দা কর্ণেওয়ালা, রেজেক দেনেওয়ালা, মহব্বৎ কর্ণেওয়ালা খোদাওন্দ করিমকেকখনও ভুলিয়া যাইবে না, হামেশা ইয়াদ করিবে, দুনিয়ার জেন্দেগানিতে তাঁহার প্রত্যেক হুকুমের লেহাজ রাখিয়া কাজ কর্ম করিবে, তাহা হইলে দোনোজাহানে আল্লাহ্‌তালার রহমৎ তোমাদিগের ইন্‌শা আল্লাহ্‌ সামেল হাল হইবে। আল্লাহোম্মাছাল্লিয়ালাছেয়েদেনামোহাম্মদ্‌ওয়াআলিহিওয়াআছ্‌হাবিহিওয়াছাল্লেম্‌।

আমার স্নেহভাজন মুরিদগণ প্রতি।

আমার উপরুক্ত ওছিয়ৎ আপনাদিগের প্রতি ও রহিল। আপনারা নিশ্চয়ই উহ প্রতিপালন করিতেছেন ও করিবেন। আমি সাধ্যানুযায়ি আপনাদিগকে তৌহিদ্‌ বারিতাআলা, ছুন্নৎ তরিকার উপর চলা শিক্ষা দিয়াছি। ইহার উপর আপনারা কায়েম আছেন ও থাকিবেন, এবং আপনাদিগের সন্তান শন্ততিগণকে ও দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, ইহার উপর কায়েম রাখিবেন, হরগেজ ইহার অন্যথা করিবেন না।

ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহ্‌মদ্‌।
নকশবন্দি, মুজাদ্দাদী, কাদেরী, চিশ্‌তী।
ছাকিন গঙ্গারামপুর, পোঃ হরিতলা, জেলা যশোহর।

* بسم الله الرحمن الرحيم *

সূচীপত্র।

বিশেষ জরুরি ফজিলতের বস্তু।

আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লেম্।

খাক্ছার ছদরউদ্দীন আহ্মদ্।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

মোছল্‌মান্‌

বিবি ও শওহরের কর্ত্তব্য

প্রথম ভাগ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ *

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

আয়ে বেরাদর, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম দুনিয়ার মাল ও আছ্‌বাব্‌ জমা করিতে নিষেধ করিতেন। এক দিন হজরৎ ওমর রাজি আল্লাহ্‌ তাআলা আনহু হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, দুনিয়ার বাদ্‌ আমরা কি বস্তু এক্তেয়ার করি। তিনি এর্শাদ করিলেন, "জবান জাকের, দেল শাকের ও বিবি পার্ছা এক্তেয়ার কর।" এই স্থানে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বিবিকে জেকেরের ও শোকরের সঙ্গে বয়ান করিয়াছেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ।

আওরৎ সকল ঘর গৃহস্থালির কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে, যেমন খানা পাক করা, বর্ত্তন ধৌত করা, ঝাড়ু ইত্যাদি দেওয়া। এই প্রকার তাহারা সংসারের নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। যদি পুরুষগণ এই সকল কাজ কর্ম্ম করিতে রত থাকে, তবে তাহারা এলেম ও আমল, এবং এবাদত বন্দিগী করিতে মহরুম রহিয়া যাইবে। এই সকল কারণ বশতঃ দিনের রাহেতে বিবি আপন শওহরের ইয়ার ও মদদগার হইতেছে; এই জন্য আওলিয়ায়ে বোজর্গ হজরৎ আবু ছোলায়মান দারানি (আল্লাহ্‌তাআলার রহমৎ তাঁহার উপরে হউক) বলিয়াছেন :- "নেক বিবি দুনিয়ার বস্তু নহে, বরং আখে-রাতের আছ্‌বাব্‌ হইতেছে। কারণ, প্রত্যেক বিষয়ে তোমার সদা সর্ব্বদা মদদ্‌গারি করে, যাহার জন্য তুমি আখেরাতের তোষা প্রস্তুত করিতে মশগুল হইতে পার।" আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

আমিরুল মুমেনিন্‌ হজরৎ ওমর রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আনহুর কওল হইতেছে যে, ইমানের বাদ্‌ নেক বিবি হইতে কোন নেয়ামত বেহ্‌তর নহে। ইহাতে বিবিদিগের কামাল শরাফতের প্রমান পাওয়া যাইতেছে।

হজরৎ মৌলানা শেখ ছাদি (আল্লাহ্‌তাআলার রহমৎ তাঁহার উপরে হউক) পীর বোজর্গ বলিয়াছেন, "নেকবক্ত ব্যক্তির যদি বিবি বদ্‌ হয়, তবে তাহার জন্য দুনিয়া দোজখ সমতুল্য হইতেছে।" ইহা প্রকৃত সত্য কথা। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার বিবি নাই, কিম্বা বিবি করিবার প্রয়োজন নাই, কিম্বা বিবি করিবার প্রয়োজন হইবে না। বিবি ভিন্ন সংসার ধর্ম্ম চলে না। বরং বিবাহ করা প্রত্যেক ভাই মোছল্‌মানের জন্য আজিম ছওয়াবের কার্য্য হইতেছে। কারণ বিবাহ করিলেই আল্লাহ্‌-

তাআলার বান্দা পয়দা হয়, যাহারা আল্লাহ্ তাআলাকে ছেজদা করে। বিবি নেকবক্ত হইলে যেমন তাহা শওহরের জন্য নেয়ামৎ হইতেছে। বিবি বদ্ হইলে তেমনি তাহা শওহরের জন্য লানৎ হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক ভাই মোছলমান ব্যক্তিকে উচিত যে, বিবি যাহাতে নেকবক্ত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ।

বিবিদিগকে কি কি বিষয় শিক্ষা দিলে তাহারা সম্ভবতঃ নেকবক্ত হইতে পারে, তাহা আমি আমার ক্ষুদ্র পুস্তকে মাতবর কেতাব সকল হইতে, হাদিছ শরিফ, এবং কএকটি আয়েতে কোরাণ, এবং মোশায়েখ-দিগের কওল সমূহ সংগ্রহ করিয়া, তাহা অতি সহজ বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ভাই মোছলমান ব্যক্তি, যিনি বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন, অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন, এবং নিজ পরিবারস্থ বিবিদিগকে, এবং প্রতিবাসী ভাইদিগের বিবিদিগকে, ইহা দ্বারা তাহাদিগের কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন; এবং বিবি-দিগের প্রতি তাহাদিগের কি প্রকার আচরণ করা উচিত, এবং কি কি বিষয় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আজ কাল মোছলমান গৃহস্থ সমাজ মধ্যে অনেকেই অল্প বিস্তর বাঙ্গালা লেখা পড়া জানেন, এই কেতাবখানি সকলের বোধগম্য করিবার জন্য আমি অতি সহজ বাঙ্গালা, যাহা সচরাচর আমরা কথা বার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ ভাষায় লিখিয়াছি; এবং আমরা পরস্পর দিন এছলাম সম্পর্কে কথা বলিতে সাধারণতঃ যে সকল আরবী শব্দ, কিম্বা উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ না করিয়া, অবিকল সেই শব্দই রাখিয়া দিয়াছি। কারণ, তাহা আমাদিগের জাতীয় ভাষা মধ্যে পরিগণিত। সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এই কেতাবখানি আমি আমাদিগের দেশের গৃহস্থ মোছলমান ভাইদিগের জন্য প্রণয়ন করিয়াছি। যদি ইহা কোন সদাশয় উচ্চ শিক্ষিত মোছলমান ভ্রাতার চক্ষে পড়ে, কিম্বা কোন উচ্চ শিক্ষিতা মোছলমান ভগ্নির হস্তগত হয়, তবে আমার সবিনয় অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন ভাষার দোষ গ্রহণ না করেন। কারণ আমি হাদিছ সমূহ যেরূপ কেতাবে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ রাখিয়া তর্জ্জমা করিয়াছি, উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা করিবার জন্য যত্ন চেষ্টা করি নাই। কারণ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা করিতে গেলে, হাদিছ লিখিতে কমি বেশী হইতে পারে; এবং হাদিছ কমি বেশী করিয়া বয়ান করা বড় গোনাহের কার্য্য। সুতরাং হাদিছ যেমন কেতাবে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ রাখিয়া তর্জ্জমা করিয়াছি। আমার এই চেষ্টা করা স্বত্বেও যদি আমি হাদিছ লিখিতে খাতা করিয়া থাকি, তবে আমার খোদাওন্দ করিম আপন রহমতে আমাকে মাফ করেন।

আমি আশা করি, যদি আমার মোছলমান ভ্রাতা ভগ্নিগণ পুস্তকের উপদেশগুলি বুঝিয়া আমল করেন, তবে দোনো জাহানে আল্লাহ্ তাআলার রহ্মতের মস্তাহাক হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি।

শওহরের প্রতি বিবির কর্ত্তব্য।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে:— এক আরবি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নজদিক আসিয়া বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম! তহকিক আমি মোছলমান হইয়াছি, আমাকে এমন একটী মাজাজা দেখান, যাহাতে আমার একিন এবং ইমান যেয়াদা হয়, এবং মজবুৎ হয়। হজরৎ নবি

করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, "তুমি কি চাও বল।" ঐ আরবি বলিল, ফলনা বৃক্ষকে আপনার নজদিক আসিতে অনুমতি করুন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, তুমিই যাইয়া ডাকিয়া আন। ঐ আরবি যাইয়া বলিল, আয়ে বৃক্ষ, তোমাকে নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ডাকিতেছেন। তখন ঐ বৃক্ষ এক তরফ ঝুকিল, তাহাতে ঐ দিকের শিকড় সকল উখাড়িয়া গেল। পুনশ্চ দোছরা তরফ ঝুকিল, তাহাতে ঐ দিকের শিকড় সকল ও উখাড়িয়া গেল। এই প্রকারে চারি দিকের শিকড় সকল উখাড়িয়া, আপন শিকড় সকল, এবং ডাল সকলকে টানিতে টানিতে আসিয়া, ঐ বৃক্ষ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের হুজুরে আসিয়া ছালাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ঐ আরবি বলিল, "ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, বছ আমার এখন খুব্ একিন হইয়াছে, এখন বৃক্ষকে রোখ্ছত্ এনায়েত করুন।" ঐ বৃক্ষ যাইয়া আপন স্থানে কায়েম হইয়া গেল। আরবি বলিল ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাকে অনুমতি করুন যে, আমি আপনার পায়েতে, এবং মস্তকে বোছা দেই। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম এজাজৎ দিলেন। পুনশ্চ ঐ আরবি বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাকে অনুমতি দেন যে, আমি আপনাকে ছেজ্দা করি। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম এর্শাদ করিলেন, যদি আল্লাহ্তাআলা ভিন্ন

অন্যকে ছেজদা করা রওয়া হইত, তাহা হইলে আমি হুকুম করিতাম যে, প্রত্যেক আওরৎ তাহার শওহরকে ছেজ্দা করে। কারণ আওরতের উপরে মরদের বহুত বড় হক আছে। আল্লাহুমা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

রেওয়ায়েৎ আছে, নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের ওফাতের পর, এক দিন আছ্হাব্ রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হুমা সকল একত্র হইয়া, ইব্নে আব্বাছ্ রাজি আল্লাহ্তাআলা আনহু হইতে কোরাণ মজিদের তফছির লিখিতেছিলেন, এমন সময় আচানক ব্যতিব্যস্ত হইয়া এক আরবি আসিয়া ছালাম করিল এবং বলিল, আয়ে আছ্হাব্ রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আপনি কি একথা জানেন যে, নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব বলিয়াছেন যে, মেহ্মান বেহেস্তের কুঞ্জি হইতেছে। সুতরাং যাহার বাড়ীতে মেহ্মান আইসে, আল্লাহ্তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেস্তের এক দরওয়াজা খুলিয়া দেন। আছ্হাব্ রাজি আল্লাহ্ তাআলা আনহু বলিলেন—হাঁ, তহকিক আমি এ হাদিছ শুনিয়াছি; এবং রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব ফরমাইয়াছেন, যখন মুমিনদিগের মধ্য হইতে কোন এক মুমিন মেহ্মান কোন ব্যক্তির বাড়ীতে আইসে, তখন তাহার সঙ্গে দুই ফেরেস্তা আইসে; এবং মেহ্মানের প্রত্যেক লোক্মার বদলা ছাহেব-খানার জন্য এক শত নেকী লেখেন; এবং এক শত গোনাহ্ মিটাইয়া দেন; আর এক শত দর্জ্জা বলন্দ করেন। এহাতাক যে, মেহ্মান রোখ্ছৎ হইবার পর, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ছাহেব খানার গোনাহ্ লেখা যায় না; আল্লাহ্তাআলার আমান মধ্যে, অর্থাৎ হেফাজৎ মধ্যে থাকে। আরবি বলিল, এই হাদিছ হজরত আলি ইব্নে আবুতালেব রাজি

আল্লাহ্তাআলা আনহু ছাহেবের নিকট আমি শুনিয়া, আল্লাহ্তাআলার কছম করিয়াছি যে, এই হইতে মেহ্মান ভিন্ন এক লোক্মা ও খাইব না; এবং আমার আওরৎ যে মছ্জেদের দরওয়াজায় বসিয়া আছে, সে বলিতেছে যে, আমি কোন মেহ্মানের খেদ্মৎ করিব না; এবং কোন মিছকিন ও মোছাফের বাড়ীতে আসিলে আমি রাজি হইব না; যদি তুমি ইহাতে নারাজ হও, তবে আমাকে তালাক দাও। আমি এই জন্য আপনাদের নিকট আসিয়াছি, আপনারা সকল আছ্হাব রাজি আল্লাহ্তাআলা আনহুমা ছাহেবান মৌজুদ আছেন; আমাদিগের হক্-খছম মধ্যে ছলাহ্ করাইয়া দেন, কিম্বা জুদা করাইয়া দেন। আছ্হাব্ রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লামগণ যখন এই কথা শুনিলেন, তখন তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হজরৎ আবুবকর ছিদ্দিক রাজি আল্লাহ্তাআলা আনহু বলিলেন, আয়ে আরবি, আপন জরুকে বলিয়া দাও যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন, যে আওরৎ আপন মরদকে বলে যে, আমাকে তালাক দাও, এবং মরদ রাজি নহে, অর্থাৎ মরদ তালাক দিতে ইচ্ছুক নহে, তবে রোজ কেয়ামতে ঐ আওরতের মুখ বিনা গোস্তের কেবল মাত্র হাড্ডি রহিবে; এবং আল্লাহ্তাআলা তাহার জবানকে, পাছের দিক হইতে বাহির করিয়া জাহান্নামের গহ্রাই মধ্যে ফেলিবেন, যদি ঐ আওরৎ তামাম দিন রোজা রাখ্নেওয়ালি হয়, এবং তামাম রাত্র এবাদতে খাড়া রহ্নেওয়ালি ও হয়।

হজরৎ ওমর ইব্নে খেতাব রাজি আল্লাহ্তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন, যে আওরৎ আপন মরদ হইতে তাহার বেগায়ের মর্জ্জি এক রাত্রে যুদা থাকিবে, সে দোজখের

দারক্ আছ্‌ফল্ মধ্যে কারূন এবং হামানের সঙ্গে থাকিবে, যদি ঐ আওরৎ পার্ছা এবং আবেদাও হয়। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

হজরৎ ওছ্‌মান্ ইব্‌নে আফ্‌ফান রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হু বলিলেন যে, বলে দাও উহাকে রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরৎ আপন মরদের ঘর হইতে মরদের বেগায়ের এজেন বাহিরে যাইবে, তাহার উপরে,—"যে বস্তুর উপরে সূর্য্যের তাবশ, অর্থাৎ শূর্য্যের কিরণ পড়িয়া থাকে, ঐ সমস্ত বস্তু, বরং সমুদ্রের সমস্ত মৎস্য সকল ও লানত করে।

হজরৎ আলী এব্‌নে আবুতালেব রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি আওরৎ আপন এক ছাতির কাবাব্, অর্থাৎ এক পেস্তানের দ্বারা কাবাব্, এবং দ্বিতীয় পেস্তানের দ্বারা কালিয়া বানাইয়া মরদের সম্মুখে রাখে, তবুও যদি মরদ তাহার উপর রাজি না হয়, তাহা হইলে রোজ কেয়ামতে ঐ আওরৎ ইহুদ ও নাছারার সঙ্গে থাকিবে, এমন ইহুদ ও নাছারা যে আল্লাহ্‌তাআলার কেতাবকে পিঠিয়া দিয়া থাকে—অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার কেতাবকে গ্রাহ্য করে না, বরং তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া থাকে।

হজরৎ ইব্‌নে আব্বাছ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কোন আওরৎ হজরৎ মরইয়াম বিন্তে এম্‌রান্ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা ছাহেবার মানিন্দ আল্লাহ্‌তাআলার এবাদত করে, যখন তাহার মরদ তাহাকে বিছানার উপর ডাকে, এবং ঐ আওরৎ এক ছায়াৎ আসিতে দেরি করে, তাহা হইলে ঐ আওরৎকে রোজ কেয়ামতে জালেমদিগের সঙ্গে আছ্‌ফলা

ছাফেলিন্ মধ্যে অধোমুখে ভেজা যাইবে, অর্থাৎ মুখ নীচের দিকে করিয়া ফেলিয়া দিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হজরৎ মাআজ্ ইবনে জবল্ রাজি আল্লাহ্ তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কোন মরদের নাক হইতে পিব্, এবং মুখ হইতে লহু জারি হয়, এবং তাহার বিবি হাজার বৎসর ঐ পিব্ ও লহুকে চাটে, এবং মরদ উহার রাজি না হয়, তবে রোজ কেয়ামতে ঐ আওরৎ আগুণের তাবুত মধ্যে কয়েদ হইবে, এবং জাহান্নামের কওর মধ্যে পড়িবে। হুসিয়ার হইবেন, আয় আম্মা-ছাহেবাগণ।

হজরৎ আবু হোরায়রা রাজি আল্লাহ্ তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কোন আওরৎ হজরৎ ছোলায়মান ইব্নে হজরৎ দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের মত মালদার হয়, এবং উহার মরদ ঐ সমস্ত মাল খাইয়া থাকে—অর্থাৎ খরচ করিয়া ফেলে থাকে ; সেই অবস্থায় ঐ আওরৎ যদি বলে যে, তুমি আমার এত মাল খাইয়াছ ; তাহা হইলে ঐ আওরতের চল্লিশ বৎসরের নেকি নাচিজ হইবে—অর্থাৎ বরবাদ হইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ।

হজরৎ অবুজর রাজি আল্লাহ্ তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরৎ আহ্লে আছ্মান এবং আহ্লে জমিনের এবাদতের বরাবর এবাদত করে, এবং আপন মরদকে কোন একটি ও রঞ্জ্ দেয়, তবে রোজ কেয়ামতে সেই আওরতের দোনো হাত গর্দ্দানের সঙ্গে বান্ধা হয়ে, এবং উহার দুই পাও জিঞ্জিরের মধ্যে মকিদ্ হয়ে, শরমগাহ্ খোলা হয়ে, চেহেরা বদ্ শকল হইয়া আসিবে। উহার

উপর শক্ত বেমরুয়ৎ জবানিয়া ছোপর্দ্দ করা যাইবে, এবং আজাব দিতে জারা ত্তর কছুর করিবে না। আয়ে আমার পেয়ারা বহিন, তুমি আপন শওহরকে খোশ রাখিবে, যদি ইহার জন্য তোমার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী জন্মভূমি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ ও করিতে হয়, তাহাও করিবে।

হজরৎ ছোলায়মান ফার্ছি রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি আল্লাহ্‌তাআলা ভিন্ন কাহাকেও ছেজদা করা হালাল হইত, তাহা হইলে আমি হুকুম করিতাম, আওরৎ সকল আপন মরদকে ছেজদা করে।

হজরৎ আব্দ্‌ল্লাহ্‌ ইব্‌নে ছালাম্ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে মরদ হজরত আইউব্‌ আলায়হে-চ্ছালামের মানিন্দ রঞ্জ্‌ ও বালাতে সাত বৎসর সাত মাস, সাত দিন গেরেফ্‌তার থাকে, এবং উহার আওরৎ এত মুদ্দত উহার খেদ্‌মৎ গোজারি করে, এবং পরে যদি এক ছায়াৎ ও দেল তঙ্গ হইবে, এবং বলিবে যে, তোমার খেদ্‌মৎ আমার দ্বারা হইতে পারিবে না। তাহা হইলে রোজ কেয়ামতে যাদুগরদিগের, এবং কাহেনদিগের সাহিত, দোজখের দারক আছফল মধ্যে দাখেল হইবে।

হজরৎ আবু ছইদ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, যে আওরৎ আপন মরদের অল্প বিস্তর খানা, এবং লেবাছে রাজি নহে, আল্লাহ্‌তাআলা ঐ আওরতের উপর রাজি হইবেন না, যদি ঐ আওরত পরহেজগার ও হয়। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্‌।

হজরৎ আব্দ্‌ল্লাহ্‌ ইব্‌নে আব্বাছ্‌ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া

আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, আছ্মানের উপর যে ফেরেশ্তা আছে, উহার মধ্যে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা ঐ আওরতের উপর লানত করে—যে আপন মরদের মালে খেয়ানত ও চুরি করে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হজরৎ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মছ্উদ রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যে আওরৎ আপন মরদের মেহ্মানের উপর সন্তুষ্ট হয় না, এবং উহার খেদমৎ করিতে রাজি নহে, তাহার উপর সমস্ত মালায়েক্ ও খালায়েক্ লানত করে; অর্থাৎ সমস্ত ফেরেশ্তা, এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ তাহার প্রতি লানত্ করিয়া থাকে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মোলানা মোহাম্মদ্।

হজরৎ হাচ্ছান্ ইব্নে ছাবেত আনছারি রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, যখন মরদ আওরতের উপর গজবে আইসে, তখন আল্লাহ্তাআলাও তাহার উপর গজবে আইসেন, এবং যদি মরদ রাজি হয়, তবে আল্লাহ্তাআলাও রাজি হন—যদি ঐ আওরৎ হজরত খোদেজাহ্ রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হা বিন্তে-খোয়েলেদ ছাহেবার খাদেমা ও হয়। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হজরৎ কাতাদাহ্ রাজি আল্লাহ্তাআলা আনহু বলিলেন, যে আওরৎ আপন মরদকে এমন কোন কথা বলে, যাহাতে মরদ গজবে আইসে, তাহা হইলে উহার নাম মোনাফেক্দিগের দফ্তর মধ্যে এবং মোশ্রেক-দিগের গোরোর মধ্যে লেখা যাইবে; এবং ঐ আওরৎ যে পর্য্যন্ত আপন জায়গা দোজখ মধ্যে না দেখিবে, দুনিয়া হইতে যাইবে না।

হজরৎ হাছেন ইব্‌নে আলি রাজি আল্লাহ্‌ তাআলা আন্‌হু বলিলেন, বলে দাও উহাকে যে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, আল্লাহ্‌ তাআলা এর্শাদ করেন, আয়ে আমার ফেরেশ্‌তা সকল, যখন আওরৎ আপন মরদকে এমন কথা বলিল যে, উহাতে সে গজবে আসিল, তখন তহ্‌কিক আমি ঐ আওরতের উপর বেজার হই, এবং উহার তরফ আমি রোজ কেয়ামতে রহ্‌মতের নজরে দেখিব না। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

হজরৎ ছয়িদ ইব্‌নে মছিব্‌ রাজি আল্লাহ্‌ তাআলা আনহু বলিলেন, বলে দাও উহাকে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, তহ্‌কিক আল্লাহ্‌ তাআলা আওরৎ দিগের উপর বেহেশ্‌তকে হারাম করিয়াছেন, হরগেজ বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবে না, মগর ঐ আওরৎ—যাহার প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা, এবং উহার মরদ রাজি এবং খোশ্‌নুদ্‌ থাকে, অর্থাৎ কেবল মাত্র ঐ আওরৎ সকল বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবে—যাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা এবং তাহাদিগের শওহর রাজি থাকেন।

ঐ আরবির আওরৎ যখন এই হাদিছ শরিফ সমুহ শুনিল, তখন বলিল, আয়ে আছ্‌হাব্‌ রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমার মরদকে বলুন যে আমার উপর রাজি হন। তহ্‌কিক আমি আমার বদ্‌ খাছ্‌লতের জন্য পেশ্‌মান হইয়াছি। পুনশ্চ এমন বদ্‌ আদৎ আমি কখন ও আমল করিব না; শওহরের খেদ্‌মত্‌ ও ফর্ম্মাবরদারি করিব, তাবেদার ও হুকুম ছুন্নেয়ালি রহিব। কখনও নাফর্ম্মানি করিব না, এবং শওহরকে দুঃখিত করিব না। যত দিন জীবিত থাকিব, কখন ও উহাকে গজবে ও গোশ্বায় আনিব না। আরবি বলিল, এখন আমি উহার উপর রাজি হইলাম।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—আওরৎকে প্রথমতঃ নামাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইবে। তাহার পর আপন মরদের হকের জন্য জিজ্ঞাসা করা যাইবে। আছ্হাব্ রাজি আল্লাহ্ তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এক আওরৎ বার মাস রোজা রাখিয়া থাকে ; এবং সমস্ত রাত্র এবাদৎ মধ্যে খাড়া থাকে ; কিন্তু আপন মরদ এবং হাম্ছায়াকে জবান দ্বারা রঞ্জ্ দিয়া থাকে। এরূপ হইলে উহার বিষয় কি হুকুম ? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইলেন, ঐ আওরৎ দোজখী হইতেছে।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, এক আওরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম, মরদের হক্ তাহার আওরতের উপর কি আছে ? হুজুর এর্শাদ করিলেন, যদি আওরৎ উটের পালানের উপর হয়, এবং তাহার মরদ ছোহবৎ চাহে, তবু ও তাহাকে মানা করিবে না ; এবং রম্জান্ শরিফের রোজা ভিন্ন, মরদের বেগায়ের হুকুমে নফল রোজা রাখিবে না, এবং মরদের বিনা হুকুমে ঘর হইতে বাহিরে যাইবে না। যদি আওরৎ শওহরের ঘর হইতে বেগায়ের হুকুম বাহিরে যাইবে, তাহা হইলে আজাবের ফেরেশ্তা ঐ আওরৎ যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসিবে, তাহার উপর লানত করিতে থাকিবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েৎ আছে, দিন কেয়ামতে আওরৎকে নামাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করার পর, মরদের হক্ আদা করিয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, আওরৎ যখন আপন মরদের ছোহ্‌বৎ হইতে পলায়ন করে, অর্থাৎ শওহরের নিকট হইতে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; তখন তাহার নামাজ কবুল হয় না—যে পর্য্যন্ত ঐ আওরৎ আসিয়া তাহার আপন হাত মরদের হাতের উপর রাখিয়া এই প্রকার না বলে যে, "তুমি যাহা মর্জ্জি কর, আমাকে সেই সাজা দাও।"

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েৎ আছে যে, আওরৎ যখন নামাজ পড়িয়া আপন মরদের জন্ত দোওয়া করে, তখন ঐ নামাজ মক্‌বুল্ হয়।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে, নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম হজ্ করিবার আইয়ামে, মিনা মধ্যে খোৎবার দরমিয়ান ফর্ম্মাইয়াছেন, আয়ে মনুষ্য সকল! তহ্‌কিক তোমাদিগের হক্ তোমাদিগের আওরতের উপর আছে, এবং তোমাদিগের আওরতের হক তোমাদিগের উপর আছে। আওরতের উপর এই হক্ আছে যে, তোমার ঘরের হেফাজৎ করে; এবং তুমি যাহার উপর রাজি নহ, এমন ব্যক্তিকে তোমার বাড়ীতে আসিতে না দেয়, এবং ফাহেশা কালাম বকাবকি না করে। যদি এই সমস্ত বিষয়ে খলল করে, তবে আল্লাহ্‌তাআলা তোমার উপর হালাল করিয়া দিয়াছেন যে, বেগায়ের ছক্তি ও রঞ্জ্ তাহাদিগকে মারো। আওরৎদিগের হক তোমাদিগের উপর ইহা হইতেছে যে, লেবাছ্ ও খানা পৌছাও। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— যে আওরৎ পাচ ওয়াক্তের নামাজ আদা করে, রমজান শরিফের রোজা রাখে, আল্লাহ্‌তাআলার ঘরের হজ্ আদা করে, আপন ফোর্জ্জ, অর্থাৎ শরমগাহের হেফাজৎ করে, পরের মরদ সকল হইতে দূরে থাকে,

আপন মরদের এতেয়াৎ, অর্থাৎ ফর্ম্মাবরদারি করে, এমন আওরৎ বেহেশ্‌তের যে দরওয়াজা দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে, সেই দরওয়াজা দিয়া বেহেশ্‌ত মধ্যে চলিয়া যাইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লেম্।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েৎ আছে, যদি মরদের শরীর হইতে খুন্ ও পিব্ জারি হয়, এবং আওরৎ ঐ খুন্ ও পিব্‌কে কেরাহাৎ না করিয়া আপন জবান দ্বারা—অর্থাৎ আপন জিহ্বা দিয়া চাটিয়া পাক করে, তবু ও মরদের হক্ আদা হইতে পারে না।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— যে আওরৎ আল্লাহ্‌তাআলা, এবং কেয়ামতের উপর ইমান আনিয়া, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিন হইতে জেয়াদা শোক করে, এবং আপনার জিনৎ, অর্থাৎ বেশ বিন্যাস না করে, তাহা হইলে তহ্‌কিক ঐ আওরৎ হারাম ফেল করিল। কিন্তু আপন মরদ, অর্থাৎ শওহর মরিলে চারি মাস দশ দিন পর্য্যন্ত জিনৎ তরক করা ওয়াজেব্ হইতেছে।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, আপনার এলাকা মধ্যে যে কেহ থাকে, তাহার সঙ্গে নেকি করা চাই। এক ব্যক্তি বলিল, ইহা রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌-হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমার বিবি নাই, বেটাও নাই, এবং অন্য কেহই নাই, কেবলমাত্র একটী মুর্গী আছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, যদি ঐ মুর্গীর দানাতে তুমি এক দিন ও কছুরি করিবে, তাহা হইলে তোমার নাম নেক্‌কারের মধ্যে লেখা যাইবে না।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— যে ব্যক্তি আপনার বিবি এবং সন্তানাদির নোফকার জন্য—অর্থাৎ

খানা পিনার জন্য, হালাল কছব., অর্থাৎ হালাল পেশা মধ্যে পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার সময় তাহার গোনাহ্ সকল মাফ হইয়া থাকে।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে :—মরদকে নামাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করার পর, স্ত্রী ও বান্দি ও গোলামের হকের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইবে। যদি বিবিকে খোশ্ রাখিয়া থাকে, এবং বান্দি গোলামদিগের সঙ্গে যদি এহ্ছান করিয়া থাকে—অর্থাৎ মেহেরবানী, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি করিয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্তাআলা তাহার সঙ্গে রোজ কেয়ামতে ও এইরূপ এহ্ছান করিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা দৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হেকায়েৎ নকল আছে, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ (আল্লাহুম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদিন্ ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন্ কামা ছাল্লায়তা আলা এব্রাহিমা ওয়া আলা আলে এব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ্,) বহুজুরে জনাবে বারি, আপন আহ্লিয়ার বদ্ খল্কির জন্য, অর্থাৎ বদ্ মেজাজের জন্য শেকায়েৎ করিলেন। আল্লাহ্তাআলা ওহি পাঠাইলেন, আয় আমার খলিল, উহাকে আমি বায়ে তরফের টেহ্ড়ি পিছ্লি হইতে পয়দা করিয়াছি. যেমন সমস্ত আওরৎ পয়দা হইয়াছে। তুমি যদি উহাকে সিধা করিবে, তবে সিধা হইবে না, বরং টুটিয়া যাইবে। যাহা উহা হইতে বদ্ খল্কি হয়, তাহা হইতে দাও, এবং তুমি ছবর কর,এবং লেবাছ পরাও। কিন্তু যদি দিনের কাজে কছুর ও নোক্ছান করে, তাহা হইলে ছবর করা চাই না। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— যে মরদ আপন আওরতের বদ্ খল্কির উপর; অর্থাৎ বদ্ মেজাজের উপর ছবর করিবে, উহাকে হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের ওজর ও ছওয়াব মিলিবে। যে আওরৎ আপন মরদের বদ্ খল্কির, অর্থাৎ বদ্ মেজাজের উপর ছবর করিবে, আল্লাহ্তাআলা উহাকে হজরৎ

আছিয়া রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হা, এবং হজরৎ মরইয়াম বিন্তে এম্রান্ রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হা ছাহেবাদিগের ওজর ও ছওয়াব্ বখ্শিবেন।

মছয়ালা। মরদের উপর ওয়াজেব্ হইতেছে যে, আপন বিবি, বান্দি ও গোলামদিগকে দিনের এলেম শিক্ষা দেয়। ঐ সকল দিনের এলেম এই:—অর্থাৎ ওজু, তৈয়ম্মম, জোনাবোতের গোছল ইত্যাদি; ও নামাজ, রোজা, হজ্, জাকাৎ, হায়েজ্, নেফাছ্ এবং এস্তেহাজা গোছল ইত্যাদি, ফরায়েজ্ এবং পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এবং আছ্হাব্ রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হুমাদিগের ছুন্নৎ জামায়াৎ মত তরিকা ইত্যাদি; গিবৎ ও চুগ্লী তরক করা, নাজাছাৎ ও নাপাক বস্তু হইতে মহ্ফুজ্ থাকা, এবং ফাহেশা কালাম হইতে পরহেজ্ করা ইত্যাদি, আল্লাহ্ ও রছুলের জিকিরে ও ফেকেরে হামেশা থাকা, প্রত্যেক চাল্ ও চলনে আদব শেখানা, গোনাহ্ এবং বদি হইতে পরহেজ্ করা ইত্যাদি। যদি মরদ এতটা এলেম নিজে না জানে, তবে নিজে শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিবে। যদি মরদ না শিখিতে পারে, তবে হুকুম দিবে যে, কোন মহ্রেম্ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করে। এতদ্ব্যতীত দোজখ্ হইতে বাঁচিবার কার্য্যে কোশেশ্ করা আওরতের উপর ফরজ হইতেছে। উহাদিগকে এলেম তলব করিতে নিষেধ করা মরদের জন্ত হালাল নহে। কারণ হাদিছ শরিফ মধ্যে এইরূপ আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই:— "সমস্ত মোছল্মান্ মরদ এবং আওরতের উপর এলেমকে তলব করা ফরজ হইতেছে।" আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

ফেকহা রাজি আল্লাহ্ তাআলা আনহুমা বলেন:—আওরতের মরদের উপর পাঁচ হক আছে, যথা—পহেলা পর্দ্দার মধ্যে খেদ্মৎ লইবে—বেপর্দ্দা করিবে না। কারণ তাহাকে বাহির করা গোনাহ্ এবং তরক্ মরুয়ৎ হইতেছে। দোছ্রা নামাজ রোজার আহ্কাম্, এবং জরুরী মছয়ালা উহাকে

শিক্ষা দিবে। তেছ্‌রা তাহাকে আকেল হালাল যাহা ময়ছার হয়, তাহা খাওয়াইবে। কারণ যে গোস্ত হারাম মাল হইতে পয়দা হইবে, ঐ গোস্ত দোজখের আগুন মধ্যে গলিবে; যেমন হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপঃ—"আয়েল ও আৎফাল্‌ কেয়ামতে ফরিয়াদ্‌ করিবে যে, এই ব্যক্তি আমাকে হারাম মাল খাওয়াইত, এবং দিনের রাস্তা আমাকে বাতাইয়া দিত না; এ ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করিয়াছে।" তখন ঐ ব্যাক্তির সমস্ত নেকি, তাহার আয়েল্‌ ও আৎফাল্‌কে দেলাইয়া উহাকে দোজখের মধ্যে দাখেল করিবেন। চৌথা আওরতের উপর জুলুম ও জেয়াদতী না করে, কেননা আওরৎ মরদের নজ্‌দিক্‌ আমানৎ হইতেছে। পঞ্চম যদি আওরৎ জবান দারাজি ও জেয়াদ্‌তী করে, তাহা হইলে মরদ ছবর ও বর্দবারি করে, গোশ্বা করিয়া মুখ দিয়া কিছু না বলে। কারণ গোশ্বা করিবার সময় আক্কেল থাকে না, এমন কথা বলিয়া ফেলে, যাহাতে নেকাহ্‌ টুটিয়া যায়। পক্ষান্তরে মরদের ছবরের জন্য বিবি শরমেন্দা হইয়া ফের বদ্‌খোয়ী, এবং জবান্‌ দারাজী করিবে না।

মাতবর কেতাব মধ্যে রওয়ায়েৎ আছে, এক ব্যক্তি হজরৎ ওমার রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হুর নিকট, তাহার বিবির বদ্‌ খল্‌কির শেকায়েৎ করিতে আসিয়াছিল। যখন দরওয়াজায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন হজরৎ উম্মে কুল্‌ছুম্‌ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা হজরৎ ওমার রাজি আল্লাহ্‌ তাআলা আন্‌হুর উপরে গোশ্বা করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া নিজের দেলে বলিল, আমি আমার বিবির শেকায়েৎ ইঁনার নজ্‌দিক্‌ করিতে আসিয়াছি, কিন্তু উনি ও তো উঁনার বিবি ছাহেবার নজ্‌দিক, আমার মত বালাতে গেরেফ্‌তার আছেন। ইহা ভাবিয়া ঐ ব্যক্তি ফেরৎ চলিয়া যাইতে লাগিল। হজরৎ ওমার রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হু জানিতে পারিয়া, ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া আহ্‌ওয়াল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি আপনার নিকট আমার বিবির শেকায়েৎ করিতে আসিয়াছিলাম। যখন আসিয়া আপনাকে ঐ বালাতে গেরেফ্‌তার দেখিলাম, তখন ফেরৎ চলিয়া যাইতেছিলাম। হজরৎ ওমার রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হু বলিলেন, আমার বিবি ছাহেবার অনেক হক্‌ আমার উপর আছে, এই জন্য আমি উহাকে মাফ করিয়াছি। পহেলা হক্‌ ইহা হইতেছে যে, উনি আমার এবং দোজখের মধ্যে আড়্‌ হইতেছেন, কেননা আমাকে হারাম হইতে বাঁচাইয়া থাকেন। দোছ্‌রা আমার নেগাহ্‌বান হইতেছেন, যখন আমি কোন স্থানে যাই, তখন আমার মালের হেফাজৎ করিয়া থাকেন। তেছ্‌রা আমার ধুবি হইতেছেন, যখন আমি গোছল করি, তখন উনি আমার কাপড় ধুইয়া থাকেন। চৌথা আমার বাচ্চার দাই হইতেছেন, কত পরিশ্রমে পরহেজ্‌ করিয়া দুধ পিলাইয়া থাকেন। পঞ্চম আমার খানা পাকানেওয়ালি হইতেছেন, কোন সময় আমার খানা পাকাইতে কাহিলি করেন না। ঐ ব্যক্তি ইহা শুনিয়া বলিল, আমার ও উপর আমার বিবি ছাহেবার এই সমস্ত হকুক আছে, আমিও তাহাকে মাফ করিলাম। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্‌।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, বান্দাকে চারি স্থানে খরচ করা জন্য কেয়ামতে হিসাব দিতে হইবে না। পহেলা খরচ মা বাপ জন্য; দোছ্‌রা ছেহেরের সময় যাহা খাইবে; তেছ্‌রা রোজা রাখিয়া যাহা এফ্‌তার করিবে; চতুর্থ যে নোফ্‌কা অর্থাৎ খানা ইত্যাদি—যাহা আয়েল্‌কে দিবে।

রেওয়ায়েৎ আছে, বান্দা চারি স্থানে খরচ করিলে ওজর অর্থাৎ ছওয়াব্‌ পাইয়া থাকে; প্রথম আল্লাহ্‌তাআলার রাহাতে; দ্বিতীয় মিছকিনকে যাহা দেওয়া যায়; তৃতীয় বান্দি গোলাম আজাদ্‌ করিলে; চতুর্থ আওরৎ ও বাচ্চাদিগের নোফ্‌কা জন্য। সকল হইতে আয়েলের উপর খরচ করিবার বড় ছওয়াব হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— যখন বিবি ও শওহর খোশ্ হইয়া এক স্থানে বসে, এবং মহব্বতের সঙ্গে আপোশের মধ্যে মিলে, তখন দশ নেকি তাহার নামা আমলের মধ্যে লেখা যাইয়া থাকে ; এবং তাহার দশ বদী ধোওয়া যাইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌তাআলার করবের দশ দর্জ্জা জেয়াদা হইয়া থাকে ; এবং যখন গোছল করে, তখন উহাদের শরীরে যত চুল আছে, ঐ পরিমাণ নেকি তাহাদিগকে মিলিয়া থাকে ; এবং ঐ পরিমাণ বদী তাহাদিগের দূর হইয়া থাকে। আবার যখন আওরতের সন্তান পয়দা হইবার সময় দরদ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক বারের দরদের জন্য হাজার নেকি আল্লাহ্‌তালা তাহাকে দিবেন, এবং হাজার বদি তাহার দূর করিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া বারিকওয়া ছাল্লেম্।

মাতবর কেতাব মধ্যে রেওয়ায়েৎ আছে, বিবি সকল হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব নিকট হাজের হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, মরদদিগকে বহুত নেক আমলের ছওয়াব্ মিলিয়া থাকে, যেমন নামাজ, জুমা জামায়াৎ, নামাজ-ঈদ ও জানাজাতে হাজের হওয়া, এবং বেমারের ইয়াদৎ, হজ্, ওম্‌রা জেহাদ্ ইত্যাদি করা ; আমরা এই সকল নেয়ামৎ হইতে বেনছিব রহিলাম, ইহার কারণ কি ? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব বলিলেন, তোমরা যাও, এবং অন্যান্য বিবিদিগকে খবর পৌছাইয়া দাও যে, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদিগকে এই জন্য পয়দা করিয়াছেন যে, তোমরা আপন শওহরের সঙ্গে ভালমতে থাক, শওহরের সহিত সদ্ভাব রাখ, প্রত্যেক কার্য্যে আপন শওহরের রেজামন্দি

মত চল, তোমাদিগের হকে এই সকল এবাদতের বরাবর হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্যে তোমাদিগকে ঐ রূপই ছওয়াব্ মিলিবে।

আর ইহা ও লেখা আছে যে, অওরতের হকে ঘর সংসারের খেদমৎ করা, যেমন খানা পাক করা, সংসারের সকলকে তাহা তক্‌ছিম্ করিয়া দেওয়া, ঝাড়ু ইত্যাদি দেওয়া, সন্তানাদির খেদ্‌মৎ করা, শওহরের মালের হেফাজৎ করা, ছোট বড়র খাতেরদারি করা, এ সব জেহাদের মর্ত্তবা রাখে; বরং ইহা হইতে ও জেয়াদা মর্ত্তবা রাখে। কারণ, জেহাদে মানুষ কাফেরের সঙ্গে লড়াই করিয়া মরিয়া যায় এবং ছুট্‌কার পায়; আর আওরৎ রাত দিন ঘর সংসারের দুরস্তির জন্য তখ্‌লিফ্ উঠায়, এবং নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। আক্‌ছের আওরৎ সকল এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ সমস্ত আওরৎ এই নিয়ত করে যে, আমি এই সমস্ত আল্লাহ্‌তাআলার রেজামন্দির জন্য করিতেছি, তাহা হইলে ওলির সমস্ত মর্ত্তবা পাইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

যিনি এই কেতাব খানির এই স্থান দেখিবেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি, আপন বিবি এবং বেটিকে ও আত্মীয় স্বজন বিবি দিগকে, এই নিয়ৎ করিতে উপদেশ দিবেন। নিয়ৎ না করার দরুণ যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের ছওয়াবকে নষ্ট না করেন। প্রত্যেক শওহরের কর্ত্তব্য তাঁহার বিবিকে ইহা উত্তমরূপে শিখাইয়া দেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— জুমা নামাজ মিছকিনের জন্য হজ্ হইতেছে; এবং আওরতের জেহাদ্ শওহরের সঙ্গে ভাল মতে থাকা হইতেছে; অর্থাৎ শওহরের সঙ্গে সদ্ভাবের সহিত গুজরান করা হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :— আওরৎ যখন হামেলা হয়, ঐ সময় হইতে সন্তানকে দুধ পেলান পর্য্যন্ত

গাজির ছওয়াব পাইয়া থাকে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে মরিয়া যায়, তবে শাহাদতের মর্ত্তবা পায়—অর্থাৎ তাহার শহিদি মৃত্যু হয়।

নকল আছে, জনাব হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জমানায় এক আওরৎ, তাহার মা ও শওহরকে রাখিয়া মরিয়া যায়। এক দিন উহার মা স্বপ্নে দেখেন যে, বেটীর মাথার উপর আগুন জ্বলিতেছে, এবং সে শক্ত আজাবের মধ্যে গেরেফ্তার হইয়াছে; তাহার নাক এবং মুখ হইতে রক্ত টপ্কিয়া পড়িতেছে; দুই হাত মাথার উপর বান্ধা আছে; এবং তাহার পায়েতে আগুণের বেড়ি রহিয়াছে; আর সাপ ছাতির সঙ্গে ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই হালৎ দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে বেটী! তোমার এ রকম অবস্থা কেন হইল? ঐ বেটী বলিল আয়ে মা! আমার মাথার উপর যে আগুণ জ্বলিতেছে, ইহা আমি যে আমার শওহরের আয়েব্ অন্যের নিকট জাহের করিতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং হাত যে আমার মাথার উপর বান্ধা আছে, ইহা আমি যে আমার শওহরের ঘরের বস্তু অন্যকে বেগায়ের হুকুম দিতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং সাপ যে ছাতির উপর চড়িয়া কামড়াইতেছে, ইহা আমি যে শওহরের বেগায়ের হুকুমে অন্যের ছেলেকে দুধ খাওয়াইতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং নাক ও মুখ হইতে যে রক্ত পড়িতেছে, উহা আমি যে আমার শওহরকে গালি দিতাম, এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতাম, তাহার বদলা হইতেছে; এবং পায়ের মধ্যে যে আগুণের বেড়ী পড়িয়াছে, উহা আমি যে শওহরের ঘর হইতে শওহরের বেগায়ের হুকুম পাও বাহির করিতাম, তাহার বদলা হইতেছে। আয় মা মেহেরবান, তুমি আমার অবস্থার উপর রহম কর, এবং এমন সময় আমার উপকার কর, হইতে পারে, তাহা হইলে আল্লাহ্তাআলা আমাকে আপন গজব হইতে খালাস

দিবেন। তুমি এখন যাও, এবং নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নিকট, আমার এ দুঃখের অবস্থা জাহের কর, যে তিনি আমার শওহরকে ডাকাইয়া আনিয়া বুঝাইয়া দেন, এবং আমার তক্‌ছির উহাকে বলিয়া মাফ করাইয়া দেন। যখন সকাল হইল, ঐ মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি, ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের খেদ্‌মতে হাজের হইয়া. বহুত আজিজি এবং বেকছির সঙ্গে, বেটীর তরফ হইতে ছালাম, এবং ঐ সংবাদ আরোজ করিল। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ অলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ঐ বেটীর শওহরকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আয়ে ফলানা, আমার খাতিরে তোমার বিবির কছুর মাফ করিয়া দাও ; এবং এই বুড়িকে দুঃখ ও কষ্ট হইতে নাজাত দেও। ঐব্যক্তি আরোজ করিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌-ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমি কেমন করিয়া তাহার উপর রাজি হইব, আমাকে ঐ বিবি বহুত জালাতন্ করিয়াছে, এবং দুঃখ দিয়াছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্‌-তাআলা রহিম হইতেছেন, তিনি রহম্ করণেওয়ালা দিগকে দোস্ত রাখেন। তুমি যদি ঐ বিবির উপর রহম কর, তবে তোমার উপর ও তিনি রহম করিবেন। ঐ ব্যক্তি আরোজ করিল, বহুত বেহ্‌তর ; হুজুরের হুকুম আমার ছের্ ও চক্ষুর উপর, আমি তাহার সমস্ত তক্‌ছির মাফ করিলাম। রাত্রে মা বেটীকে পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, সে বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইয়াছে, এবং বেহেশ্‌তের জেওর ও লেবাছ দ্বারা তাহাকে আরাস্তা করা হইয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে বেটী এ মর্ত্তবা এখন তুমি কেমন করিয়া পাইলে ? বেটী বলিল, আমার শওহর আমাকে মাফ

করিয়াছেন, এজন্য আল্লাহ্ তাআলা ও আমাকে আজাব্ হইতে খালাছ্ এবং নাজাৎ দিয়াছেন। আয়ে মা, তুমি দুনিয়ার আওরৎদিগকে আমার অবস্থার খবর দিও যে, তাহারা যেন বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া চলা ফেরা করে, এবং ঠিক চাল্ চলন এক্তেয়ার করে, এবং আপন শওহরের তাবেদারি ও রেজামন্দিতে কোন প্রকার কছুরি না করে। তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্-তাআলার আজাব হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে ঃ—হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জমানায়, এক ব্যক্তি আপন আওরৎকে বলিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত আমি বাহির হইতে না আইসি, সে পর্য্যন্ত হরগেজ্ তুমি বালাখানার উপর হইতে নীচে নামি ও না। ঐ আওরতের পিতা নীচে এক মকান মধ্যে থাকিতেন, তিনি বেমার হইলেন। ঐ আওরৎ হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ও আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেব নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি পিতাকে দেখিবার জন্য নীচে যাইতে পারেন কি না। হজরত নবি করিম ছাল্লালাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আপন শওহরের হুকুমের উপর কায়েম থাক। যখন তাহার পিতা মরিয়া গেলেন, পুনশ্চ ঐ বিবি নীচে আসিবার জন্য হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট এজাজৎ চাহিলেন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আপন শওহরের হুকুমকে মানো—অর্থাৎ আপন শওহরের হুকুম মত থাক। গরজ, ঐ বিবির পিতাকে লোক সকল দফন করিল; কিন্তু ঐ আওরৎ নীচে নামিল না। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন,

যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, বেশক্ আল্লাহ্‌তাআলা ঐ আওরৎ, যে আপন শওহরের তাবেদারি করিয়াছে, এই কারণ বশতঃ উহার পিতাকে মাফ করিয়াছেন।

জিকির আম্মা রহিমা (রাঃ)

হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের আদৎ ছিল, যে পর্য্যন্ত দশ জনা গরিব মিছ্‌কিন্ মহাতাজ্‌কে খানা না খাওয়াইতেন, সে পর্য্যন্ত নিজে খাইতেন না; এবং যে পর্য্যন্ত দশ জনা লাঙ্গাকে কাপড় না পরাইতেন, নিজে কাপড় পরিতেন না। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাকে বহুতর মাল ও ফর্জন্দ এনায়েৎ করিয়াছিলেন; তিনি দুনিয়াতে সকল বিষয়ে সুখী ছিলেন; দিবা রাত্র আল্লাহ্‌তালার এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিতেন। ফেরেশ্‌তা সকল তাঁহার এবাদত-বন্দেগী দেখিয়া তাজ্জব হইলেন; এবং আল্লাহ্‌তাআলার নজ্‌দিক্ আরোজ করিলেন যে, আয়ে আল্লাহ্‌তাআলা! হজরত্ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালামকে তুমি মাল ও দৌলত, জন্ ও ফর্জন্দ এনায়েৎ করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমার এবাদত-বন্দেগী করিয়া থাকেন। তুমি দুনিয়াতে তাঁহাকে সকল রকম আয়েশ ও আরাম মধ্যে রাখিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমার শোকর আদা করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহ্‌তাআলা বলিলেন, আয়ে ফেরেশ্‌তা সকল, উনার ফরমাবরদারি এবং এবাদৎ বন্দেগী, দৌলৎ পাইবার জন্য নহে; বরং খাছ আমার জন্য হইতেছে। আমি যে সমস্ত নেয়ামৎ উনাকে দিয়াছি, যদি তাহা ফিরাইয়া লই, তবু ও তিনি আমার এবাদৎ-বন্দেগী করিবেন। প্রত্যেক হালতে উনি আমার রেজার উপর শাকের, এবং ছাবের আছেন। এ সময় যেমন আমার ফর্মাবরদার

রহিয়াছেন, গরিবী অবস্থায় ইহা হইতেও আমার জেয়াদা ফর্মাবরদারি করিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম বালা ও মছিবৎ আল্লাহ্‌তাআলার নিকট এই জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন যে, ইহাতে জেয়াদা শোকর করিবেন; এবং ছবর করণেওয়ালাদিগের মর্ত্তবা লাভ করিতে পারিবেন; এবং আজিম ছওয়াব হাছেল করিতে পারিবেন।

আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে ওহি নাজেল হইল যে, আয়ে আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম! তুমি আমার নিকট ছেহেৎ ও তন্দরস্তি চাও, না বালা ও মছিবৎ চাও। হজরৎ আরোজ করিলেন, আয়ে আমার পরওয়ার দেগার, ছেহেৎ ও আফিয়ৎ হইতে তোমার বালা ও মছিবৎ বেহ্‌তর হইতেছে। সুতরাং নিজের মর্জ্জি মত বেমার মধ্যে মব্‌তেলা হইলেন। আল্লাহ্‌তাআলার মরজিতে তাঁহার সমস্ত শরীরে ফোফ্‌লা পড়িয়া তাহাতে কিড়া পয়দা হইয়া গেল। খবর আছে, প্রথম মাল ও আছ্‌বাব্ নোক্‌ছান হইয়াছিল। তাহার পর আচানক সমস্ত বস্তু যাইতে শুরু হইল। আওলাদ সকল ছাতের তলে দাবা পড়িয়া মরিয়া গেল; এবং চল্লিশ হাজার ভেড়ী, বক্‌রী, হাতি, ঘোড়া, উট, গাই, বয়েল ইত্যাদি যত ছিল, সমস্ত মরিয়া গেল। এক দিন হজরৎ এবাদৎ-এলাহিতে মশ্‌গুল ছিলেন, যখন আপন এবাদৎ হইতে ফারাগৎ হইলেন, তখন পাছ্‌বান, অর্থাৎ রক্ষকগণ আসিয়া সংবাদ আরোজ করিল, আয়ে হজরৎ, ভেড়া-বক্‌রি ময়দানে আপনার যত ছিল, গায়েব্ হইতে আগুণ আসিয়া সমস্ত জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। হজরৎ ইহা শুনিয়া বলিলেন, কি করিব, যাহার মাল ছিল, তিনি লইয়াছেন। ইহা বলিয়া তিনি পুনশ্চ এবাদৎ-এলাহিতে মশ্‌গুল হইলেন। তাহার পর যত গাই ও বয়েল ছিল, যাইতে শুরু হইল। রক্ষকগণ আসিয়া সংবাদ দিল, আয়ে হজরৎ, ময়দানে আপনার যত গাই

ও বয়েল ছিল, সমস্ত গায়েব্ হইতে আগুণ আসিয়া জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহা শুনিয়াও হজরৎ এবাদৎ-বন্দিগী মধ্যে মশ্‌গুল রহিয়া গেলেন। তাহার পর উট রক্ষকগণ আসিয়া সংবাদ দিল, আয়ে হজরৎ, আপনার যত হাজার উট ছিল, সমস্ত জ্বলিয়া মরিয়া গিয়াছে। হজরৎ বলিলেন, আল্লাহ্ তালার মর্জিতে এই রকম হইতেছে, আমি কি করিব? পুনশ্চ সহিসেরা আসিয়া সংবাদ দিল, আয়ে হজরৎ, আপনার যত ঘোড়া ছিল, আজ সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। হজরৎ বলিলেন, আল্লাহ্তাআলা ভিন্ন আমার কোন চারা নাই। তাহার পর সমস্ত আছ্বাব্ অর্থাৎ ঘর-দরওয়াজা, ফরশ্, বিছানা ইত্যাদি, ছাৎ, পর্দা সমস্ত আগুণে জ্বলিয়া গেল, কোন বস্তু বাকি থাকিল না। এমন সময়ে হজরৎ এবাদৎ মধ্যে মশ্‌গুল ছিলেন, লোক সকল বলিল আয়ে হজরৎ, এখন কি দেখিতেছেন, এখন তো কিছুই বাকি থাকিল না। হজরৎ ইহা শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ্তাআলার নজ্দিক্ শোকর করিতেছি যে; জান—যাহা সকল বস্তু হইতে বেহ্তর হইতেছে, তাহা এখন ও বাকি আছে। ফের দ্বিতীয় দিন চারি বেটা, এবং তিন বেটী ওস্তাদের নিকট পড়িতেছিলেন, ইহার মধ্যে ওস্তাদ কোন কার্য্যের জন্য মক্তবখানা হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, ছেলে মেয়ে গুলি ছাতের নীচে চাপা পড়িয়া সকলেই মরিয়া গিয়াছে। ওস্তাদ্ ছাহেব যাইয়া হজরৎকে সংবাদ দিলেন, আয়ে হজরৎ, আপনার ছেলে মেয়ে সমস্ত মক্তব্ মধ্যে ছাৎ পড়িয়া যাওয়ার দরুণ, চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। হজরৎ বলিলেন, সকলে শহিদ হইয়াছে। ক্রমশঃ ফর্জন্দ ইত্যাদি মাল-মাত্তা, ঘর-সংসার সমস্ত গেল, কোন বস্তু বাকি রহিল না। হজরত ফর্জন্দের গমি হইতে ছবর করিতেন, এবং বিবিকে বুঝাইতেন ও বলিতেন, কোশাদ্গীর কুঞ্জি ছবর হইতেছে। পুনশ্চ এক সপ্তাহ

পরে যে সময় নামাজ পড়িতেছিলেন, পায়েতে ফুফুলা পড়িল, এবং জখম হইল। এহাঁতাক যে, সমস্ত শরীরের গোস্ত পচিয়া তাহাতে কিড়া পয়দা হইয়া গেল। এত কষ্ট হওয়া স্বত্বেও আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ-বন্দেগী করিতে কাহিলি করিতেন না; বরং আরও অধিক পরিমাণে এবাদৎ-বন্দেগী করিতেন। এক স্থানেই পড়িয়া থাকিতেন, বসা উঠা করিবার, এবং নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। এই প্রকার চারি বৎসর শয্যাগত বেমার থাকিলেন, এহাঁতক যে চক্ষে কিড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজন, এগানা-বেগানা এবং মহাল্লার সমস্ত লোক তাঁহাকে নাফ্‌রৎ করিতে লাগিল। সকলের সঙ্গে রেস্তা ছুটীয়া গেল। চারিজন বিবি ও চলিয়া গেলেন। এক মাত্র বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা নেকবক্ত ছিলেন, তিনি একা হজরতের খেদ্‌মতে রহিয়া গেলেন, এবং বলিলেন, আয়ে হজরৎ যেমন আপনার ছেহেৎ ও তন্দরস্তির সময়ে দৌলৎ নেয়ামৎ খাইতে পরিতে শরিক ছিলাম, এখন এই মছিবতের অবস্থায়ও আপনার শরিক থাকিব। আপনার খেদ্‌মৎ করিব, এবং রঞ্জ ও মছিবৎ উঠাইব। দোনো জাহানে ইহাই আমার নাজাতের ওছিলা হইতেছে—যদি আল্লাহ্‌তাআলা মর্জ্জি করেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আহা, এই ভাবেতে সাত বৎসর গুজারিয়া গেল। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে যে, হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম, আঠার বৎসর বেমার মধ্যে মব্‌তেলা ছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরে পোকা পড়িয়া গিয়াছিল, বদ্‌গন্ধের জন্য মহাল্লার লোক সকল তাঁহাকে নাফ্‌রৎ করিত, এবং বলিত যে, তাঁহার বদবু জন্য আমরা মহাল্লাতে থাকিতে পারি না। আল্লাহ্-তাআলা না করেন, আমরা ভয় করি, যদি উঁহার বেমারি আমাদিগের উপর আছোর করে, তবে আমরা মরিয়া যাইব। এই জন্য লোক সকল

হজরৎকে ঐ গ্রামে থাকিতে দিল না, এবং আত্মীয়-স্বজন, খেশ্-আকারব্ কেহই জিজ্ঞাসা করিল না—ও তত্ত্ব বার্ত্তা লইল না। কেবল মাত্র হজরতের খেদ্মতে এক বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হা, এবং দুই জনা শাগ্রেদ রহিয়া গেলেন। হজরৎকে এক টাট্ মধ্যে লেপ্‌টীয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া গেলেন। আহা, হজরৎ কাঁদিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন, ইয়া এলাহি, আমার ছরদারি কোথায় গেল, জন্ ও ফর্জ্জন্দ, প্রিয় পরিজন কোথায় গেল, আজ তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই।

আয়ে বেরাদার, মৃত্যু সময়ে ইহা হইতে ও তোমার জেয়াদা দুর্দ্দশা হইবে। তোমার স্ত্রী-পরিবার, বেটা-বেটী, তালুক-মুলুক সমস্ত পড়িয়া থাকিবে; তুমি একেলা কবর মধ্যে যাইবে। আজ তুমি দুনিয়াকে তরক কর, এবং কবরের তোষা প্রস্তুত করিতে রত হও। আহা, হজরৎ কাঁদিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—ইয়া এলাহি, আমার ছরদারি কোথায় গেল, জন্ ও ফর্জ্জন্দ প্রিয়-পরিজন কোথায় গেল, আজ তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই। আয়ে আমার মালেক ও রহম কর্‌নেওয়ালা, আমার শরীরের বেমারের জন্য লোক সকল আমাকে গ্রাম হইতে দুর করিয়া দিতেছে। পুনশ্চ এখান হইতে তৃতীয় গ্রামেতে লইয়া গিয়া রাখিল, সেখানকার বস্তির লোকেরা ও নাফ্রৎ করিয়া তাঁহাকে বস্তি হইতে বাহির করিয়া দিল। নকল আছে যে, হজরৎকে ক্রমান্বয়ে সাত গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। অবশেষে ঐ দুই শাগ্রেদ লাচার হইয়া, হজরৎকে এক ময়দান মধ্যে ছায়ার তলে লইয়া শোওয়াইয়া রাখিল; কিন্তু কএক দিন পরে ঐ শাগ্রেদ দ্বয় ও চলিয়া গেল। কেবল মাত্র এক বিবি হজরৎ রহিমা রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হা হজরতের খেদ্মতে থাকিলেন। কথিত আছে যে, হজরৎ রহিমা রাজি আল্লাহ্তাআলা আন্হা, প্রত্যেক দিন হজরৎকে ঐ ময়দান মধ্যে একেলা রাখিয়া,

মহাল্লাতে যাইয়া মেহনৎ ও মশক্কৎ করিয়া আনিয়া, হজরৎকে খাওয়াই-তেন, এবং দস্তবস্তা হজরতের খেদ্‌মতে হাজের থাকিতেন। এক দিনের জিকির আছে যে, আপন আদৎ মত আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা গ্রামেতে গিয়াছিলেন যে, দুঃখ মেহনৎ করিয়া কিছু আনিয়া হজরৎকে খাওয়াইবেন। ঐ দিন তাঁহাকে কেহ কোন কার্য্য করিতে ডাকিল না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় হয়রান-পেরেশান ও নিরূপায় হইয়া আপন দেল মধ্যে বলিতে লাগিলেন, আজ আমি খালি হাতে কেমন করিয়া শওহরের নজ্‌দিকে যাইব; এবং উহাকে কি খাওয়াইব, আয়ে আল্লাহ্‌তাআলা, আজ আমাকে কোন স্থান হইতে কিছু দাও। ইহা বলিয়া এক কাফেরা আওরতের নজ্‌দিক্ গেলেন, এবং ছওয়াল করিলেন, আয়ে বিবি, আজ আমার খানা পাকাইবার কিছুই নাই, তুমি আজ আমাকে কিছু দিয়া সাহায্য কর, আমার শওহর বেমার আছেন, তাঁহাকে যাইয়া খাওয়াইব। উহার জন্য যে মজদুরি হইবে, কাল আমি আসিয়া আদায় করিব। ঐ কাফেরা আওরৎ বলিল, কাল আমার কোন কাজ নাই, কিন্তু তোমার মাথার চুল আমাকে বহুত পছন্দ হইতেছে, কিছু কাটিয়া আমাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে খাইবার জন্য কিছু দিব। আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং আজিজির সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, আয়ে বিবি, এ বিষয়ে আমাকে মাফ কর, আমার শওহর বেমার আছেন, তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই, আশার বদলে আমার চুলগুলি ধরিয়া নামাজের জন্য উঠা বসা করিয়া থাকেন। অবশেষে অনেক বুঝাইলেন, ঐ কাফেরা বিবি কিছুতেই শুনিল না, তখন লাচার হইয়া আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা আপন মাথার চুল, ঐ কাফেরা বিবিকে কাটিয়া দিয়া, আপন শওহরের জন্য কিছু খানা লইয়া আসিলেন। ইহার মধ্যে শয়তান মর্দ্দ এক পীর

মর্দ্দের ছুরতে হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেব নিকট যাইয়া বলিল, তোমার বিবিকে ফলানা আওরৎ চুরি ও বদ্কারি মধ্যে ধরিয়া তাহার চুল কাটিয়া দিয়াছে। হজরৎ ইহা শুনিয়া নিতান্ত গমগীন ও পেরেশান হইলেন এবং কাঁদিলেন। কথিত আছে, হজরৎ আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম বিবির বদ্নামের কথা শয়তান মর্দ্দের মুখে শুনিয়া যেমন কাঁদিয়াছিলেন, আঠার বৎসর বেমারির মধ্যে এমন্ আর কখনও কাঁদেন নাই, এবং কছম করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, আমি যদি এই বেমার হইতে আরাম পাই, তবে বিবি রহিমা (রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হা) কে এক শত দোর্‌রা মারিব।

হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের কেচ্ছা বহুৎ বড় হইতেছে। এই কেতাবে হজরতের সম্পূর্ণ কেচ্ছা বর্ণনা করা আমার মক্‌ছুদ্ নহে ; বরং এই নকল হইতে আমার উদ্দেশ্য ইহা হইতেছে যে, আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হার কেচ্ছা, আমি এ জমানার বিবি ছাহেবানদিগের নজ্‌দিগ্ পেশ্ করিতেছি যে, তাঁহারা উনার নেক খাছলৎকে এক্তেয়ার করিয়া নিজ শওহরের খেদ্‌মত করিবেন, এবং দোনো জাহানের ছায়াদাৎ হাছেল করিবেন। সুতরাং আমি হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালম ছাহেবের কেচ্ছার দরমিয়ান হইতে ছাড়িয়া দিয়া, শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিতেছি।

যখন আল্লাহ্ তাআলা হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের বালাকে দূর করিলেন, এবং বেমার হইতে শাফা দিলেন, আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আসিয়া বলিলেন, আয়ে আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে উঠ, আল্লাহ্ তাআলা তোমার প্রতি রহম করিয়াছেন, এবং গম্ হইতে তোমাকে নাজাৎ দিয়াছেন। হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন,

আয়ে জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, এ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া উঠিব, আমার শরীরে কিছুমাত্র শক্তি সামর্থ্য নাই। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, পাও জমিনের উপর মারো। তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্ আলায়হেচ্ছালাম জমিনের উপর পাও দ্বারা এক লাথী মারিলেন ; ঐ স্থান হইতে এক চশ্‌মা জারি হইল। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, ইহাতে গোছল কর, এবং ইহার পানি খাও, আল্লাহ্‌তাআর ফজল ও করম হইতে আরাম পাইবে। তখন হজরৎ ঐ চশ্‌মা হইতে গোছল করিলেন, এবং পানি খাইলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলার ফজলে বেমার হইতে আরাম পাইলেন, এবং তন্দরস্ত হইলেন। তাঁহার শরীর পূর্ণিমার চাঁদের মত সৌন্দর্য্য লাভ করিল। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বেহেশ্‌ত হইতে এক চাদর আনিয়া তাঁহার শরীরে পরাইয়া দিলেন। ইহার পর হজরৎ যাইয়া নিকটবর্ত্তী এক পুলের উপর বসিলেন। আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা শওহরের জন্য দুঃখ মেহনৎ করিয়া খাইবার সামগ্রী আনিবার জন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে খাইবার সামগ্রী সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা হজরৎকে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া সে স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—হায়, হাজার আফ্‌ছোছ্ আমার বেমার শওহরের উপরে। আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, আপনাকে আসিয়া আর দেখিতে পাইব না, তাহা হইলে কখনও আমি আজ আপনার নিকট হইতে যাইতাম না। আপনি কোথায় গেলেন? আপনাকে কি বাঘে লইয়া গেল? হায়, আমি যদি আপনার নিকট রহিতাম, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে জান দিতাম, এবং এই বালা হইতে, এবং আপনার জুদাই হইতে খালাস পাইতাম। হায়, আমি যদি আপনার একখানা হাড্ডি ও

পাইতাম, তাহা হইলে আমি তাহা তাবিজ করিয়া গলায় রাখিতাম, উহা আমার পক্ষে আপনার ইয়াদগারি থাকিত। এখন আমি কোথায় যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন উপায় দেখি না। এই প্রকারে ময়দানের চারি দিকে আফ্‌ছোছ্‌ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তালাস্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্‌ আলায়হেচ্ছালাম তাঁহার এইরূপ কাঁদাকাটি শুনিয়া আজনবি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে বিবি তুমি কেন কাঁদিতেছ? কি বস্তু তোমার হারাইয়াছে? বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা উত্তর করিলেন, এখানে এক ব্যক্তি বেমার ছিলেন, আমি তাঁহাকে তালাস করিতেছি। তুমি যদি তাঁহার বিষয় জান, তবে আমাকে বলিয়া দাও। হজরৎ বলিলেন, তাঁহার নাম কি ছিল, এবং ছুরত ও শকল কি রকম ছিল? বিবি উত্তর করিলেন, যখন তিনি তন্দরুস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার আপনার মত শকল ও ছুরত ছিল, এবং তাঁহার নাম হজরৎ ছৈয়েদেনা আইউব্‌ আলায়-হেচ্ছালাম ছিল, এবং তিনি আল্লাহ্‌তাআলার পয়গম্বর ছিলেন; এবং তাঁহার এমন অবস্থা ছিল যে, সমস্ত শরীরের গোস্ত পচিয়া গিয়াছিল, এবং গোস্ত পোস্ত ও রগ্‌মধ্যে কীড়া পড়িয়া গিয়াছিল, এবং তিনি নিতান্ত কমজোর হইয়া গিয়াছিলেন, এক তরফ হইতে অন্য তরফ ফিরিবার ক্ষমতা ছিল না। হজরৎ বলিলেন, আমার নাম আইউব্‌ আলায়হেচ্ছালাম, তুমি আমাকে চিনিতে পার? পছ, বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা অল্লেতেই চিনিতে পারিলেন। তাঁহার ছুরৎ ও শকল বদল হইয়া গিয়াছিল। প্‌ছ, বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা জল্‌দি আসিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং খুশিতে বাগ্‌ বাগ্‌ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ে হজরৎ, আপনি কেমন করিয়া আরাম পাইলেন? তখন হজরৎ আপনার অবস্থার বিষয় বয়ান করিলেন,

এবং যে পানির চশ্‌মা এস্তেমাল করিয়া আরাম পাইয়াছেন, তাহা দেখাইলেন। বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হা উহা দেখিয়া আল্লাহ্‌-তাআলার দরগায় শোকর করিলেন, এবং পরে উভয়ে মিলিয়া আপন মোকানের তরফ চলিয়া গেলেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপন ফজল ও করম হইতে, যে বেটা বেটী তাঁহাদের, ছাতের তলে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছিল, সকলকে জেন্দা করিয়া দিলেন; এবং যে সমস্ত চিজ বস্তু নষ্ট হইয়াছিল, সমস্ত বস্তু পুনশ্চ এনায়েৎ করিলেন। আরো পুর্ব্বাপেক্ষা দুই গুনা মাল ও আলওলাদ আপন ফজল হইতে এনায়েৎ করিলেন। তদপর তিনি আপন কওমকে হেদায়েৎ করিতে লাগিলেন, এবং শরিয়ৎ শিখাইতে প্রবৃত্ত থাকিলেন। বেমারি অবস্থায় যে কছম করিয়াছিলেন যে, যখন আমি আরাম হইব, বিবি রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হাকে একশত লাকড়ি মারিব, ইচ্ছা করিলেন যে সে কছম পুরা করিবেন। কিন্তু হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহ্‌তাআলার হুকুমে আসিয়া মানা করিলেন এবং বলিলেন, আয়ে আইউব আলায়-হেচ্ছালাম, বিবি রহিমা শাস্তি পাইবার কাবেল নহে, উহাকে রঞ্জ দিও না। বেমার অবস্থায় তোমার সকল আওরৎ ছুটিয়া গিয়াছিল, কেবল মাত্র উনি তোমার খেদমৎ করিতেন, উহাকে জানের রফিক জানিবে, এবং পেয়ার করিবে। হজরৎ উনাকে বলিলেন, আমি কছম করিয়াছিলাম যে বিবিকে একশত লাকড়ি মারিব; হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, একশত গন্দুমের শিশ্‌ একত্র করিয়া এক মুঠা বানাও, এবং তাহার দ্বারা একবার মারো, তাহা হইলে তোমার এক শত লাকড়ি মারা হইবে। তাহা হইলে তুমি আপন কছমে গোনাহ্‌গার হইবে না। হজরৎ তাহাই করিলেন; কছমেতে গোনাহ্‌গার হইলেন না।

(তজকিরাতল আম্বিয়া হইতে লিখিত)

আকৃছের এ জমানার বিবি সকল শওহরের খেদমৎ করা দূরে থাকুক, অনেক সময় তাহারা তাহাদের শওহরের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং আমি এ জমানার বিবিদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা আম্মা রহিমা রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হার মত নেক খাছলৎ এক্তেয়ার করিয়া, নিজ শওহরকে সুখী করিবে। তাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবে। জান ও দেল দিয়া আপন শওহরের খেদ্‌মৎ করিয়া, এবং আল্লাহ্‌তাআলার এবাদত-বন্দিগী করিয়া দোনো জাহানে আল্লাহ্‌তাআলার রহ্‌মতের মস্তাহাক্‌ হইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লেম্‌।

বেপর্দ্দা ও জেনার বুরাই।

আয়ে বেরাদর, বিবিদিগকে পর্দ্দায় থাকা ফরজ হইতেছে। সুতরাং শওহরকে লাজেম হইতেছে যে, আপন বিবিকে পর্দ্দা মধ্যে রাখে, এবং বিবিকে লাজেম হইতেছে যে, আপন শওহরের হুকুম মত চলে, এবং আপন শরীরকে, অর্থাৎ ছতর আওরৎকে পর পুরুষ হইতে ছিপাইয়া রাখে, আওরৎদিগের মুখ, হাথ্‌লি এবং কদম্‌—ইহা ভিন্ন সমস্ত শরীরই ছতর আওরৎ হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

তফ্‌ছির কাদেরিয়া মধ্যে আসিয়াছে, হজরৎ ছাল্‌বি (রা) লিখিয়াছেন যে, আন্‌ছারিয়া এক বিবি হজরৎ নবিকরিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের খেদ্‌মৎ শরিফে উপস্থিত হইয়া, এই কথা আরোজ করিলেন যে, আমি আমার বাড়ীতে এমন অবস্থায় থাকি যে, আমি ইচ্ছা করি না, ঐ অবস্থায় আমাকে কেহ দেখে, এবং আমার লোকদিগের মধ্য হইতে, কেহ না কেহ, আচানক্‌ আমার বাড়ীতে

চলিয়া আইসে, এবং যে অবস্থায় আমাকে দেখা উচিত নহে, ঐ অবস্থায় দেখিতে পায়। তখন আল্লাহ্‌তাআলা এই হুকুম পাঠাইলেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :—"আয়ে ইমানদার ব্যক্তিগণ, নিজের বাড়ী ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে যাইও না—যে পর্য্যন্ত না এজাজৎ লও, এবং ছালাম কর ঐ বাড়ীর লোকদিগের উপর, ইহা বেহ্‌তর হইতেছে তোমার জন্য শায়েদ তুমি স্মরণ রাখ।" অর্থাৎ ঐ ছালাম করা, এবং এজেন চাওয়া, তোমার জন্য বিনা এজাজতে প্রবেশ করা হইতে বেহ্‌তর হইতেছে। অন্যান্য বুজর্গানে দিন বলিয়াছেন, যে কেহ আপন বেটী, বিবি ইত্যাদি পরিবারদিগের মধ্যে আসিবে, তাহাকেও উচিত হইতেছে যে, কোন প্রকার আওয়াজ করিয়া, কিম্বা কথা বলিয়া, কিম্বা গলায় খাংকার দিয়া বাড়ীর লোকদিগকে জানাইয়া আসিবে, যেন তাহারা ছতর আওরৎ করিয়া লইতে পারে, এবং বুরা বিষয় দূর করিতে পারে ; (কোরান—ছুরা নূর ও তফছির) আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

হজরৎ আবুদাউদ্ (রা) জিকির করিয়াছেন যে, বিবি আয়েশা (রা) নকল করিয়াছেন যে, হজরৎ আবুবকর (রা) ছাহেবের বেটী আছ্‌মা আসিলেন নবিকরিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট, এবং তাঁহার বদনের উপর, পাৎলা কাপড় ছিল। সুতরাং তাঁহার তরফ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এবং বলিলেন, আয়ে আছমা, যখন আওরৎ জওয়ানীতে পৌঁছে, তখন তাহাকে হরগেজ্ মোনাছেব্ নহে যে, দেখায় তাহার বদন ছোওয়ায়ে তাহার, এবং এশারা করিলেন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম আপন চেহ্‌রা এবং হাথলির তরফ ; অর্থাৎ এমন পাৎলা কাপড় যাহা দ্বারা শরীর মালুম হয়, পরিধান করা দুরস্ত নহে ; এবং

আওরতের শরীরের কোন অংশ খোলা রাখা চাই না। কিন্তু চেহ্‌রা এবং হাতের গাট্টা তক্‌ খোলা থাকিতে পারে; এবং যে সমস্ত কাপড় পরিলে শরীর নজরে আইসে, এমন কাপড় পরিধান করা দুরস্ত নহে; এবং কাপড় পরিলে যে আওরতের বদন নজরে আইসে, এমন আওরৎ যেন নেংটা হইতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিবিগণ সর্ব্বপ্রকার মিহিন্‌ শাড়ি, ও উলঙ্গ বাহার শাড়ি ইত্যাদি অবশ্য অবশ্য বর্জ্জন করিবেন।

হজরৎ এমাম মালেক্‌ (র) জিকির করিয়াছেন যে, অল্‌কমা এব্‌নে আবি অল্‌কমা আপন মায়ের নিকট শুনিয়া নকল করিয়াছেন যে, আব্দুর রহ্‌মান (রা) ছাহেবের বেটী বিবি হাফ্‌জা পাৎলা উড়নি উড়িয়া বিবি আয়েশা (রা) ছাহেবার নিকট আসিলেন। পছ্‌, ফাড়িয়া ফেলিলেন বিবি আয়েশা (রা) ঐ উড়নি, এবং পরাইলেন তাঁহাকে মোটা উড়নি।

এই হাদিছ হইতে জানা যাইতেছে যে, আওরৎকে আওরতের মজ্‌লিসে ও পাৎলা কাপড় পরিধান করিয়া যাওয়া দুরস্ত নহে। সুতরাং দেওর, ভাশুর, শওহরের ভাতিজা, ভাগিনা ইত্যাদি দিগের সম্মুখে পাৎলা কাপড় পরিয়া যাওয়া হরগেজ্‌ দুরস্ত নহে। আমাদিগের এ দেশে আওরৎ দিগের মধ্যে এই বদ্‌চলন্‌ প্রচলিত আছে যে, আওরৎ সকল জওয়ান জওয়ান দেওর, ভাশুর, ভাগিনা, ভাতিজা ইত্যাদি মরদ হইতে পর্দ্দা করে না, তাহাদিগের সম্মুখে হাতের কনুই তক্‌, এবং পেটের কতক অংশ, এবং পীঠের কতক অংশ, মাথার কতক অংশ, পেস্তানের কতক অংশ খুলিয়া বেধড়ক্‌ বেড়াইয়া বেড়ায়, ইহা মহজ হারাম হইতেছে। রেলে জাহাজে যাইতে হইলে, জুতা, মুজা ও খুব্‌ মোটা কাপড়ের বোর্কার দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া যাইবেন, তাহাও ময়লা হওয়া চাই, যে তাহার উপর কাহার ও চক্ষু না পড়ে।

হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন—যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে যে, তিন

ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তাআলা বেহেশ্ তকে হারাম করিয়াছেন ; এক ঐ ব্যক্তি যে হামেশা শরাব পান করে, দ্বিতীয় পিতা মাতার নাফর্মানি করে, এবং তৃতীয় দাইউছ—যে আপন আহেল্ ও আয়েল্ মধ্যে নাপাকিকে রওয়া রাখে। ইহা হজরৎ আহ্ মদ্ ও নেছাই (আল্লাহ্ তাআলার রহমৎ উনাদিগের উপরে হউক) নকল করিয়াছেন। আহেল্ ও আয়েল্ মধ্যে—অর্থাৎ আপন বিবি কিম্বা লেওণ্ডি, কিম্বা কারাবৎদার দিগের হক্কেতে নাপাকিকে রওয়া রাখে, অর্থাৎ জেনাকে, কিম্বা মকদ্দামাৎ জেনাকে, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য দ্বারা জেনা হইবার সম্ভাবনা, যথা- বেপর্দ্দা, বেগানার বাড়ীতে যাতায়াৎ করা, কিম্বা ভিন্ন পুরুষ, ভিন্ন স্ত্রীর হাতে ধরা, কিম্বা কোলে করা, কিম্বা বোছা দেওয়া ইত্যাদিকে রওয়া রাখে ; এবং ইহারই হুকুম মধ্যে তামাম গোনাহ্ হইতেছে, যেমন শরাব পান করা, জোনাবতের গোছল ইত্যাদিকে তরক করা। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যদি বিবিকে শরাব পান করিতে দেখে, এবং জোনাবতের গোছল তরক করিতে দেখে, এবং মানা না করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি ও দাইউছের মধ্যে গণ্য। কারণ তয়েবি (র) বলিয়াছেন যে, দাইউছ ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে আপন আহেল্ মধ্যে বুরা চিজ দেখে, এবং তাহাদিগের উপর গয়রাৎ না করে, অর্থাৎ শাসন জন্য তাম্বি করে না। ইহা হজরৎ মোল্লা আলি কারি (র) মের্কাৎ মধ্যে লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে মালুম হইল যে, আপন পরিবারদিগকে সমস্ত বেহায়ীর কার্য্য, এবং সমস্ত গোনাহের কার্য্য হইতে মানা করা উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি আপন পরিবারদিগের মধ্যে জেনাকারী ইত্যাদিকে রওয়া রাখে, সে ব্যক্তি যে দাইউছ, তাহা জাহেরান্ জানা যাইতেছে ; এবং যে ব্যক্তি আপন পরিবারদিগের জন্য বেপর্দ্দগী এবং আজ্ নবি পুরুষদিগের সহিত মিলে জুলে থাকা, দেখা শুনা করা, দোস্তি-মহব্বৎ রাখা, তাহাদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলা, এই সকল বুরা কার্য্যকে রওয়া রাখে, ঐ ব্যক্তিগণ ও দাইউছ হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ।

আয়ে বেরাদর, বাঙ্গালা দেশ মধ্যে অনেকগুলি জেলা আছে, তন্মধ্যে খাছ্ করিয়া যশোহর, ফরিদপুর, পাব্না, ও নদীয়া, খুল্না জেলা সমুহে হিন্দু ও মোছলমান জাতি প্রায়শঃ এক পল্লিতে বসবাস করে। এই জেলাগুলির ভিতর দিয়া কয়েকটি ছোট বড় নদী প্রবাহিত আছে। এই সমস্ত নদী গুলির উভয় পারে হিন্দু ও মোছল্মান জাতির বসতি। হিন্দুগণ তাহাদিগের পূজার পর, পূজিত মৃত্তিকা প্রতিমা সকল, নদীর মধ্যে বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যায়। যেরূপে নদীতে ডুবাইতে লইয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, :—তুইখানা নৌকা একত্র জোড়া করিয়া মাড়ের মত বাঁধে, তাহার উপর তাহাদিগের মৃত্তিকা প্রতিমা সকল উঠায়, এবং ঐ নৌকাতে কতকগুলি হিন্দু নানাবিধ বাজ্না সহ উঠিয়া নৌকা নদীতে ভাসাইয়া দেয়, পরে সকলে মিলিয়া গান বাজ্না আরম্ভ করে। এই জোড় নৌকার পাছের দিকে তুইজন লোক, এবং আগের দিকে তুইজন লোক, নৌকা বাহিয়া গ্রামের ঘাটে ঘাটে নদীর কিনারা দিয়া লইয়া বেড়ায়। যখন মোছল্মান-দিগের ঘাটের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কতক নামের মোছল্মানদিগের বালিকা, যুবতী, বুড়ী স্ত্রী লোকেরাও ঐ নৌকাস্থিত মৃত্তিকা প্রতিমা সকল ছানোয়ার ছিঙ্গার করিয়া দেখিতে আইসে। তাহারা নৌকায় বোত সকল দেখিতে আসিয়া থাকে। নৌকাস্থিত বোত পরস্ত সকল, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া গান করে ও তাহাদিগকে দেখে। যে সকল নামের মোছল্মানগণ এইরূপে তাহাদিগের বিবি, বেটী, বহিন ইত্যাদি দিগকে ছানোয়ার ছিঙ্গার করিয়া, গয়ের মরদের সম্মুখে যাইয়া বোত দেখিতে এজাজৎ দেয়, উহারা দাইউছ্ হইতেছে। আক্ছের ঐ সকল বিবিগণ বোৎ দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, এবং বোতের তারিফ করে, ইহাতে তাহারা মোশ্রেক হইয়া যায়, এবং তাহা-দিগের নেকাহ্ টুটিয়া যায়। কারণ হিন্দুর বোতের তারিফ করিবার দরুণ; ঐ বিবিগণ দিন এছলাম হইতে খারেজ হইয়া যায়, তাহাদিগের শওহর অন্তত্র থাকে মোছলমান। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ।

আহা, কি পরিতাপের বিষয়, কতক নামের মোছল্‌মান হিন্দুদিগের পর্ব্বে কালী পূজায়, বারোয়ারি পূজায় রাশ যাত্রায়, স্নান যাত্রায়, শ্রীপঞ্চমী স্বরস্বতী পূজায়, পুণ্যাহের পূজা ইত্যাদিতে তাহাদিগের খরিদা পাঠা দ্বারা, টাকা পয়শা দ্বারা, শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা, দধি মৎস্য দ্বারা, তদ্‌ অভাবে তাহাদিগের টাকা পয়শার দ্বারা মদদগারি করে, ইহাতে তাহারা মোশ্রেক হইয়া যায়, ও তাহাদিগের নেকাহ্‌ টুটিয়া যায়। যদি কোন মোছল্‌মান এইরূপ শেরেক করত বেতৌবা মরিয়া যায়, তবে সে হামেশা হামেশা দোজখে থাকিবে, বেহেস্ত তাহার জন্য হারাম হইতেছে। আল্লাহ্‌তালার কোরাণ মজিদ ফোর্কাণে হামিদ স্পষ্টাক্ষরে তাহা ঘোষণা করিতেছে। আবার কতক নামের মোছল্‌মান তাহাদিগের ভাল কাপড় পরিয়া হিন্দুর পূজার আমোদে ও আহ্লাদে যোগদান করে, হিন্দু পর্ব্বের রওনক বৃদ্ধি করে, হিন্দুদিগের বোত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, বোতের তারিফ করে, ঐরূপ পর্ব্ব দিনে তাহারা এত আনন্দে উৎফুল্ল হয় যে, তাহাদিগের ঘোড়া, গরু লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়, এবং তাহাদিগের নৌকা লইয়া বাইছ্‌ খেলিয়া থাকে। এই সমস্ত নাজায়েজ কাজ করিবার জন্য তাহারা মোশ্‌রেক্‌ বনিয়া যায়, এবং তাহাদিগের বিবিদিগের সঙ্গে তাহাদিগের নেকাহ্‌ টুটিয়া যায়। কারণ তাহাদিগের বিবিগণ বাড়ীতে থাকে মোছল্‌মান। এই সমস্ত নামের মোছল্‌মান প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তাআলার নজদিক মোশ্‌রেক হইতেছে। এই সমস্ত মোশ্‌রেক এবং তাহাদিগের বিবিগণ একত্র ঘর সংসার করিতে থাকে। ইহাদিগের মিলনে পয়দা হয় বেটা শক্ত হারামজাদা, বেটী শক্ত হারাম জাদী। ইহাদিগের খাছ্‌লতে সচরাচর এই গুলি প্রকাশ পায়ঃ— মিথ্যা কছম করে, এবং বেদিনের সঙ্গে মিলিত হইয়া দিন এছলামের ক্ষতির চেষ্টা দেখে। দিনদার মোছল্‌মানদিগের গিবৎ ও চুগ্‌লী করিয়া বেড়ায়, এবং তাহাদিগের হায়া ও শরম থাকে না, পর্দ্দার মধ্যে থাকা তাহারা পছন্দ

করে না। আয়ে পাঠক, দাইউছ্ এবং এই প্রকার ছেফৎ বিশিষ্ট লোক হইতে বহু দূরে থাকিবে, এবং হরগেজ্ হরগেজ্ তাহাদিগের সঙ্গে দোস্তি-মহব্বৎ করিবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার ছেফৎ বিশিষ্ট লোক মোশ্রেক হইতেছে; এবং মোশ্রেকগণ দোজখের মধ্যে হামেশা কঠিন আজাব ভোগ করিবে। এবং দাইউছের জন্য বেহেশ্‌ত্ হারাম হইতেছে।

আয়ে বেরাদর মুমিন, তুমি কদাচ হিন্দু পর্ব্বে, হিন্দু পর্ব্বের রওনক বৃদ্ধি করিতে, তাহাতে যোগদান করিও না। যদি কর, তোমার দিন ও ইমান যাইবে। তুমি ঐ দিন বস্তুতই এবাদৎ-এলাহিতে মশগুল থাকিবে, এবং আল্লাহ্‌তাআলার ওহাদ্‌নিয়াতের উপর গাস্তয়াহি দিবে, জবানে বলিবে, "লাএলাহা এল্লাল্লাহ ওয়াহ্‌দহু লা শরিকালাহু লাহুল্ মুল্ক্ ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়িন্ কাদির।" এই জিকিরের দ্বারা দুনিয়ার উপর চায়েন করিবে, এবং আপন দোস্তদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া কোন জেকেরের মজ্‌লিস্ করিয়া বসিবে, এবং সকলে মিলিয়া এই জেকের বোলন্দ আওয়াজে করিবে; এবং নিয়ত করিবে যে, আয় আল্লাহ্‌তাআলা, আমি হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের মত, শেরেক কার্য্য হইতে বেজার হইয়া, তোমার তরফ দেলকে রুজু করিয়াছি, এবং তোমার ওহাদ্‌নিয়াতের উপর গাওয়াহি দিতেছি; আমার গোনাহ্ মাফ কর, এবং আমাকে আপন পেয়ারা মক্‌বুল্ বান্দাদিগের মধ্যে শুমার কর। ঈন্‌শা আল্লাহ্ আমি উমেদ রাখি, যদি তুমি হিন্দু পর্ব্ব দিনে, শেরেকের উপর বেজার হইয়া এইরূপ করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তাআলা আপন রহ্‌মতে তোমাকে আপন মক্‌বুল্ বান্দাগণের মধ্যে শুমার করিবেন।

আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখিবে যে, "নাওয়াদেরুল ফতওয়া" মধ্যে লিখিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ ইহা হইতেছে:—যে কোন ব্যক্তি হিন্দুদিগের রেছমকে ভাল জানে, ঐ ব্যক্তি কাফের হয়।

হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :—আয়ে আলি (রা), তিন বস্তু আছে তাহাতে দেরী করিও না। জানাজা যখন হাজের হয়, তখন নামাজ জানাজা পড়িতে দেরী করিও না; এবং নামাজের ওয়াক্ত যখন আইসে, তখন নামাজ পড়িতে দেরী করিও না; অর্থাৎ আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া আফ্‌জল হইতেছে, এবং বেওয়া আওরৎ, যখন তাহার লায়েক কোন ব্যক্তিকে পাইবে, তখনই তাহার বিবাহ দিয়া দিবে।

আয়ে বেরাদর, মনোরম্য উদ্যান মধ্যে গোলাপ বৃক্ষে, প্রস্ফুটিত গোলাপ বায়ু ভরে হেলিতে দুলিকে থাকে, দেখিতে কি সুন্দর! যাহার চক্ষু সেই গোলাপটীর উপর পড়ে, তাহারই অন্তঃকরণ বিমোহিত হয়, তাহারই তাহা হাতে করিয়া সুঘ্রাণ লইতে বাসনা জন্মে। বিবিগণ প্রস্ফুটিত গোলাপ হইতে ও শত সহস্র গুণে পুরুষদিগের নিকট সুন্দরী ও চিত্ত-বিমুগ্ধকারী। আমাদিগের এদেষে কতক জাহেল মোছল্‌মানদিগের আওরৎ সকল পর্দ্দায় থাকা দূরে থাকুক, তাহারা পাৎলা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরিয়া নদীর ঘাটে, এবং সর্ব্ব সাধারণের পুকুরের ঘাটে গোছল করিতে যাইতে ও লজ্জা বোধ করে না। যখন ঐ আওরৎ সকল গোছল করিয়া পানি হইতে উপরে উঠে, তখন ঐ পাৎলা কাপড় ভিজিয়া তাহাদিগের সমস্ত শরীরের রঙ্গ কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিবিগণ সম্পুর্ণরূপে উলঙ্গ হইয়া পড়ে। ময়রার দোকানের সুমিষ্ঠ মিঠাই দর্শকের খাইতে বাসনা জন্মে, কাহাকে উত্তম টক্ বস্তু খাইতে দেখিলে জিহ্বায় পানি আইসে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। ঐরূপ বিবিদিগকে পর পুরুষগণ বদ্ নজরে দেখিয়া থাকে, ইহার প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। আয়ে বেরাদর, যদি তোমার হাম্‌ছায়াতে এমন কোন জাহেল্ মোছল্‌মান থাকে, যে তাহার পরিবার দিগকে পর্দ্দায় রাখে না, তবে তাহাকে নছিহৎ করিবে, যেন সে বদবক্ত

দাইউছ্ না হইয়া যায় ; এবং তাহার পরিবারদিগের পর্দ্দার সুবন্দোবস্ত করে, কারণ বেপর্দ্দা অশেষ দোষের আকর, ইহা হইতেই নানাবিধ ফেৎনা ও জেনার উৎপত্তি হয়। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :--জেনার নজদিক হইও না, এবং উহার গের্দ্দ, অর্থাৎ পার্শ্বে যাইও না। তহ্‌কিক জেনা বেহায়ীর আমল হইতেছে, এবং আজাবের কারণ ও বদ্‌রাহ্ হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

আয়ে মোছলমান সকল, জেনা হইতে ডরো, এবং পরহেজ্ কর। কারণ বুজুর্গানে দিন বলিয়াছেন :— ইহাতে ছয় প্রকার খারাবি আছে। তিন দুনিয়া মধ্যে :—প্রথম, রেজেক ও রোজি রোজগার হইতে বর্কৎ চলিয়া যায় ; দ্বিতীয় মোউতের সময় তাহার দর্ম্মিয়ান এবং আল্লাহ্‌তাআলার রহ্‌মতের দর্ম্মিয়ান পর্দ্দা এবং হেজাব হইবে। তৃতীয়, মরিবার সময় জবানিয়া ফেরেশ্‌তা এবং দোজখ্‌কে নিজের চক্ষে দেখিবে। এবং তিন আক্‌বতে :—প্রথম, আল্লাহ্‌তাআলা তাহার তরফ গজবের সহিত দেখিবেন ; দ্বিতীয়, তাহার হিসাব শক্ত হিসাব হইবে। তৃতীয়, জিঞ্জিরের দ্বারা দোজখের তরফ তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, দোজখ মধ্যে দোজখী সকল, জেনা কর্‌নেওয়ালী আওরৎ, এবং জেনা কর্‌নেওয়ালা মরদের শর্‌মগাহের বদ্‌বুতে বেজার হইয়া কাঁদিবে। আয়ে মোছলমান সকল, হারাম হইতে এবং জেনা হইতে পরহেজ কর। কারণ ইহাতে ছয় প্রকার খারাবি আছে। দুনিয়া মধ্যে তিন হইতেছে ; যথা :—জানির মুখ হইতে জেব্ ও জিনাৎ, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং নুরের চম্‌ক বাহির হইয়া যায় ; দোছরা, এফ্‌লাছ ও ফকিরি আইসে ; তেছ্‌রা বয়ঃক্রমে বর্কৎ হয় না। আখেরাতে তিন হইতেছে :— প্রথম, আল্লাহ্‌তাআলা আপন নাখুশী ও গজব্ তাহার উপর ওয়াজেব্

করিয়া দেন, দোছরা, তাহার বড় শক্ত হিসাব হইবে; তেছরা, দোজখ মধ্যে দাখেল হইবে; এবং আল্লাহ্‌তাআলা তাহাকে বলিবেন, তুমি যে বস্তু আগে আমার নিকট পাঠাইয়াছ, তাহা বহুতই বদ্‌চিজ্ হইতেছে।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে:— বেগানা আওরতের তরফ নজর করা, চক্ষুর জেনা হইতেছে। দুই পায়ের জেনা, জেনার তরফ চলা হইতেছে। দুই হাতের জেনা, হাত দ্বারা ধরা হইতেছে। কথাবার্ত্তা বলা, জবানের জেনা হইতেছে। দেলের জেনা, জেনা করিবার ইচ্ছা হইতেছে; এবং শরমগাহ্ উহাকে সত্য কিম্বা মিথ্যা করে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, এক বারের জেনা সত্তর বৎসরের নেক আমলকে নাচিজ ও বাতিল করিয়া দেয়। শেরেক ও কুফরের পরে বড় গোনাহ্, আপন হালাল নোৎফা আজনবি, অর্থাৎ অজানিত নূতন বেগানা আওরতের পেটে রাখা হইতেছে। ঐ আওরৎ মোছলমান হউক কিম্বা কাফের, আজাদ হউক কিম্বা বান্দি। জেনা নেকি সকলকে খাইয়া ফেলে, যেমন সুখ্‌না লাকড়িকে আগুনে খাইয়া ফেলে। যে ব্যক্তি বেগানা আওরতের সঙ্গে জেনা করে, আল্লাহ্‌তাআলা তাহার কবরের তরফ দোজখের সাত দরওয়াজা খুলিয়া দেন, ঐ সাত দরওয়াজা দ্বারা কেয়ামত তক্, সাপ বিচ্ছু তাহার তরফ্ আসিতে থাকিবে।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, যে মরদওয়ালি আওরতের সঙ্গে জেনা করিবে, তাহাকে, এবং সেই আওরত্‌কে কবর মধ্যে শক্ত আজাব হইবে। রোজ কেয়ামতে আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম মত, ঐ আওরতের শওহর তাহার সমস্ত নেকি লইয়া যাইবে; এবং তাহার সমস্ত গোনাহ্ জানি লইয়া দোজখ মধ্যে প্রবেশ করিবে। এইরূপ কারবার ঐ সময় হইবে, যখন খছম্ আওরতের জেনা মালুম করিতে পারে নাই। যদি

জানিয়া খামোশ অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিবে, তবে বেহেশ্ত তাহার উপর হারাম হইতেছে ; এবং বেহেশ্তের দরওয়াজার উপর লেখা আছে :— যাহার মাইনি এই :—"তহকিক আমি বেহেশ্ত বরিন হইতেছি—দাইউছের উপর আমি হারাম হইতেছি।" আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

দাইউছ ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে আপনার ঘরের আওরৎদিগের বদ্কারী দেখিয়া, এবং ফেল্ হারাম জানিয়া রাজি থাকে। সুতরাং দাইউছ বেহেশ্ত মধ্যে দাখেল হইবে না। সাত তবক্ আছমান ও সাত তবক্ জমিন দাইউছ ও জানির উপর লানত করে। যে মরদ আপন বিবি, বেটী, মা, বহিন ইত্যাদি আওরৎদিগকে ছানোয়ার ছিঙ্গার করিয়া অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দেয়, এবং সেখানকার নামহ্রেম্ মরদ উহাদিগকে দেখে, সেইরূপ ব্যক্তিগণ দাইউছ্ হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

মাতবর কেতাব মধ্যে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি হারাম বস্তু দেখা হইতে নিজের চক্ষুকে বাঁচাইবে, আল্লাহ্তাআলা তাহার ঘরের লোকদিগকে হারাম হইতে মহ্ফুজ্ রাখিবেন, অর্থাৎ বাঁচাইয়া রাখিবেন ; এবং যে ব্যক্তি ভাই মোছলমানের আওরৎদিগের তরফ নজর করিবে, আল্লাহ্তাআলা তাহার আওরতের পর্দ্দা ফাড়িয়া ফেলিবেন, এবং তাহার চক্ষে আগুণের ছোর্ম্মা লাগাইবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

নোহা অর্থাৎ চিল্লাইয়া কাঁদিবার বুরাই।

আয়ে বেরাদর তুমি স্মরণ রাখ, কেয়ামতে এক ব্যক্তির গোনাহ্র জন্য অন্য ব্যক্তিকে আজাব করিবেন না। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে জেন্দা· দিগের কাঁদিবার, এবং মাতম্ করিবার দরুণ আজাব করিবেন। সুতরাং জেন্দাদিগের ইহা আজায়েব্ দোস্তি হইতেছে যে, নাহক নিজেরা কাঁদিয়া তাহারা মোয়াখেজা মধ্যে পড়িয়া থাকেন, এবং মৃত ব্যক্তিকেও আজাব

মধ্যে গেরেফ্‌তার করেন। এই খাছলৎ আওরৎদিগের মধ্যে বহুত জেয়াদা দৃষ্ট হয়। আল্লাহ্‌তাআলা আপন কুদরৎ কামেলা হইতে শরীর সকল পয়দা করিয়া, তাহাতে হয়য়াৎ এনায়েৎ করিয়া জেন্দা করেন, এবং জেন্দা শরীর হইতে হয়য়াৎ ছিনিয়া লইয়া মোর্দ্দা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলা আপন বান্দা হইতে আপন আমানৎ যে হয়য়াৎ রাখিয়াছেন, তাহা পুনশ্চ লইয়া লন। সুতরাং নাখোশ্‌ হইবার কাহারও কোন কারণ নাই। মালেক আপণ মুলুকের মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন, নাখোশ্‌ হইবার কাহারও ক্ষমতা নাই। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

নকল আছে, নোহা কর্ণেওয়ালি আওরৎ পরাগন্দা, পেরেশান হাল, গর্দ্দা আলুদা, খারেশের পিরাণ পরিয়া, লানতের চাদর শরীরে দিয়া বদবুর ইজার পরিয়া, হাত মাথার উপর রাখিয়া, চিল্লাচিল্লি কাঁদাকাটি আফ্‌ছোছ্‌ করিতে করিতে আপন কবর হইতে উঠিবে। তাহাকে টানিয়া লইয়া জানেওয়ালা ফেরেশ্‌তা বলিবে আমিন, অর্থাৎ তোমাকে এই রকম হওয়াই উচিত। তাহার পর ঐ ফেরেশত্‌তা উহাকে দোজখ মধ্যে ফেলিরা দিবে। চেচাইয়া কাঁদা "আয় আমার ওছিলা, এবং আমার পাল্‌নেওয়ালা কোথায় গেল" এই রকম কথা ইত্যাদি বিনাইয়া বিনাইয়া বয়ান করাকে নোহা করা বলে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্‌।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে:— "আল্লাহ্‌তাআলা লানত ভেজেন নোহাকর্‌নেওয়ালি আওরতের উপর, এবং তাহার নোহার উপর, অর্থাৎ তাহার কাঁদাকাটি মাতম্‌ ইত্যাদির উপর, এবং যাহারা রাজি হইয়া শুনে তাহাদিগের উপর, এবং যাহারা মিথ্যা কথা বলে তাহাদিগের উপর, এবং জবান দারাজি এবং কালাম দ্বারা ইজা ও রঞ্জদেনেওয়ালার উপর, এবং কাজিয়া ও ঝগড়া মধ্যে বুলন্দ আওয়াজ কর্‌নেওয়ালার উপর।" আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্‌।

নকল আছে হজরত হাছেন বছরি (আল্লাহতালার রহ্‌মৎ উনার উপরে হউক) ছাহেব নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জমানাতে মহ্‌জরিন্‌ আছ্‌হাব্‌, অর্থাৎ হিজ্‌রৎ করনেওয়ালা আছ্‌হাব্‌ রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হুমাদিগের বিবি সকল এই ফেল্‌ করিতেন কি না ?—হজরৎ হাছেন বছরি রাজি আল্লাহ্‌তাআলা আন্‌হু, আল্লাহ্‌তাআলার কছম করিয়া বলিয়াছিলেন, না করিতেন না। এক বিবির বাপ, ভাই, বেটা, তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার রাহাতে সহিদ হইয়াছিলেন, ঐ বিবি কাঁদিতে কাঁদিতে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট আসিয়াছিলেন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ ? ঐ বিবি বলিলেন, আমার শওহর মরিয়া গিয়াছেন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, তুমি ছবর কর, তোমার জন্য বেহেশ্‌ত আছে। ঐ বিবি যখন ইহা হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট শুনিলেন, তাহার পর যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, আর কখনও তাহার জেন্দেগানিতে কান্দেন নাই। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :—আল্লাহ্‌তাআলার নজ্‌দিক্‌ দুইটী শব্দ বদ্‌ হইতেছে। মছিবতের সময় চেঁচাইয়া কাঁদা, এবং খুশির সময় গীত গাওয়া।

আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ শরিফের মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এইরূপ হইতেছে :—"এবং উহার মালের মধ্যে হক্‌ মকরর আছে ছায়েল এবং মহ্‌তাজের জন্য।" আল্লাহ্‌তাআলা যখন তোয়াঙ্গর দিগের মালের

মধ্যে মহ্‌তাজ্‌দিগের হিস্তা আছে ফর্ম্মাইয়াছেন, আর এই তোয়াঙ্গর ব্যক্তি উহার বদলা ঐ মাল খুশিতে গানেওয়ালাদিগকে, এবং মছিবতে মাতম্‌ করনেওয়ালা দিগকে দেয়, ইহাতে তাহারা কি ছওয়াব হাছেল করিবে ? যখন মানুষের উপর কোন ব্যক্তির করজ, কিম্বা আমানৎ, কিম্বা মজ্‌লুমা হক্‌, কিম্বা দাবি থাকে, এবং এমন ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জান বহুত কষ্টের সঙ্গে বাহির হয়, এবং আপন গোনাহ্‌ সকলের জন্য বড় বড় আজাবের মধ্যে গেরেফ্‌তার হয়। যে সময় ফেরেশ্‌তা উহার গোনাহ্‌ ইয়াদ দেলাইয়া আজাব করে, তখন শয়তান শুনিয়া কবরওয়ালাকে বলিয়া থাকে, "আয়ে শখ্‌ছ, তোমার এই সকল গোনাহের আজাবের উপর, বেগোনাহ্‌ আজাব ও জেয়াদা করিয়া দিতেছি। তখন শয়তান তাহার লোকদিগের নিকট আসিয়া বলে, "আয়ে লোক সকল, তোমরা তোমাদিগের মৃত ব্যক্তিকে গবর ফেলিয়া দিবার মত ফেলিয়া দিয়াছ, এবং তাহাকে দুষ্মনের মত ভুলিয়া যাইয়া বে-ফিকির বসিয়া আছ ? বোধ হয় তাহার মৃত্যুকে আছান মনে করিয়াছ ? উঠ এবং ফলানা নোহা কর্‌নেওয়ালি আওরৎকে ডাক, এবং মাতম্‌ করিবার বন্দোবস্ত কর।" শয়তানের পরামর্শে সকলে একত্র হইয়া চিল্লাচিল্লি করিয়া মাতম্‌ করিতে থাকে। তখন মৃত ব্যক্তির উপর বেগোনাহ্‌ আজাব শুরু হয়। আল্লাহ্‌তাআলা মৃত ব্যক্তির উপর গজ্‌ব করেন, এবং তাহার কবরের তরফ দোজখের খিড়্‌কি খুলিয়া যায়। কালা কুকুর তাহাকে আচ্‌ড়াইতে থাকে, এবং জবানিয়া ফেরেশ্‌তা তাহার মাথা কাটে এবং মারে। মৃত ব্যক্তি ফরিয়াদ করে, "আয়ে আল্লাহ্‌তাআলা, বেগোনাহ্‌ আজাব আমার উপর কোন স্থান হইতে নূতন আসিয়া পৌঁছিল।" তখন জবানিয়া ফেরেশ্‌তা বলে, ইহা তোমার আত্মীয় স্বজনের তরফ হইতে তোমাকে হাদিয়া আসিতেছে। তখন মৃত ব্যক্তি বলে "আয়ে আল্লাহ্‌তাআলা তুমি উহাদিগকে আজাব কর, যেমন

উহারা আমাকে আজাব দিল।" ফেরেশ্তাগণ বলে, তোমার লোকদিগের প্রত্যেকের বদলা আজাব হইবে। তখন মৃত ব্যক্তি বলিবে, মাতম্ উহারা করিল, চিল্লাচিল্লি করিয়া উহারা নোহা করিল, যাহা করিল, উহারা করিল, আমার কি অপরাধ? আল্লাহ্তাআলা তখন বলিবেন, "তুমি কেন আপন লোকদিগকে তাকিদ্ করিয়াছিলে না, যে আমার মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ্তাআলার সঙ্গে লড়াই করিও না, এবং এলেম ও আদব কেন শিক্ষা দেও নাই?" সুতরাং যে কেহ আপন লোকদিগকে এলেম ও আদব্ না শিখাইবে, সে ব্যক্তি এই প্রকার আজাব মধ্যে গেরেফ্তার হইবে। নোহা করনেওয়ালি আওরৎ, যদি আপন মৃত্যুর অগ্রে তৌবা না করে, এবং অমনি বে-তৌবাহ্ মরিয়া যায়, তবে হাশরে গন্ধকের কাপড়, এবং আগুণের ইজার পরিয়া উঠিবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হেকায়েৎ নকল আছে, এক আল্লাহ্তালার ওলি এক কবরস্থান মধ্যে আল্লাহ্তাআলার ওয়াস্তে কবর খুদিতেন, এবং ছুরা এখ্লাছ্ পড়িয়া মুর্দ্দার আরোয়ার উপর ছওয়াব্ রেছানি করিতেন। এক দিন কোন পরহেজগার ব্যক্তির জানাজা ঐ কবরস্থানে আসিয়াছিল, উহাকে দফন করিয়া তিনি ঐ কবরস্থান মধ্যে শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্র জুমা রাত্র ছিল। ঐ আল্লাহ-তালার ওলি স্বপ্নে দেখিলেন যে, কবর সমস্ত ফাড়িয়া আহ্লে কবর বাহিরে বাহির হইয়া হল্কা করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাহারা বহুত খোশ্ হালতে আছে। ইতিমধ্যে নানাবিধ নেয়ামৎপূর্ণ কতক তবক্ ছব্জ্ ছন্দছের সরপোশ আবৃত হইয়া নাজেল হইল। ঐ আল্লাহ্তালার ওলি তাহাদিগের নজ্দিগে যাইয়া বলিলেন, "আচ্ছালামু আলায়কুম।" উহারা সকলে বলিলেন "ওয়া আলায়কুমাচ্ছালাম আয়ে আল্লাহ্তালার ওলি বড় সন্তোষের বিষয় যে আপনি আসিয়াছেন।" ঐ আল্লাহ্তালার ওলি বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে জান?" উহারা সকলে বলিল, "আল্লাহ্তালার কছম করিয়া

বলিতেছি, এই কবরস্থানে যখন আমরা তোমার জুতার শব্দ শুনিতে পাই, তখন ছুরা এখ্‌লাছ্ পড়িবার ছওয়াব্ পাইয়া থাকি। তোমাকে আমরা আল্লাহ্‌তালার কছম দিতেছি যে, কখনও তুমি ছুরা এখ্‌লাছ্ পড়া বন্ধ করিও না। কারণ ইহা পড়িবার দরুণ আমরা রহ্‌মৎ পাইয়া থাকি।" আল্লাহ্‌তালার ওলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমস্ত কি জিনিসের তবক্ হইতেছে ?" তাঁহারা বলিলেন, ইহা আমাদিগের দোস্ত ও খেশ্ আকারব্ সকল, যাহারা দুনিয়াতে জেন্দা আছেন, তাহারা প্রত্যেক জুমা রাত্রে আমাদিগের জন্য হাদিয়া পাঠাইয়া থাকেন।" এক জওয়ানকে দেখিলেন আপন কবরের পার্শ্বে, হাতে ও পায়ে তোয়াক্ ও জিঞ্জির রহিয়াছে, সে গম্‌গীন্ বসিয়া কাঁদিতেছে। ঐ আল্লাহ্‌তালার ওলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আয়ে জওয়ান ! তোমার এই বদ্ হালৎ কি জন্য হইয়াছে ?" ঐ জওয়ান উত্তর করিল "যাহার মা আমার মায়ের মত, তাহার এই হালৎ হইবে। কারণ আমার শোকেতে তিনি দরওয়াজাতে কালা রঙ্গ লাগাইয়াছেন। এবং রাত দিন নোহা, ও মাতম কাঁদাকাটা, চিল্লাচিল্লি করিতে মশ্‌গুল্ আছেন, এই জন্য আমার এই দুরবস্থা হইয়াছে। আমি আপনাকে আল্লাহ্‌তাআলার কছম দিতেছি যে, প্রাতঃকালে আপনি আমার মায়ের বাড়ী যাইয়া, তাঁহাকে আমার অবস্থা জানাইবেন, এবং তিনি যে কাঁদাকাটী করিয়া থাকেন, তাহা মৌকুফ করাইবেন। আমার নামে খায়ের খয়রাৎ করিতে তাকিদ্ করিবেন।" ঐ আল্লাহ্‌তালার ওলি ফজরের সময়, ঐ জওয়ানের কথা মত, তাহার মাতার নিকট তাহার সংবাদ দিলেন, এবং আল্লাহ্‌তালার গজব্ ও আজাব্ হইতে ডরাইলেন। তখন তাহার মাতা তৌবা করিয়া মাতম্ করিবার বিছানা উঠাইয়া ফেলিলেন ; এবং দরওয়াজার ছেহাই ধুইয়া ফেলিলেন। ছবর এক্তেয়ার করিলেন। এক তোড়া দিনার খায়ের-খয়রাৎ করিবার জন্য ঐ আল্লাহ্‌তালার ওলি কে হাওয়ালা করিলেন।

পুনশ্চ দ্বিতীয় জুমা রাত্রে ঐ আল্লাহ্ তালার ওলি ঐরূপ স্বপ্নে দেখিলেন যে, ঐ জওয়ান বহুত আছুদগীর সঙ্গে খোশ্ ও খর্‌রম আছে। ঐ জওয়ান ঐ আল্লাহ্ তালার ওলি কে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে ইহার বদলা দেন। আপনি আমার উপর বড় এহ্ছান্ করিয়াছেন। আমার মাকে আমার ছালাম পৌঁছাইবেন, এবং বলিবেন যে, আমি নাজাৎ পাইয়াছি" আল্লহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্ ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লেম্।

কেয়ামতে ছাবেরের নেক জাজা।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই—রোজ কেয়ামতে মোনাদি নেদা করিবে যে, যাহার করজ আল্লাহ্ তাআলার উপরে আছে, এমন ব্যক্তি হাজের হয়। লোক সকল বলিবে যে, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে—যাহার করজ আল্লাহ্ তাআলার উপর আছে। ফেরেশ্‌তা বলিবে, আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে দুনিয়াতে বালা ও মছিবতে গেরেফ্‌তার করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাহার দেলে দরদ্ পৌঁছিয়াছিল, চক্ষু হইতে পানি পড়িয়াছিল, এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করিয়া ছবর করিয়াছিল, এমন ব্যক্তি হাজের হয়, যে আল্লাহ্ তাআলা তাহার করজদার আছেন। ইহা শুনিয়া অনেক লোক হাজের হইবে। গাওয়াহি দিবার জন্য ফেরেশ্‌তা তাহাদিগের আমলনামা খুলিবেন, এবং উহার মধ্যে যে বালা ও মছিবৎ জন্য বেছবরি ও বেকরারি পাইবেন, তাহা রদ্ করিবেন; অর্থাৎ তাহার ছওয়াব পাইবে না, এবং বলিবে যে, তুমি ছবর করনেওয়ালাদিগের মধ্যে গণ্য নহ, কি জন্য আসিয়াছ? আফ্‌ছোছ্, যদি তুমি দুনিয়াতে মছিবৎ জন্য ছবর ও শোকর করিতে, তাহা হইলে অদ্য আল্লাহ্ তাআলাকে করজ দেনেওয়ালাদিগের মধ্যে গণ্য করা যাইতে, এবং মছিবতের উপর যাহার

ছবর ও করার পাইবেন, তাঁহাকে আরশের নীচে দাঁড় করাইয়া বলিবেন, আয় আল্লাহ্ তাআলা, বালা ও মছিবতের উপর ছবর করনেওয়ালা লোক সকল হাজের আছে। আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন, তুবা বৃক্ষের ছায়াতে (যে তুবা বৃক্ষের জড় সোণার, এবং পাতা সকল রূপার হইতেছে, এবং তাহার ছায়া এত বড় যে, ছোয়ার তাহার নীচে দিয়া এক শত বৎসর চলিতে পারে) ছবর কর্নেওয়ালা সমস্ত আওরৎ এবং মরদাদিগকে খাড়া কর। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে আপন তাজল্লি দ্বারা শরফরাজ করিবেন, এবং যেমন দোস্ত দোস্তের নিকট ওজর করিয়া থাকে, ঐ রকম ওজর করিয়া বলিবেন, আয়ে আমার ছবর করনেওয়ালা বান্দা সকল, তোমাদিগের হেকারতের জন্য আমি তোমাদিগকে বালার মধ্যে গেরেফ্তার করিয়াছিলাম না; বরং আমার নজ্দিক্ তোমাদিগের মর্ত্তবা জেয়াদা হওয়া আমাকে মঞ্জুর ছিল, এই জন্য ঐ মছিবতের কারণ তোমাদিগের গোনাহ্ সকল মাফ হইয়া তোমাদিগের মর্ত্তবা এত বড় হইল, যে মর্ত্তবা তোমরা নেক আমল দ্বারা লাভ করিতে পারিতে না। পছ, তোমরা আমার জন্য ছবর ও শোকর করিয়াছ, এবং আমাকে শরম করিয়াছ, হায়া করিয়াছ, এবং আমার কাজার উপর অসন্তুষ্ট হও নাই, আজ আমি তোমাদিগের আমলকে ওজন করিব না, এবং তোমাদিগকে ছওয়াব বেহেছাব এনায়েৎ করিব। পুনশ্চ আল্লাহ্ তাআলা এই ভাবে ফকির সকল, ও মহ্তাজ্ সকলকে বলিবেন, আয় আমার মহ্তাজ্ বান্দা সকল, তোমাদিগকে হেকারতের জন্য আমি মহ্তাজ করিয়াছিলাম না; কিন্তু দুনিয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি এক বস্তুর মালেক হইয়া থাকে, এবং তাহার নিকট হইতে উহার হেছাব লওয়া যাইয়া থাকে যে, এ বস্তু কোন স্থান হইতে পয়দা করিয়াছ, এবং কোন স্থানে খরচ করিয়াছ। পছ, তোমাদিগের হেছাব হাল্কা করিবার জন্য, এবং তোমাদিগের নছিব পুরা করিবার জন্য, তোমাদিগের ফকর্ ও

এক্লাছ্কে আমি দোস্ত রাখিয়াছিলাম। পছ, যে ব্যক্তি তোমাকে খাওয়াইয়াছে, পেলাইয়াছে, কাপড় পরাইয়াছে, ঐ ব্যক্তি অদ্য তোমার শাফায়াৎ মধ্যে আছে। বাদ্ আলাহ্তাআলা ঐ সকল আওরৎদিগকে বলিবেন, যাহারা আপন সন্তানদিগের মৃত্যুতে ছবর করিয়াছে, আর আমার বান্দি সকল, যদি আমি তোমাদিগের সন্তানদিগের আজল লওহ্ মহ্ফুজ্ মধ্যে না লিখিতাম, এবং তোমাদিগের দেলকে ছুনিয়াতে দরদ্ না দিতাম, এবং তোমাদিগের ছিনাকে তঙ্গ্ না করিতাম, তাহা হইলে আজ এ মর্ত্তবা তোমরা কেমন করিয়া পাইতে? এখন আমার খোশ্নুদি হইয়াছে, তোমরা আপন সন্তানদিগের সঙ্গে বেহেশ্তের মধ্যে থাকিয়া খুশী কর— যেখানে মৌউৎ নাই, দরদ নাই, গমী নাই। বাদ্ আল্লাহ্তাআলা এইরূপে অন্ধ, নেংড়া, নুলা, গুঙ্গা, কুড়েজোজামি ইত্যাদি বেমারিদিগকে বলিবেন, উহারা নিজ নিজ দর্জা ও মর্ত্তবা দেখিয়া বহুত খোশ্ হইবে। পছ, উহাদিগের ছবর ও শোকরের মওয়াফেক উহাদিগের মর্ত্তবা জেয়াদা হইবে, কেহ বাদ্শাহ্ হইবে, কেহ আমির হইবে—সকলে ঘোড়ার উপর ছওয়ার হইবে। নেশান, ঝাণ্ডা ইত্যাদি সমস্ত বাদশাহী ছরঞ্জামে সুসজ্জিত থাকিবে। ফেরেশ্তা উহাদিগকে বেহেশ্তের তরফ লইয়া যাইবে। মোকুফের লোক সকল জিজ্ঞাসা করিবে, এমন ইজ্জৎ, এই জাহ্ হাশ্মত ওয়ালা, ইহারা কি পয়গম্বর হইতেছেন কিম্বা শহিদ? ফেরেশ্তা বলিবেন, ইহারা পয়গম্বর নহেন, এবং শহিদ ও নহেন—বরং উমি লোক সকল হইতেছে, যাহারা ছুনিয়াতে বালা ও মছিবতের উপর ছবর ও শোকর করিয়াছিল, তাহারা অদ্য এই শান্ ও শওকতের সঙ্গে নাজাত পাইল। তখন লোক সকল বলিবে, আহা কি আফ্ছোছ্, যদি আমরা ও বালাতে গেরেফ্তার হইতাম, তাহা হইলে অদ্য উহাদিগের সঙ্গে থাকিতে পারিতাম। গরজ, যখন এই ছাবের সকল বেহেশ্তের দরওয়াজাতে পৌছিবেন, দরওয়াজা

ঢুকিবেন, রেজওয়ান্ ফেরেশ্‌তা সকল জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কে? ফেরেশ্‌তা বলিবে, ইহারা ছবর করনেওয়ালা সকল হইতেছে, দরওয়াজা খুলিয়া দাও। রেজওয়ান্ ফেরেস্তা বলিবে, এখন পর্য্যন্ত লোক সকল হেছাব দেয় নাই, আল্লাহ্‌তাআলা মিজান খাড়া করেন নাই, এবং হেছাবের দফ্‌তর খোলেন নাই, এই ছাবের সকল কেমন করিয়া নাজাত পাইল? ফেরেশ্‌তা বলিবেন, ছবর করনেওয়ালাদিগের উপর হেছাব্ নাই, দরওয়াজা খুলিয়া দাও। তখন দরওয়াজা খুলিয়া দিবেন। পছ, ছবর করনেওয়ালা সকল আনন্দ ও উৎফুল্ল চিত্তে বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবেন। ফের পাঁচ শত বৎসর পরে আর সকল লোক হেছাব কেতাব হইতে ফরাগত পাইবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই— হর এক কেরামতের খোশ্‌খবরি ছবর করনেওয়ালাদিগকে দাও, যখন পৌঁছে তাহাদিগকে মছিবৎ জহ্‌মৎ এবং দশুয়ারি, তখন বলে তহ্‌কিক্ আমি আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াস্তে আছি, এবং তহ্‌কিক্ আমি তাহার তরফ রুজু করনেওয়ালা হইতেছি, এবং মুমিন যে মছিবৎ মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার তরফ রুজু করে, উহাদিগের উপর উহাদিগের আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে রহ্‌মৎ, এবং বেহেশ্‌ত আছে, এবং ঐ সমস্ত মুমিন সিধা রাস্তা পাইয়াছে।

লোক সকল জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ্, ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, কোন্ বস্তু মিজানকে ঝুকাইয়া দেয়? এর্শাদ করিলেন ছবর। ফের জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বস্তু হেছাবকে হাল্কা করে? এর্শাদ করিলেন ছবর। ফের জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ বস্তু পুলছরাতকে চৌড়া করে? এর্শাদ করিলেন ছবর। এবং এর্শাদ করিলেন যে পরিমাণ ছবর জেয়াদা হইবে, ঐ পরিমাণ পুলছরাত চৌড়া হইবে।

রেওয়ায়েৎ আছে, পুলছরাতকে চুল হইতে বারিকৃতর, এবং

তলওয়ার হইতে তেজ্‌তর সমস্ত লোক পাইবে না—কেবল হালাক্ হোনেওয়ালারা পাইবে, এবং পুলছরাৎ আপন আপন আমলের মোয়াফেক্ নজর আসিবে। কাহাকে টাপুর মত চৌড়া, কাহাকে এক গজ বরাবর, কাহাকে আধা হাত বরাবর, কাহাকে চারি আঙ্গুলের মেকদার নজর আসিবে। তায়াতের ছক্তির উপর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎবন্দেগী করিবার কষ্ট ও পরিশ্রমের উপর, এবং বালা ও মছিবতের উপর যে পরিমাণ ছবর করিবে, পুলছরাতকে ঐ পরিমাণ চওড়া পাইবে। যাহার ছবর নাই, তাহার দিন নাই। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হাদিস শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—যখন শিশু সন্তান মরিয়া যায়, এবং তাহার রূহ্‌কে লইয়া ফেরেশ্‌তা আছমানের উপর চড়ে, তখন আল্লাহ্‌তাআলা জানিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আয়ে ফেরেশ্‌তা তুমি আমার বান্দির শিশু সন্তানের জান লইয়া চলিয়া আসিয়াছ; আচ্ছা সেই দুখীয়ারিকে ছবর কর্‌নেওয়ালি ছাড়িয়া আসিয়াছ, না নোহা কর্‌নেওয়ালি? ফেরেশ্‌তা বলেন, ইয়া রব্বানা জাল্লা জালালুহু জাল্লাশানুহু, সেই দুখীয়ারিকে তোমার কাজার উপর ছবর কর্‌নেওয়ালি, এবং তোমার নেয়ামতের উপর শোকর কর্‌নেওয়ালি ছাড়িয়া আসিয়াছি। আল্লাহ্‌তাআলা হুকুম করেন, উহার জন্য আরশের নীচে এক সোণার মহল প্রস্তুত কর, এবং তাহার নাম "বাইতাল হাম্‌দ" রাখ। ছুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দিহি, কি খুশীর সংবাদ মায়ের জন্য!

আমি এ জামানার বিবিদিগকে বলিতেছি, যখন তোমাদিগের সন্তান মরিয়া যায়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার রেজামন্দির জন্য ছবর এক্তেয়ার করিবে। আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদিগের উপর রোজে হাশরে রহ্‌মৎ করিবেন, এবং বড় বড় মর্ত্তবা এনায়েৎ করিবেন।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই যে :—কেয়ামতের দিন মোছলমানদিগের সন্তান মৌকুফ মধ্যে জমা হইবে। আল্লাহ্‌তাআলা

ফেরেশ্‌তাকে হুকুম করিবেন যে, ঐ সন্তানদিগকে বেহেশ্‌ত মধ্যে লইয়া যাও। তখন ঐ সমস্ত শিশু সন্তান বেহেশ্‌তের দরওজাতে খাড়া রহিয়া যাইবে। ফেরেশ্‌তা বলিবেন, আয়ে শিশুগণ, খুশী হউক তোমাদিগের উপর। তোমাদিগের জন্য তো হিসাব কিতাব নাই, ফের বেহেশ্‌ত মধ্যে কেন দাখেল হইতেছ না? শিশুগণ বলিবে, আমাদিগের পিতা মাতা কোথায় আছেন? ফেরেশ্‌তা বলিবেন, তোমাদিগের মা বাপ তোমাদিগের মত বেগোনাহ্‌ নহে, উহাদিগের উপর লোকের করজ আছে, এবং অনেক গোনাহ্‌ করিয়াছে, উহারা সকল হেছাব্‌ দেনেওয়ালা হইতেছে। শিশু সন্তানগণ বলিবে, আমাদিগের পিতা মাতা আজিকার দিনের ওম্মেদের উপর ছবর করিয়াছেন, বেকরার হন নাই। ফেরেশ্‌তা তখন কোন জওয়াব দিবেন না। আখের ঐ সমস্ত শিশু সন্তানগণ বলন্দ আওয়াজে কাঁদিতে থাকিবে। আল্লাহতাআলা জানিয়া ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কে কাঁদিতেছে?' ফেরেশ্‌তা বলিবেন, ইয়া রব্বানা জাল্লা জালালুহু জাল্লা শানুহু, ইহারা মোছলমানদিগের শিশু সন্তান হইতেছে; বলিতেছে যে, আমাদিগের মা বাপ ভিন্ন আমরা বেহেশ্‌ত মধ্যে যাইব না। আল্লাহ্‌তাআলা হুকুম করিবেন, উহাদিগের মা বাপকে ছাড়িয়া দাও, তখন ঐ সমস্ত শিশু সন্তানগণ আপন মা বাপের সঙ্গে তাহাদিগের হাত ধরিয়া, বেহেশ্‌তের মধ্যে দাখেল হইবে। ছুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌ দিহি ছুব্‌হানাল্লাহিল্‌ আজিম, কিয়া খুশী কি বাৎহায় মা বাপ্‌কে ওয়াস্তে।

বিবাহের প্রথম হইতে শেষ আদব গুলি।

আয়ে বেরাদর, বিবাহ করা দিন এছলামের একটি প্রধান কাজ হইতেছে। সুতরাং ইহাতে দিনের আদব রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ মনুষ্যের বিবাহে, এবং জানোয়ারের মিলনে, কোন পার্থক্য থাকিবেনা।

সুতরাং আমি বিবাহের শুরু জমানা হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আওরৎদিগের সহিত কি প্রকার গুজরান করিতে হয়, তাহা কিমিয়া ছায়াদাৎ, মেজাকাল্ আর্ফিন্, এবং অন্যান্য মোতাবর কেতাব হইতে, সংক্ষেপে বয়ান করিয়া দিতেছি। যদি প্রত্যেক ভাই মোছলমান, বিবাহে নিম্নলিখিত আদবগুলির লেহাজ্ রাখেন, তাহা হইলে ইন্‌শা আল্লাহ্ দিন ও দুনিয়ার মঙ্গল সাধন হইবে, এ রকম আশা করা যাইতে পারে! আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

প্রথম আদব ওলিমার খানা; ইহা ছুন্নত মোয়াক্কেদাহ্ হইতেছে হজরৎ আব্দুর রাহ্মান এব্নে আউফ্ (রা) যে সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম উনাকে এর্শাদ করেন, যদি একটি বক্রি হয়, তবুও দাওয়াৎ ওলিমা কর; এবং যাহার বক্রি জবাই করিবার কুদরৎ নাই, এমন ব্যক্তি খাইবার সামগ্রী যাহা দোস্তদিগের সম্মুখে রাখিবে, তাহাই ওলিমা হইতেছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যে সময় উম্মল মুমিনিন হজরৎ বিবি ছুফিয়া (রা) ছাহেবাকে বিবাহ করেন, তখম খোর্মা ও জবের ছাতু দ্বারা দাওয়াৎ ওলিমা করিয়াছিলেন। সুতরাং যে পরিমাণ দাওয়াৎ ওলিমা করিবার ক্ষমতা থাকে, ঐ পরিমাণ করিবে; তক্‌লিফ্ করিয়া তাহার অতিরিক্ত করিবে না। যদি দাওয়াৎ ওলিমা করিতে দেরি হয়, তবে এক সপ্তাহ হইতে জেয়াদা দেরি কদাচ করিবে না। আয়ে বেরাদর, তুমি পার্ছা নেকবক্ত বিবিকে বিবাহ করিয়া, আপন ছালেহ্ দোস্তদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আল্লাহ্তাআলার ওয়াস্তে দাওয়াৎ ওলিমা খাওয়াইবে, এবং বিবি সহ সুখে খোশ্ গুজ্রাণ করিবে, এবং সতত দেলকে আপন খোদাওন্দ করিমের তরফ মতওয়াজ্জা রাখিয়া, কশ্রতের সঙ্গে জিকির এলাহি করিবে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি

ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই যে :—আল্লাহ্‌তাআলার নজ্‌দিক্ বান্দাদিগের মধ্যে বেহ্‌তর ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে আল্লাহ্‌তাআলার বহুত জিকির করে। সুতরাং যদি তুমি আল্লাহ্‌-তাআলার নজ্‌দিক্ বেহ্‌তর ও পেয়ারা হইতে বাসনা রাখ, তবে কশ্‌-রতের সঙ্গে জিকির এলাহি করিবে, এবং প্রচুর পরিমাণে দুনিয়া হাছেল কারবার জন্য, রাত্র দিবা পরিশ্রম করতঃ, আপনার আখেরাৎকে বর্বাদ করিবে না। কারণ দুনিয়া অতি বেকদর বস্তু হইতেছে। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই যে :—হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম যখন গেহুঁ খাইলেন, এবং তাঁহার পায়খানার হাজৎ হইল, তখন জাগাহ্ তালাশ করিতে লাগিলেন যে, আপন হাজৎ হইতে ফারাগৎ পাইতে পারেন। আল্লাহ্‌তাআলা উনার নিকট এক ফেরেশ্‌তাকে পাঠাইলেন। ঐ ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি তালাশ করি-তেছেন? তিনি ফর্ম্মাইলেন আমি চাহিতেছি—যাহা আমার পেট মধ্যে আছে, তাহা কোন স্থানে রাখিয়া দেই। ঐ ফেরেশ্‌তা বলিল যে, আল্লাহ্‌তাআলা বেহেশ্‌তের কোন খানার মধ্যে ঐ তাছির রাখেন নাই, কেবল মাত্র গেহুঁর মধ্যে রাখিয়াছেন, আপনি উহা আরশের উপর, কিম্বা কুর্ছির উপর, কিম্বা বেহেশ্‌তের নহর সকলের মধ্যে, কিম্বা মেওয়া বৃক্ষের নীচে, কোন স্থানে রাখিবেন? দুনিয়ার মধ্যে যান, কারণ এমন নাজাছৎ রাখিবার জায়গা ঐ স্থানে আছে।" হাজার আফ্‌ছোছ্, যখন হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম দুনিয়ায় আসিলেন, তখন তাঁহার আপন খোদাওন্দ করিম, মেহেরবানের মেহেরবানী, এবং এহ্‌ছান্ সমুহ স্মরণ হইল, রহ্‌মতের মকানের আরামের বিষয় সকল তাঁহার স্মরণ হইল, এবং নিজের এক মাত্র লগ্‌জশের বিষয় ও স্মরণ হইল। পছ্, পেশ্‌মান হইলেন, হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম, এবং

কাঁদিলেন তিন শত বৎসর—এঁহাতাক তাঁহার চক্ষুর পানিতে নহর সকল জারি হইল। আয় আল্লাহ্‌তাআলা, হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম এক মাত্র লগ্‌জশের জন্য, এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আমি অসংখ্য অসংখ্য গোনাহ্‌ করিয়া আমার নামা আমল ছিয়াহ্‌ করিয়া ফেলিয়াছি, আমার উপায় কি হইবে? আয় জবরদস্ত বখ্‌শনেওয়ালা মেহেরবান, মেহেরবানী করিয়া আমার গোনাহ্‌ সকল, এবং উম্মতান্‌ জনাব হজ্‌রৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদোর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামের গোনাহ্‌ সকল আপনি মাফ করুন। আয়ে বেরাদর, বান্দা মুমিনের জন্য দুনিয়া বড় রহ্‌মতের স্থান হইতেছে; এই স্থানে বান্দা মুমিন নুর ইমান পাইয়াছে, এই স্থানে আপন খোদাওন্দ করিমের এবাদত-বন্দিগী, এবং ফর্ম্মাবরদারি করিয়া, আল্লাহ্‌-তাআলার রহ্‌মতের মকানে স্থান লাভ করিবে; এবং বশারৎ শুনিবে "ছালামুন্‌ আলায়কুম তিব্‌তুম্‌ ফাদ্‌খুলুহা খালিদিনা ইয়া আহ্‌লাল্‌ জান্নাতি।"

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ يَا اَهْلَ الْجَنَّتِ *

উহার অর্থ এই, ছালাম হউক তোমার উপর, খোশ্‌ হও তুমি, দাখেল হও ঐ বেহেশ্‌তের মধ্যে হামেশার জন্য, আয়ে বেহেশ্‌তের হক্‌দার। আয়ে বেরাদর মুমিন, তুমি এই বশারৎ শুনিতে পাইবে—যদি ইমানের ছালামতির সঙ্গে দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতে পার; সুতরাং সতর্কতা সহকারে দুনিয়াতে আপন ইমানকে রক্ষা করিবে। হজরৎ লোক্‌মান আলায়হেচ্ছালাম আপন বেটাকে নছিহৎ করিয়াছিলেন, দুনিয়া এক গভীর সমুদ্র হইতেছে, উহাতে বহুত লোক ডুবিয়া গিয়াছে। তুমি দুনিয়াতে পরহেজগারিকে তোমার কিস্তি বানাও, এবং ইমানকে তাহার মধ্যে রাখ, এবং তোয়াক্কেলের পাল উঠাইয়া দাও, যে উহার তুফান হইতে নাজাৎ মিলে। কিন্তু আমাকে

মালুম হয় না যে, নাজাৎ মিলে কি না। আয়ে বেরাদর, দুনিয়াতে তুমি পরহেজগারি এক্তেয়ার করিবে, এবং জিকির এলাহিকে তোমার পেশা বানাইবে। কারণ জিকির এলাহি হইতে আফজল্ বস্তু দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। কিমিয়া ছাআদাৎ মধ্যে লিখিত আছে, একদিন হজরৎ ছৈয়েদেনা ছোলায়মান আলায়হেচ্ছালাম, আপন তক্তের উপর ছোয়ার হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, জানোয়ার এবং দেও পরি সকল তাঁহার খেদমতে হাজের ছিল। তিনি বানি এছ্রাইল কওমের আবেদদিগের মধ্যে, এক আবেদের নিকট গেলেন। ঐ আবেদ আরোজ করিল, আয়ে এব্নে দাউদ্ (আলায়হেচ্ছালাম), আপনাকে আল্লাহ্তাআলা বড় ছুল্তানৎ এনায়েৎ করিয়াছেন। হজরৎ ফর্ম্মাইলেন, মোছলমানের নামা আমলে এক তছ্বিহ্, এই ছুলতানৎ যাহা আমাকে এনায়েৎ হইয়াছে, তাহা হইতে বেহ্তর হইতেছে, কারণ ঐ তছ্বিহ্ বাকি থাকিবে, আর আমার এই ছুলতানৎ বাকি থাকিবে না। হজরৎ ছোলায়মান আলায়হেচ্ছালাম সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন, তিনি এত বড় বাদশাহীকে এক তছ্বিহ্ হইতে ও হকির জানিতেন। কারণ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; সুতরাং বান্দা মুমিনকে লাজেম হইতেছে যে, মোদাম জিকির এলাহি করিতে থাকে। জবানে বলিতে সহজ, এবং ফজিলতে জেয়াদা এক তছ্বিহ্ আমি তোমার আমল করিবার জন্য এইস্থানে লিখিয়া দিতেছি, তাহা এই :—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ *

"ছুব্হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্দিহি ছুব্হানাল্লাহিল্ আজিমী ওয়া বেহাম্-দিহি আছ্তাগ্ ফিরুল্লাহ্।" উহার অর্থ এই যে, "পাক হইতেছেন

আল্লাহ্, এবং উনার তারিফের সঙ্গে আমি উনাকে ইয়াদ করিতেছি, পাক হইতেছেন আল্লাহ্, যিনি সকল হইতে বড়, এবং উনার তারিফের সঙ্গে আমি উনাকে ইয়াদ করিতেছি, আমি আল্লাহ্ তালার নিকট মাফি চাহিতেছি। ফজরের নামাজের অগ্রে তুমি এই দোওয়া এক শত বার প্রত্যেক রাত্রে পড়িতে থাকিবে, যে দুনিয়া তোমার তরফ জব্বর মতওয়াজ্জা হইয়া যাইবে, এবং খোয়ার ও জলিল হইয়া তোমার নিকট আসিবে, আল্লাহ্ তাআলা এই দোওয়ার প্রত্যেক কল্‌মা হইতে, এক ফেরেশ্‌তা পয়দা করিবেন, যে ঐ ফেরেশ্‌তা কেয়ামৎ তক্ আল্লাহ্ তাআলার তছবিহ্ করিতে থাকিবে, এবং উহার ছওয়াব তোমাকে মিলিবে। ইহা আক্‌ছির হেদায়েৎ ও মেজাকাল আর্ফিন হইতে লিখিত। এই দোওয়া যে রাত্রে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তৌফিক দেন, আমি, তাহাজ্জাদ্ নামাজ বাদ পড়িয়া থাকি। প্রথম শুরু করিতে এগার মর্ত্তবা দরূদ শরিফ পড়িয়া শুরু করি, এবং এক শত বার পড়া সমাধা হইলে, আর এগার মর্ত্তবা দরূদ শরিফ পড়িয়া শেষ করি; ইহাই আফ্‌জাল্ হইতেছে। কখনও কখনও এক শত মর্ত্তবা হইতে ও জেয়াদা পড়িয়া থাকি। যদি কোন বান্দা মুমিন, এই দোওয়া দেলি মহব্বতে জেয়াদা পড়েন, তবে খোদাওন্দ করিম, কদরদান হইতেছেন জাহের ও পুশিদা জানেওয়ালা, তাহাকে নেক্ বদলা দিবেন।

দ্বিতীয় আদব ইহা হইতেছে যে, আওরৎদিগের সঙ্গে মরদ নেক্‌খো রাখিবে, ইহার মানে ইহা নহে যে, আওরৎকে রঞ্জ দিবে না, বরং ইহার মোরাদ ইহা হইতেছে যে, উহাদিগের রঞ্জকে সহ্য করিবে। এবং তাহারা মুস্কিল হুকুম করিলে, তাহার উপর ছবর করিবে। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"আওরৎদিগকে জোফ্ অর্থাৎ নাতোয়ানি, এবং ছিপাইবার বস্তু হইতে পয়দা করিয়াছেন। উহাদিগের নাতোয়ানির ঔষধ খামোশী হইতেছে, এবং ছিপাইবার তদ্বির

ইহা হইতেছে যে, উহাদিগকে ঘরের মধ্যে কএদ করে।" হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ওফাতের সময় এই তিন কথা আস্তে বলিতেছিলেন, যাহার ভাবার্থ এই,—"নামাজ পড়িতে থাকিও; লেওণ্ডি গোলামদিগের সঙ্গে ভালাই করিও; এবং আওরৎদিগের বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তাআলাই আছেন। উহারা তোমাদিগের কএদি হইতেছে, উহাদিগের সঙ্গে ভাল রকম নেক ছলুক করিও।" ঐ সময়ে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইহা শুনিয়াছিলেন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, বিবি ছাহেবা (রা) গণ গোস্বা করিলে বর্দ্দাস্ত করিয়া থাকিতেন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই:—"তোমাদিগের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বেহ্‌তর হইতেছে, যে আপন বিবির সঙ্গে বেহ্‌তর হইতেছে, এবং আমি আমার বিবিদিগের সঙ্গে তোমাদিগের সকল হইতে বেহ্‌তর হইতেছি।" আয়ে বেরাদর, আপন বিবি সহ নেক ছলুক করিয়া সুখে খোশ্‌ গুজরাণ করিবে, এবং সতত আপন খোদাওন্দ করিমের তরফ দেলকে রুজু রাখিবে। বুজুর্গানে দিন বলিয়াছেন, "দুনিয়া এক বিরানা মোকান হইতেছে, এবং ঐ ব্যক্তির দেল, উহা হইতেও জেয়াদা বিরানা হইতেছে, যে দুনিয়াকে তলব করিতে মশ্‌গুল আছে। এবং বেহেশ্‌ত এক আবাদ মোকান হইতেছে, এবং ঐ ব্যক্তির দেল, উহা হইতেও জেয়াদা আবাদ হইতেছে —যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তকে তলব করিতে মশগুল আছে।"

আয়ে পাঠক, তুমি স্মরণ রাখ যে, কোরাণ শরিফ পড়া সমস্ত এবাদত হইতে বেহ্‌তর হইতেছে; খাছ্‌ করিয়া নামাজ মধ্যে দাঁড়াইয়া কোরাণ পড়া বড়ই বেহ্‌তর হইতেছে। জনাব রছুল মক্‌বুল্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে

ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, আমার ওম্মতের এবাদতের মধ্যে সকল হইতে আফ্‌জল্‌ কোরাণ শরিফ তেলাওয়াৎ করা হইতেছে; এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তাআলা নেয়ামত কোরাণ আতা করিয়াছেন, এবং সে ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, অন্য কাহাকে উহা হইতেও বেহ্‌তর কোন বস্তু মিলিয়াছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি, ঐ বস্তুর তহ্‌কির করিল, যে বস্তুর আল্লাহ্‌তাআলা তাজিম ও তওকির করিয়াছেন। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, দিন কেয়ামতে কোন ফেরেশ্‌তা, এবং পয়গ্‌ম্বরান্‌ আলায়হিমুচ্ছালাম, আল্লাহ্‌তাআলার নজ্‌দিক্‌ কোরাণ হইতে বেহ্‌তর শাফায়াৎ করনেওয়ালা নাই। হজরৎ এব্‌নে মছ্‌উদ্‌ (রা), ছাহেবের কওল আছে, যে "কোরাণ পড়ো যেহেতু প্রত্যেক হরফের বদলে দশ দশ নেকি ছওয়াব্‌ মিলিয়া থাকে। আমি ইহা বলি না যে আলেফ, লাম, মিম, এক হরফ হইতেছে। বরং "আলেফ্‌" এক হরফ হইতেছে, "লাম" দোছরা হরফ হইতেছে; এবং "মিম্‌" তেছরা হরফ হইতেছে। আয়ে বেরাদর, কোরাণ শরিফের হরফ গুলীকে কেবল মাত্র চক্ষু দ্বারা দেখা এবাদৎ হইতেছে। ইহা আকৃছির হেদায়েৎ হইতে লিখিত। আয়ে বেরাদর, উপরোক্ত তিন হরফ পড়িবার জন্য তুমি ত্রিশ নেকি পাইবে। সুতরাং ইহা হইতে কোরাণ মজিদ তেলাওয়াৎ করিবার ফজিলত বুঝিয়া লও। এবং প্রত্যেক দিন, দিবসে ও রাত্রে কোরাণ মজিদ তেলাওয়াৎ করা আমল কর। বড় বড় ছওদাগর ও হাকিমগণ উকিল ও মোক্তার ছাহেবানদিগকে দেখিয়াছি, প্রাতঃকালে উঠিয়াই দোকানদারি করিতে, খবরের কাগজ দেখিতে, এবং আইনের কেতাব দেখিতে মশগুল হইয়া যান। কোরাণ মজিদখানি একটীবার ও দিবা রাত্রের মধ্যে দেখেন না, হাজার আফ্‌ছোছ!! হজরৎ ফছিল (র) বলিয়াছেন "যদি দুনিয়া শোণার হইত এবং ফানি হইত; এবং আখেরাৎ মাটীর হইত এবং

বাকি হইত ; তাহা হইলেও আকেলমন্দের উচিৎ ছিল, যে মাটী বাকি থাকিবে, উহাকে ঐ শোনা হইতে, যাহা ফানা হইয়া যাইবে, বহুত দোস্ত রাখে, এবং তলব করে। ফের কি জন্য তুমি ফানি মাটীকে, বাকি, শোণার পরিবর্ত্তে এক্তেয়ার করিবে ?" আয়ে পাঠক, আখেরাৎ শোণা হইতেও মুল্যবান হইতেছে। কারণ সেখানে জামালে মৌলা দেখা যাইবে। তুমি তাহার তরফ রুজু হও। আমার নছিবে করুণ আল্লাহ্, আমি আখেরাতে আপনাকে দেখি। তৌরিত মধ্যে লেখা আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এর্শাদ করিয়াছেন, আয়ে আমার বান্দা, তোমাকে শরম করে না যে, যদি তোমাকে তোমার ভাইয়ের চিঠি পৌঁছে, তবে তুমি যদি রাস্তায় থাক, দাঁড়াইয়া যাও, কিম্বা রাস্তা হইতে আলগ হইয়া যাও, এবং তাহার এক এক হরফ করিয়া পড় এবং তাহাতে গওর ও তামেল কর ; এবং এই কেতাব আমার নামা হইতেছে, তোমাকে আমি লিখিয়াছি যে, তুমি উহাতে গওর ও তামেল করিবে, এবং তুমি উহার উপর কার্‌বন্দ হইবে ; এবং তুমি উহাকে এন্‌কার কর ? যদিও তুমি পড়, তাহা হইলেও গওর ও তামেল কর না ? আয়ে পাঠক, কোরাণ মজিদ তোমার নিকট তোমার খোদাওন্দ করিম মেহেরবানের নামা হইতেছে, চিঠির ন্যায় হইতেছে, সুতরাং মনোযোগ করিয়া তুমি তাহা প্রত্যেক দিন পড়, এবং তাহার উপর আমল কর।

তৃতীয় আদব ইহা হইতেছে যে, আপন বিবির সঙ্গে মজ্‌হা অর্থাৎ হাসি তামাশা ও খেলা করিবে, কিন্তু হাসি তামাশা ও খেলা এত অধিক পরিমাণে করিবে না, যাহাতে বিবি শওহর হইতে নির্ভয় হইয়া যায় ; এবং বুরা কাজ মধ্যে তাহাদিগের মোয়াফ্‌কৎ করিবে না। বরং যদি শরা শরিয়তের বরখেলাফ্ কোন কাজ দেখিবে, তাহা হইলে তাহার উত্তমরূপ শাসন করিবে। তুমি স্মরণ রাখিবে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন, যাহারা ভাবার্থ এই :—"মরদ

দিগকে আওরৎদিগের উপর হাকিমের ন্যায় হামেশা গালেব থাকা চাই।" এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এক হাদিছ শরিফ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :— "জরুর গোলাম বদবক্ত হইতেছে।" সুতরাং তুমি নিজের উপর নেগাহ্‌ রাখিও, যেন বিবির গোলাম বদবক্ত না হইয়া যাও। বদ্‌কাজে কখনও আওরৎকে প্রশ্রয় দিবে না। এই জন্য আওরৎকে চাই যে, শওহরের বান্দি হইয়া থাকে, এবং বুজুর্গানে দিন বলিয়াছেন যে, আওরৎদিগের সঙ্গে পরামর্শ কর, কিন্তু তাহারা যাহা বলে তাহার খেলাফ আমল কর। প্রকৃত পক্ষে আওরতের জাত ছেরকশ্‌ নাফ্‌ছের মত হইতেছে। যদি মরদ সামান্য পরিমাণেও উহাদিগকে উহাদিগের মর্জি মত কাজ কর্ম্ম, চলা ফেরা করিতে দিবে, তাহা হইলে মর্দের কব্‌জা কুদরৎ হইতে যাইতে থাকিবে; এবং হদ্‌ হইতে গুজারিয়া যাইবে, এবং পরে তাহা তদারক করা মুস্কিল হইয়া পড়িবে। যে বস্তু আওরতের পক্ষে বালা ও মছিবৎ মনে করিবে, তাহা হইতে তাহাকে পরহেজ্‌ করিতে নছিহৎ করিবে; এবং সাধ্যমতে তাহাকে কখনও বাহিরে যাইতে দিবে না। যেন আওরৎ কোন নামহ্‌রেম্‌ মরদকে না দেখে, এবং কোন নামহ্‌রেম্‌ মরদ আওরৎকে না দেখে; এবং খিড়্‌কি জানালা ইত্যাদি দিয়া, মরদ দিগের তামাশা দেখিতে এজাজৎ না দেয়। কারণ আফৎ সকল চক্ষু দ্বারাই পয়দা হইয়া থাকে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, বিবি ফাতেমা (রাঃ) ছাহেবাকে জিজ্ঞাসা করেন, আওরতের পক্ষে কি কাজ বেহ্‌তর হইতেছে, হজরৎ বিবি ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, ইহা বেহ্‌তর হইতেছে যে, কোন নামহ্‌রেম্‌ মরদ তাহাদিগকে না দেখে, এবং কোন গয়ের মরদকে উহারা না দেখে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি

ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট এই কথা বহুত পছন্দ হইয়াছিল। হজরৎ মাআজ (রা) আপন বিবিকে দেখেন যে, খিড়কি দিয়া উকি মারিয়া দেখিতেছেন, ইহা দেখিয়া তিনি আপন বিবিকে মারিয়াছিলেন; এবং আরো দেখেন যে, ছেব্‌ ফল হইতে নিজে এক টুক্‌রা খাইলেন, এবং অন্য এক টুক্‌রা গোলামকে দিলেন, ইহাতেও বিবিকে মারিয়াছিলেন। হজরৎ ওমার (রা) বলিয়াছেন, আওরৎদিগকে ভাল কাপড় পরিতে দিও না, তাহা হইলে তাহারা ঘরে বসিয়া থাকিবে। কারণ যখন তাহারা ভাল কাপড় পরিধান করিবে, তখন তাহাদিগের বাহিরে যাইবার এরাদা হইবে। এক দিন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের দৌলত খানাতে এক অন্ধ ব্যক্তি আইসেন। হজরৎ বিবি আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য আওরৎ সকল যাহারা ঐ স্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাকে দেখিয়া উঠিয়া যান না, এবং বলেন যে ঐ ব্যক্তি অন্ধ হইতেছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যদি ঐ ব্যক্তি অন্ধ হয়, তবে তুমিও কি অন্ধ হইতেছ?" ইহাতে জানা যাইতেছে যে, অন্ধ লোকদিগের সম্মুখেও আওরৎদিগকে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। সুতরাং যেখানে কোন ফেৎনা হইবার ভয় আছে, এমন স্থলে আওরৎদিগকে যাইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে।

আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তার মঞ্জেল সমূহের মধ্যে দুনিয়া এক মঞ্জেল হইতেছে; এবং যাবতীয় মনুষ্য এই মঞ্জেলে মোছাফের সদৃশ হইতেছে। তুমি ও তোমার বিবি এই বিপদ-সঙ্কুল দুনিয়ার দুই মোছাফের হইতেছ। অল্প দিনের জন্য তোমরা উভয়ে একত্র আছ, ইহার পরের মঞ্জেল তোমাদিগের কবর হইতেছে। তাহার পরের মঞ্জেল কেয়ামত হইতেছে। তাহার পরের মঞ্জেল দোজখ কিম্বা

বেহেশ্‌ত হইতেছে। কে কোথায় যাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই সুতরাং দুনিয়ার জেন্দেগানিকে গনিমৎ মনে করিয়া, সতত খোদাওন্দ করিমের তরফ দেল্‌কে রুজু রাখিবে; এবং জিকির এলাহি মোদাম করিতে থাকিবে; এবং নামা আমলে নেকিজমা করিতে সতত যত্নবান থাকিবে। যখন বাজারে যাইবে, তখন এই তছ্‌বিহ্‌ পড়িবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকালাহু লাহুল্‌ মুল্‌ক্‌ ওয়া লাহুল্‌ হামছু ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুওয়া হাইউন্‌ লাইয়ামুতু বেইয়া দিহিল খায়রে ওয়া হুওয়া আলা কুল্লে শাইয়িন্‌ কাদির্‌। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই:—যে ব্যক্তি বাজারে যাইবে, এবং এই তছ্‌বিহ্‌ পড়িবে, তাহার জন্য বিশ লক্ষ নেকির ছওয়াব লিখিবেন। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "গাফেলদিগের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার জিকির কর্‌নেওয়ালা এমন হইতেছে, যেমন ভাগ্‌নেওয়ালাদিগের মধ্যে জেহাদ্‌ কর্‌নেওয়ালা কিম্বা মুর্দাদিগের মধ্যে জেন্দা ব্যক্তি।" হজরৎ হাছান্‌ বছ্‌রি (রা) ফর্ম্মাইয়াছেন যে, বাজার মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার জিকির কর্‌নেওয়ালা ময়দান কেয়ামতে, এমন রওশ্‌নির সঙ্গে আসিবে; যেমন চন্দ্রের রওশনি; এবং উহার গোল্‌বা সূর্য্যের মত হইবে। হজরৎ এব্‌নে ওমার (রা) এবং ছালেম এব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌ (রা) এবং অন্যান্য বুজুর্গানে দিন কেবল মাত্র এই তছ্‌বিহ্‌ পড়িবার জন্য বাজারে যাইতেন।

চতুর্থ আদব ইহা হইতেছে যে, মরদকে উচিত আওরৎকে খানা ভাল রকম দেয় ; ইহাতে তঙ্গি না করে, এবং এছ্‌রাফ্‌ও যেন না করে, এবং ইহা যেন স্মরণ রাখে যে, আওরৎকে খানা দিবার ছওয়াব খয়রাত দিবার ছওয়াব হইতে জেয়াদা হইতেছে ; এবং মরদকে উচিত যেন কোন ভালখানা একেলা না খায়। যদি ভাল খানা খাইয়া থাকে, তাহার বিষয় বিবিকে না বলে ; এবং যে খানা পাকাইবার কুদরৎ না রাখে, আওরৎ দিগের সম্মুখে যেন তাহার তারিফ বয়ান না করে। যদি কোন মেহ্‌মান না থাকে, তবে আপন আওরতের সঙ্গে খানা খাইবে। কারণ হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে বাড়ীর লোক পরস্পর মিলিয়া খানা খায়, তাহাদিগের উপর আল্লাহ্‌তাআলা রহ্‌মৎ নাজেল করিয়া থাকেন, এবং ফেরেশ্‌তা তাহাদিগের গোনাহ্‌ মাফির জন্য দোওয়া করেন।" মরদকে উচিৎ, যে নোফ্‌কা আওরৎকে দিবে, তাহা হালাল কামাইদ্বারা পয়দা করিয়া দিবে। কারণ বাড়ীর লোকদিগকে হারাম মাল দ্বারা পরওয়ারেশ করা বড় খেয়ানত ও জুলুম্‌ হইতেছে। ইহা হইতে বড় জুলুম ও খেয়ানত আর নাই। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আয়ে বেরাদর, আল্লাহ্‌তাআলা কোরান মজিদ মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"হালাল পাকিজা বস্তু সকল খাও এবং নেক কাজকর।" এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "হালাল তলব করা মোছলমানদিগের উপর ফরজ হইতেছে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপন আয়েলকে হালাল মাল উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি এমন হইতেছে, যেন আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তাতে জেহাদ করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াকে হালাল্ পরহেজ্‌গারির সঙ্গে তলব করে, ঐ ব্যক্তি শহিদদিগের মর্ত্তবা পাইবে।" রওয়ায়েৎ আছে,

হজরৎ ছাদ্ (রা) হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট আরোজ করিলেন যে, আপনি আমার জন্ম দোওয়া করেন, যে আল্লাহ্ তাআলা আমার দোয়া কবুল করিয়া লইতে থাকেন; হজরৎ ফর্ম্মাইলেন, আপন খানা পাক্ ও হালাল্ কর, তোমার দোওয়া কবুল হইবে। হাদিছ শরিফ মধ্যে আছে, যাহার ভাবার্থ এই:—"আল্লাহ্তাআলার এক ফেরেশ্তা বয়তুল মকদ্দছের উপর প্রত্যেক রাত্রে নেদা করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি হারাম খাইবে, উহার ফরজ ও নফল কিছুই মক্বুল্ হইবে না।" এবং ফর্ম্মাই-য়াছেন, "যে ব্যক্তি এক কাপড় দশ দেরেম দিয়া খরিদ করিয়া লয়, এবং উহার মধ্যে এক দেরেম হারাম থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত ঐ কাপড় উহার শরীরে থাকিবে, আল্লাহ্ তাআলা উহার নামাজ কবুল করিবেন না।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, "এবাদতের দশ হিস্সা আছে, উহার মধ্যে নয় হিস্সা হালাল তলব করা হইতেছে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এর্শাদ করিয়াছেন; যে ব্যক্তি হারাম হইতে পরহেজ করে, আমাকে শরম আছে যে, উহার নিকট আমি হেছাব লই।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি হারামের মাল কামাই করিবে, যদি ছদ্কা দিবে, তবে কবুল হইবে না, এবং যদি জমা করিয়া রাখিবে, তবে উহা দোজখের দরওয়াজা পর্য্যন্ত উহার রাস্তা খরচ হইবে।" হজরৎ ছেহেল তছ্তরী (র) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে জানিতে পারে কি না পারে, নিশ্চয়ই তাহার সমস্ত শরীর আল্লাহ্ তাআলার নাফর্ম্মাণ হইয়া যায়; এবং যাহার খানা হালাল পাক হয়, তাহার সমস্ত শরীর আল্লাহ্ তাআলার এবাদৎ বন্দিগী, এবং ফর্ম্মাবরদারি করিতে রত থাকে, এবং উহাকে নেক কাজ করিবার জন্য তওফিক নছিব হয়।" এক দিন হজরৎ ফছিল্ (র) আপন বেটাকে দেখিলেন যে, এক সোনার মোহর পানি দ্বারা ধৌত করিতেছেন;

কারণ তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে উহা বিক্রয় করিবেন, এবং তিনি এই জন্য উহা ধৌত করিতেছিলেন যে, উহার উপরে যে ময়লা আছে, তাহা উঠাইয়া ফেলাইয়া দেন—যে ময়লার জন্য উহার ওজন জেয়াদা না হয়। তিনি ইহা দেখিয়া বলিলেন, আয়ে বেটা, তোমার এই কার্য্য দুই হজ্ এবং বিশ্ ওম্‌রাহ্ হইতে বেহ্‌তর হইতেছে। আগেকার জামানায় মোছলমান সকল রোজগার হারাম হইবার ভয়েতে শোনার ময়লা দূর করিয়া বিক্রয় করিতেন; এবং কোন বস্তুতে কোন আয়েব্ থাকিলে, তাহা খরিদারকে দেখাইয়া দিতেন। এ জমানায় এ প্রকার ইমানদারের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল আমাদিগের দেশে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে কতক নাদান লোক হইয়াছে, তাহারা পাটের মধ্যে পানি মিলাইয়া দাগাবাজি করত বিক্রয় করে। ইহাদিগের কি নাকেছ্ আক্কেল যে, বুঝিতে পারে না, উহাতে তাহাদিগের কেছমৎ বড় হইয়া যায় না; অধিকন্তু রোজগার হারাম হইয়া যায়; এবং তাহাতে বর্কৎ থাকে না। কোন মোছলমান ব্যক্তির এ প্রকার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। কারণ রোজি রোজগার আল্লাহ্‌তাআলার এক্তেয়ার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা আল্লাহ্‌তাআলার নাফর্ম্মানি করিলে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্যেক মোছলমান ব্যক্তি, হর্ হালতে আল্লাহ্‌তাআলার ফর্ম্মাবরদারি করিবে। দাগাবাজি করিয়া, খরিদারকে প্রতারণা করিয়া কোন বস্তু বিক্রয় করিবে না। যদি করিবে, তবে তাহার রোজগার হারাম হইবে। আয়ে ভাই মোছলমান সকল, হারাম্ হইতে পরহেজ কর, এবং হালাল ব্যবসা বানিজ্য দ্বারা নিজের, এবং পরিবারস্থ ব্যক্তি দিগের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ কর। কেজাকাল আর্ফিন মধ্যে লিখিয়াছেন, এক বুজর্গ হজরৎ এব্রাহিম এব্‌নে আধম (রা) ছাহেবকে দেখিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর লাকড়ির বোঝা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, আয়ে

ভাই, তুমি এত কষ্ট কেন করিতেছ? তোমার খেদমতের জন্য তোমার ভাই যথেষ্ট হইতেছে। হজরৎ এব্রাহিম এব্‌নে আধম (রা) বলিলেন, আরে ভাই, এ বিষয়ে তুমি আমাকে নিষেধ করিও না, কারণ আমি শুনিয়াছি, হালাল রেজেক তলব করিবার জন্য যে ব্যক্তি জিল্লতের স্থানে দাঁড়াইবে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজেব হইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্‌।

পঞ্চম আদব ইহা হইতেছে যে, আওরৎদিগকে এলেম যাহা নামাজ, তাহারাৎ, হায়েজ, নেফাছ ইত্যাদিতে কাম আইসে তাহা শিক্ষা দিবে। যদি দিনের হুকুম সকল আওরৎকে শিখাইতে কছুরি করিবে, তাহা হইলে শওহর নিজে গোনাহ্‌গার হইবে। কারণ আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"নিজেকে এবং ঘরের লোকদিগকে দোজখ হইতে বাঁচাও।" এবং ইহাও আওরৎদিগকে শিক্ষা দেওয়া বড় দরকার যে, যদি আওরৎদিগের হায়েজ, সূর্য্য ডুবিবার অগ্রে বন্ধ হইয়া যায়; তাহা হইলে তাহাদিগের আছরের নামাজ কাজা পড়িতে হইবে। আকছের আওরৎ সকল এ মছয়ালা জানে না। হায়েজ, নেফাছ্‌ ও বিবিদিগের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমি লিখিয়া দিতেছি। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্‌।

হায়েজ ঐ খুন হইতেছে, যাহা আওরতের বাচ্চাদানি হইতে, বিনা দর্‌দে নিচড়িয়া বাহির হয়। আওরৎ বালেগের এই মানি হইতেছে যে, ঐ আওরতের বয়স নয় বৎসর হইয়াছে। আর যদি নয় বৎসরের কম বয়সের মেয়ে খুন দেখে, তবে তাহা হায়েজ মধ্যে গণ্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন যদি ছয় বৎসর বয়সের মেয়ে, কিম্বা সাত বৎসরের মেয়ে খুন দেখে; তবে তাহা হায়েজ নহে, বরং বেমারি হইতেছে। এবং নয় বৎসর বয়সের মেয়ে খুন দেখিলে, উহা হায়েজ হইতেছে, এবং ঐ মেয়ে বালেগা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এবং যে খুন বাচ্চাদানি

হইতে না পড়ে, উহাও হায়েজ নহে। এবং এইরূপ যে খুন বাচ্চাদানি হইতে বেমারের জন্য বাহির হয়, উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন দরদ হয়, উহাও হায়েজ নহে; এবং হায়েজ আসিবার মুদ্দৎ ছেন আয়াছ্ তক্ মকরর করিয়াছেন; এবং ছেন আয়াছের আন্দাজা ইহা হইতেছে যে, আওরৎ যাইট বৎসর বয়সের হয়। পুনঃ যদি আওরৎ ছেন আয়াছের পরে কিছু খুন দেখে, তবে তাহা হায়েজ্ নহে। কিন্তু যখন ছিয়া রঙ্গ খুন, কিম্বা যখন খুব ছুর্খ রঙ্গ খুন দেখিবে, তাহাকেও হায়েজ জানিবে। আর যদি জর্দ, কিম্বা ছব্জা, কিম্বা মাটীর রঙ্গের খুন দেখিবে, তাহা হইলে উহা এস্তেহাজা হইতেছে। এবং হায়েজের বহুৎ কম মুদ্দৎ তিন দিন, এবং উহার রাত্র হইতেছে; এবং হায়েজের বহুৎ জেয়াদা মুদ্দৎ দশ দিন হইতেছে। যেমন নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই:—"হায়েজের বহুৎ কম মুদ্দৎ আওরতের জন্য (আওরৎ বিবাহিতা হউক কিম্বা অবিবাহিতা হউক) তিন দিন এবং তাহার রাত্র হইতেছে; এবং হায়েজের বহুত জেয়াদা মুদ্দৎ দশ দিন হইতেছে।" হায়েজ হইতে পাক্ হওয়াকে তহুর বলে; এবং তহুরের বহুৎ কম মুদ্দৎ পনর দিন হইতেছে, এবং জেয়াদা মুদ্দতের হদ্ মকরর নাই; এবং আওরৎ দুই হায়েজের মধ্যে যে সময়টা পাক থাকে, ঐ পাকিকে তহুর বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন এক বিবি রমজান মবারকের প্রথম তারিখে খুন দেখিল, এবং দশই তারিখে সে পাক হইল। এবং পুনশ্চ শওয়ালের প্রথম তারিখে খুন দেখিল; তাহা হইলে এই যে বিশ দিন দুই হায়েজের মধ্যে গত হইল, উহাকে তহুর সময় বলে।

মছয়ালা। হায়েজের মুদ্দৎ মধ্যে দুই খুনের মধ্যে যে পাকি দেখে, ঐ পাকিও হায়েজ মধ্যে দাখিল হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি,

যেমন এক বিবির আদৎ আছে যে, তাহার ছয় দিন হায়েজ থাকে, এবং ঐ বিবি দুই দিন খুন দেখিয়াছে, এবং দুই দিন পাক রহিয়াছে. তাহার পর দুই দিন পুনশ্চ খুন দেখিয়াছে ; তাহা হইলে ঐ দুই দিন, যাহা দর্ম্মিয়ানে পাক রহিয়াছে, ঐ দুই রোজও হায়েজ মধ্যে দাখেল হইতেছে ; এবং উহাকে "তহুর মৎখলল্" বলে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

মছয়ালা। হায়েজওয়ালি আওরৎ হায়েজের মুদ্দৎ মধ্যে যে রঙ্গের খুন দেখুক না কেন, (কেবল মাত্র খালেছ্ ছাফেদ্ রঙ্গ ভিন্ন) উহা হায়েজ হইতেছে। এবং হায়েজের খুনের ছয়টী রঙ্গ আছে। ছোর্খ এবং ছিয়াহ্ ; জর্দ এবং ছব্জা ; এবং তিরা রঙ্গ ; ও মাটীর রঙ্গ। তিরা রঙ্গ উহাকে বলে, যাহাতে ছাফেদি মায়েল হয় ; এবং মাটীর রঙ্গ উহাকে বলে, যে ছিহাই মায়েল হয় ; এবং মায়েল মানে ইহা হইতেছে যে, ঈষৎ মলিনত্ব দেখা যায়। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

আর হায়েজের এই হুকুম হইতেছে যে. হায়েজওয়ালি বিবি নামাজ না পড়ে, এবং রোজা না রাখে। কিন্তু যখন পাক ছাফ হইবে, তখন যত দিন রোজা রাখিতে পারে নাই, তত দিন রোজার কাজা রাখে ; এবং যে নামাজ ঐ হালতে কাজা হইয়াছে, তাহার কাজা নামাজ না পড়ে। উহার কারণ এই, যখন হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম, এবং হজরৎ হাওয়া (রা) দুনিয়াতে আসিলেন, তখন হজরৎ হাওয়া (রা) এক দিন নামাজ মধ্যে ছিলেন, এমন সময় হায়েজ দেখিলেন, এবং হজরৎ হাওয়া (রা) বেহেশ্ত মধ্যে কখনও হায়েজ দেখিয়াছিলেন না। যখন হজরৎ হাওয়া (রা) ছাহেবার নামাজ মধ্যে হায়েজ্ হইল, তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাজ আদা করিব কি না? হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম হজরৎ জিব্রাইল আলায়-হেচ্ছালাম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম

আল্লাহ্‌তাআলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হুকুম হইল, নামাজ আদা না করে! কতক দিন পরে পুনশ্চ হায়েজ আসিল, তখন হজরৎ হাওয়া (রা) হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন রোজা রাখিব কি না? হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, রোজা রাখিও না। পুনশ্চ যখন হজরৎ হাওয়া (রা) হায়েজ হইতে পাক হইলেন, তখন হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম পোঁছাইলেন যে, হজরৎ হাওয়া (রা) কে বল যে, রোজার জন্য কাজা রোজা রাখে। তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম মোনাজাত করিলেন, আর আল্লাহ্‌তাআলা নামাজের বদ্‌লা কাজা নামাজ পড়িতেতো হুকুম হয় নাই? জওয়াব আসিল যে, নামাজ পড়িতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম যে নামাজ পড়িও না; পুনঃ তাহার কাজাও না পড়ে; এবং রোজার বিষয় তুমি বলিয়াছ যে, রোজা রাখিও না, ফের তাহার কাজা রোজা রাখিবে। হায়েজ্‌ওয়ালি আওরৎ মছ্‌জেদ্ মধ্যে যাইবে না; এবং কাবা শরিফের তোয়াফ্ করিবে না, এবং ঐ আওরতের বদন হইতে যে অংশ ইজারের নীচে আছে, নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত, ফায়দা লওয়া মরদের জন্য হারাম হইতেছে; এবং বোছা লওয়া, এবং যে শরীর ইজারের উপর আছে, তাহা স্পর্শ করা হালাল হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

মছয়ালা। শওহরের জন্য আপনার আওরতের সঙ্গে হায়েজের হালতে হাম্‌বিস্তার হওয়া (স্বামি স্ত্রী ব্যবহার) হারাম হইতেছে; এবং যে ব্যক্তি ইহাকে হালাল জানে, সে কাফের হয়।

মছয়ালা। যদি কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ কিম্বা নাদানি বশতঃ হেরেছের জন্য হায়েজের হালতে আপন আওরতের সঙ্গে হাম্‌বিস্তার (স্বামি স্ত্রী ব্যবহার) হইয়া থাকে, তবে তাহার উপর ওয়াজেব্ হইতেছে যে, রাত দিন আল্লাহ্‌তাআলার নিকট মাফি তলব করে; এবং মস্তাহাব হইতেছে

যে, এক দিনার কিম্বা আধা দিনার উহার কাফ্‌ফারা জন্য ছাদ্‌কা দেয়। এবং হায়েজ্‌ওয়ালি আওরৎ কোরাণ পড়িবে না। নেফাছ ঐ খুন হইতেছে, যাহা সন্তান পয়দা হইবার পরে আইসে। ইহার কম মুদ্দতের হদ্‌ মকরর নাই, এবং উহার বহুত জেয়াদা মুদ্দতের হদ্‌ চল্লিশ দিন হইতেছে। আর যদি দুই সন্তান পয়দা হয়, এক প্রথমে এবং এক পরে—তাহা হইলে প্রথম সন্তান পয়দা হইবার পর হইতে নেফাছ্‌ হইতেছে। যদি হামেল পড়িয়া যায়, এবং উহার কোনও কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাও সন্তান বলিয়া ধর্ত্তব্য। ঐরূপ সন্তান প্রসূতি আওরৎও নেফ্‌ছা বলিয়া গণ্য। হায়েজের এবং নেফাছের একই হুকুম। যাহা হায়েজ মধ্যে নিষেধ, নেফাছ মধ্যেও তাহা নিষেধ। যে আওরতের খুন, হায়েজ ও নেফাছের বড় মুদ্দতের পরে বন্দ হইল, অর্থাৎ দশ দিন পরে হায়েজ বন্দ হইল, এবং চল্লিশ দিন পরে নেফাছ বন্দ হইল, ঐ আওরতের সঙ্গে গোছল করিবার অগ্রে হাম্‌বিস্তার হওয়া দুরস্ত আছে। যে আওরৎ দশ দিনের কম সময় মধ্যে হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে, এবং চল্লিশ দিনের কম সময়ে নেফাছ্‌ হইতে পাক হইয়াছে, ঐ আওরতের সঙ্গে গোছলের প্রথম হাম্‌বিস্তার হওয়া দুরস্ত নহে। কিন্তু যখন এই পরিমাণ সময় গুজরিয়া যাইবে যে, ঐ সময় মধ্যে গোছল করিতে পারে, এবং নামাজের তহ্‌রিমা বান্ধিতে পারে, তাহা হইলে ঐ পরিমাণ সময় গত হইলে পর, তাহার সঙ্গে হাম্‌বিস্তার হওয়া দুরস্ত আছে—যদিও ঐ আওরৎ গোছল না করিয়া থাকে। কিন্তু বেগায়ের গোছলে নামাজ পড়া দুরস্ত নহে।

যখন কোন আওরতের খুন দশ দিন হইতে কম সময়ে বন্দ হয়, অর্থাৎ তিন কিম্বা চারি, কিম্বা পাঁচ কিম্বা ছয় কিম্বা সাত, কিম্বা আট কিম্বা নয় দিনের মধ্যে, এবং উহার আদত হইতে কম হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, যেমন উহার আদত ছিল যোহরের সময়, এবং এই খুন

দুই প্রহরের সময় বন্দ হইল, তাহা হইলে এই ছুরতে নামাজের আখের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত গোছল করিতে দেরি করা ওয়াজেব হইতেছে। এই কারণ বশতঃ যে হইতে পারে, কি জানি পুনশ্চ খুন জারি হইতে পারে। কেননা উহার আদতের প্রথমে খুন মৌকুফ হইয়াছে; এবং এত দেরি না করে যে, ওয়াক্ত মকরূহ্ হইয়া যায়, বরং মস্তাহাব সময় পর্য্যন্ত দেরি করে; এবং যদি নামাজ ফোউৎ হইয়া যাইবার ভয় হয়, তাহা হইলে গোছল করিয়া নামাজ পড়িয়া লইবে। যাহাতে নামাজ ফোউৎ হইয়া যায়, এমন দেরি কদাচ করিবে না। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়াআছ্ হাবিহি ওয়া বারিক ওয়াছাল্লেম্।

মছয়ালা। যদি এক বিবি সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, এবং দশ দিন, কিম্বা জেয়াদা সময়েতে পাক হয়, তবে উহার উচিৎ যে নামাজ পড়ে, এবং রোজা রাখে, এবং চল্লিশ দিন গুজরিয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা না করে। বাজে আওরৎ সকল চল্লিশ দিনের কম সময়ে যে পাক হইয়া থাকে, এবং চল্লিশ দিন যে পর্য্যন্ত গত হইয়া না যায়, তত দিন নামাজ পড়ে না, ইহা উহাদিগের নিতান্ত ভুল হইতেছে। এ রকম কখনও করা চাই না। অর্থাৎ চল্লিশ দিনের কম সময়ে যদি নেফাছের খুন বন্দ হইয়া যায়, তবে গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে, এবং রোজা রাখিবে; চল্লিশ দিন গত হইয়া যাইবার জন্য কখনও বিলম্ব করিবে না।

মছয়ালা। যে খুন হায়েজের কম মুদ্দৎ মধ্যে—অর্থাৎ তিন দিনের কমে বন্দ হইয়াছে, কিম্বা উহার বড় মুদ্দৎ; অর্থাৎ দশ রোজ হইতে জেয়াদা হইয়াছে, কিম্বা নেফাছ্ চল্লিশ দিন হইতে জেয়াদা হইয়াছে, কিম্বা হামেলা আওরৎ খুন দেখে, এই সমস্তকে "এস্তেহেজা" বলে। যে আওরৎ এমন হইতেছে যে, তাহাকে কখনও হায়েজ্ ও নেফাছ্ হইয়াছিল না এবং যে বালগ হইয়াছে তাহা [illegible]

হুকুম :—অর্থাৎ যদি উহার খুন জেয়াদা দিন তক্ জারি থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য হায়েজ হর মাসের দশ দিন হইতেছে ; এবং যে খুন দশ দিন হইতে জেয়াদা হয়, তাহা এস্তেহেজা হইতেছে ; এবং নেফাছ্ তাহার জন্য চল্লিশ দিন হইতেছে, এবং বাকি দিন যাহা চল্লিশ দিন হইতে জেয়াদা হইয়াছে, তাহা এস্তেহেজা মধ্যে গণ্য। এস্তেহেজার এই হুকুম হইতেছে যে, যে আওরৎকে এস্তেহেজা হইবে, সে নামাজ পড়িবে, এবং রোজা রাখিবে, এবং তাহার শওহর তাহার সহিত হাম্‌বিস্তার করিবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে বিবির হায়েজ্ হইয়াছে, যদি সে বিবি হায়েজের অবস্থায় প্রত্যেক নামাজের সময় সত্তর মর্ত্তবা।

* أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ *

"আস্তাগ্ ফেরুল্লাহ্" বলে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তাআলা তাহাকে হাজার রেকাত নামাজের ছওয়াব দিবেন ; তাহার সত্তর গোনাহ্ মাফ করিবেন ; সত্তর দর্জ্জা বেহেশ্‌ত মধ্যে এনায়েৎ করিবেন ; আস্তাগ্ ফেরুল্লাহ্" শব্দের প্রত্যেক হরফের বদলা এক নুর এনায়েৎ করিবেন ; তাহার শরীরে যত চুল আছে, প্রত্যেক চুলের শোমার হজ্ ও ওম্‌রার ছওয়াব তাহার জন্য লিখিবেন, এবং যখন হায়েজ হইতে পাক হইবে, ও গোছল করিবে, ও দুই রেকাত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রেকাতে ছুরা ফাতেহার পর, তিন বার ছুরা এখলাছ পড়িবে, ঐ অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলা তাহার ছগিরা ও কবিরা সমস্ত গোনাহ্ (যাহা সে পূর্ব্বে করিয়াছে) মাফ করিবেন, এবং দ্বিতীয় হায়েজ্ পর্য্যন্ত তাহার উপর গোনাহ্ লিখিবেন না।

এতদ্ব্যতীত ঐ বিবি সত্তর শহিদের ছওয়াব পাইবে; বেহেশত মধ্যে ঐ বিবির জন্য মহল তুরন্ত করা হইবে; তাহার মাথায় যত চুল আছে প্রত্যেক চুল পিছে ঐ বিবির জন্য এক নুর এনায়েৎ হইবে, এবং যদি দ্বিতীয় হায়েজের অগ্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে শহিদরূপে মরিবে। আর হায়েজ্‌ওয়ালি আওরতের উপর মস্তাহাব হইতেছে যে, প্রত্যেক নামাজের সময় ওজু করিবে, এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ ছোব্‌হানাল্লাহ্, এই পরিমাণ সময় পর্য্যন্ত বলিবে যে, ঐ সময় মধ্যে যদি নামাজ পড়িত, তাহা হইলে তাহার নামাজ পড়া সমাধা হইয়া যাইত। ইহাতে এই উপকার হইবে যে, ঐ আওরতের নামাজ পড়িবার আদত যাইবে না। (মেফ্‌তাহুল জান্নাৎ)।

ষষ্ঠ আদব ইহা হইতেছে যে, যদি কোন মরদের দুই বিবি থাকে, তবে তাহাদিগের মধ্যে বরাবরির লেহাজ রাখিবে। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তির এক আওরতের তরফ জেয়াদা রগ্‌বৎ থাকিবে, কেয়ামতের দিন তাহার আধা শরীর টেড়্‌হা হইয়া যাইবে।" এনাম-বখ্‌শেষ, খানা-লেবাছ ইত্যাদিতে, এবং রাত্রে তাহাদিগের নিকট থাকিতে, যাহাতে কমি বেশী না হয়, তাহার লেহাজ রাখিবে। কিন্তু মহব্বৎ এবং মোবাশরৎ করিতে বরাবরির লেহাজ রাখা ওয়াজেব নহে। কারণ ইহা আপন এক্তেয়ারি নহে। যদি কাহারও দুই বিবি থাকে, তবে সতর্কতা সহকারে বরাবরির লেহাজ রাখিয়া, সতত দেলকে খোদাওন্দ করিমের তরফ্ রুজু রাখিবেন।

আয় বেরাদর, আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে, ইমানদার ব্যক্তি-দিগকে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া-আছ্‌হা-বিহি ওয়া ছাল্লামের উপর, দরূদ শরিফ পড়িবার জন্য তাকিদের সঙ্গে হুকুম করিয়াছেন; এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি

ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, হাদিছ শরিফ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন ; যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ্‌-তাআলা তাহার উপর দশবার রহ্‌মৎ নাজেল করেন ; এবং তাহার দশ গোনাহ্‌ মাফ করেন ; এবং তাহার দশ দর্জ্জা বলন্দ করেন।" তিনি ইহাও ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে মোছলমান আমার উপর দরূদ পড়ে, ফেরেশ্‌তা ঐ দরূদকে লইয়া আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে ; এবং নাম লইয়া বলিয়া থাকে যে ফালানা এই প্রকার দরূদ ভেজিতেছে।" তিনি আরও ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে দশবার, এবং সন্ধ্যাকালে দশবার আমার উপর দরূদ পড়িবে, কেয়ামতের দিন উহার জন্য আমার শফায়াৎ হইবে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি জুম্মার দিনে এক শত বার আমার উপর দরূদ পড়িবে, তাহার আশি বৎসরের গোনাহ্‌ মাফ হইবে।" এবং হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"যে ব্যক্তি জুম্মার দিনেতে এক হাজার বার দরূদ পড়ে, ঐ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপন স্থান বেহেশ্‌ত মধ্যে না দেখিবে, দুনিয়া হইতে যাইবে না।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পড়িয়া থাকে, উহার জন্য বেহেশ্‌ত মধ্যে বহু সংখ্যক হুর পাওয়া যাইবে।" পূর্ব্ব জমানার বুজুর্গানেদিন দিগের আদত ছিল, কশ্‌রতের সঙ্গে তাঁহারা দরূদ শরিফ পড়িতেন ; এবং এই জন্য তাঁহারা হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম নিকট, নিতান্ত পেয়ারা হইতেন। যিনি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট পেয়ারা হইতেন, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার পেয়ারা ওলি হইয়া যাইতেন। কারণ যিনি মক্‌বুল্‌ রছুল হইতেছেন, তিনি আল্লাহ্‌তালার মক্‌বুল্‌ বান্দা হইতেছেন। এবং যিনি

আল্লাহ্‌তালার মক্‌বুল বান্দা হইতেছেন, তিনি মক্‌বুল্‌ রছুল হইতেছেন। আয়ে বেরাদর, আপন পেয়ারা উম্মতের উপর হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামের কি পরিমাণ শাফাকাৎ থাকে, তাহা দেখ। হজরৎ এহ্‌ইয়া মাজ (র) এক আরেফ কামেল, তরিকতের বড় বুজুর্গ পীর ছিলেন। তিনি জমানার এমাম, এবং বড় ছখি ছিলেন। হাজি, গাজি, ফকির, ছুফি, এবং আলেম দিগের উপর খরচ করিয়া, এক সময়ে তিনি এক লাখ দেরেমের করজদার হইয়াছিলেন। করজ দেনেওয়ালা টাকার জন্য তাকাদা করিতেছিল, তজ্জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন। অতঃপর একদা জুম্মার রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, হজরৎ নবি-করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বলিতেছেন, "আয়ে এহ্‌ইয়া (র) দুঃখীত হইও না। কারণ তোমার দুঃখ আমাকে দুঃখিত করিয়া থাকে। তুমি উঠ, এবং খোরাছানের দিকে যাও। তুমি যে এক লাখ দেরেম ফকিরদিগকে দিয়াছ, তাহার বদ্‌লা তিন লাখ দেরেম এক ব্যক্তি তোমার জন্য রাখিয়া দিয়াছে, যেন তোমার আন্দেশা দুর হয়, এবং করজ আদা হয়।" এহ্‌ইয়া (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ঐ ব্যক্তি কে? এবং তিনি কোথায় আছেন?" ফর্ম্মাইলেন, "তুমি শহর-বশহর ওয়াজ করিতে করিতে যাও, কারণ তোমার ওয়াজ মানুষের দেলের জন্য শাফা হইতেছে। আমি যেমন তোমার নিকট আসিয়াছি, এইরূপ ঐ ব্যক্তির নিকটও যাইব।" এই স্বপ্ন দেখার পর, জনাব হজরৎ এহ্‌ইয়া (র) প্রথমে নেশাপুর আসিলেন। লোক সকল আগ্রহ সহকারে মেম্বার খাড়া করিয়া দিল। তিনি মেম্বারের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন:—"আয়ে নেশাপুরের লোক সকল, আমি এই স্থানে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া

আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামের এশারা অনুযায়ী আসিয়াছি, যে এক ব্যক্তি আমার করজ আদা করিয়া দিবে, এবং আমি এক লাখ দেরেম চান্দির করজ্‌দার আছি, তোমরা জান যে, আমি কি খুবি ও রৌনকের সঙ্গে ওয়াজ করিতাম, কিন্তু এখন এই করজ আমার ওয়াজের জন্য পর্দা স্বরূপ হইয়াছে।” হাজেরীন লোক সকলের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, আমি পঞ্চাশ হাজার দেরেম দিব। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি চল্লিশ হাজার দেরেম দিব। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি দশ হাজার দেরেম দিব। হজরৎ এহ্‌ইয়া (র) শুনিয়া বলিলেন, আমি হরগেজ ইহা লইব না। কারণ হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া-আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম এর্শাদ করিয়াছেন, যে এক ব্যক্তি আমার করজ আদা করিয়া দিবে। তাহার পর তিনি ওয়াজ শুরু করিলেন। ওয়াজ সমাধা হইলে ঐ মজলেছে সাত ব্যক্তির মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছিল। হজরৎ এহ্‌ইয়া (র) তথা হইতে বল্‌খ্‌ ও মারাজ শহর হইয়া, ওয়াজ করিতে করিতে হর্‌রি শহরে পৌঁছিলেন, এবং তথায় ওয়াজের মজ্‌লেছে করজের বিষয় এবং জুনাব নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের এর্শাদ বয়ান করিলেন। হর্‌রি শহরের আমিরের ছাহেবজাদী ঐ ওয়াজ মজ্‌লেছে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, “আয়ে এমাম ছাহেব, আপনি করজের আন্দেশা দেল হইতে দূর করুন্‌। যে রাত্রে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আপনার নিকট স্বপ্নে গিয়াছিলেন, ঐ রাত্রে তিনি আমার নিকট ও আইসেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, “ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌-হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমি তাঁহার নিকট যাই?” হজরৎ ফর্ম্মাইলেন, “না তুমি যাইও না, তিনি খোদ্‌ তোমার নিকট আসিবেন।” সেই

হইতে আমি হুজুরের জন্য এস্তেজার করিতেছি। আমি তিন লাখ দেরেম চান্দি হুজুরকে খএরাৎ করিলাম, মেহেরবানী করিয়া কবুল করিয়া এ বান্দিকে সরফরাজ করুন। কিন্তু আমি এক আর্জ রাখি, তাহা এই :—হুজুর মেহেরবানী করিয়া, আর চারি দিন এখানে ওয়াজ বয়ান করুন।" তৎপর হজরৎ এহ্ইয়া (র) চারি দিন ওয়াজ বয়ান করিলেন। প্রথম দিন হজরতের ওয়াজ মজলেছ্ হইতে দশ ব্যক্তির জানাজা উঠান্ হইল; দ্বিতীয় দিন পঁচিশ ব্যক্তির জানাজা উঠান হইল; তৃতীয় দিন চল্লিশ ব্যক্তির জানাজা বাহির হইল; চতুর্থ দিন সত্তর ব্যক্তির জানাজা বাহির হইল। পঞ্চম দিবস তিনি হর্রি শহর হইতে রওয়ানা হইলেন। হর্রি শহরের আমিরের ছাহেবজাদী, সাত উটের উপর চান্দি বোঝাই করিয়া হজরতের সঙ্গে দিয়াছিলেন। আয়ে বেরাদর, পূর্ব্ব জামানার আলেম দিগের শরাফৎ দেখ। তিন ব্যক্তি এক লাখ দেরেম দিতে সম্মত হইয়াছেন, গ্রহণ করেন নাই। এ জমানায় কি ঐরূপ আলেম নাই? আছে—অতি কম। সে জামানার মুমিন দিগের দেলের ছেফৎকে দেখ, কি প্রকার মহব্বৎ এলাহিতে পরিপূর্ণ ছিল, যে ওয়াজ শুনিয়া মহব্বৎ এলাহিতে, খোয়াফ্ এলাহিতে, তাঁহাদিগের জান কবজ হইয়া গিয়াছে। সে জামানার দৌলৎমন্দ লোক দিগের ছখী দেল্‌কে দেখ, বুজুর্গানদিগের অভাব মোচন করিতে, তাহাদিগের হাত কেমন কোশাদাহ্ ছিল। সে জামানার বিবিদিগের নেকবথ্‌তীকে দেখ, কত কোশেশ ও মহব্বতের সঙ্গে আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ বন্দিগী করিয়া, ও কশরতের সঙ্গে দরূদ শরিফ পড়িয়া, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের পেয়ারা হইয়াছিলেন। আর সকলের উপর, আয় আমার ভাই, দেখ হজরৎ এহ্ইয়া (র) প্রতি হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া

আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের শাফাকাৎকে দেখ, তাঁহার মেহেরবানীকে দেখ। যিনি দুনিয়াতে উম্মৎ প্রতি এই প্রকার এহ্‌ছান্‌ ও মেহেরবানী করিতেছেন, ময়দান কেয়ামতে গোনাহ্‌গার উম্মতকে দোজখ হইতে বাঁচাই-বার জন্য, তিনি কি পরিমাণ কোশেশ করিবেন ? আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি, নাদান গোনাহ্‌গার উম্মৎ তাহা বুঝিবার লেয়াকৎ রাখে না। আয় আমার দোস্ত, অগ্রসর হও, সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ জেয়ারৎ জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদোর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম হাছেল করিতে যত্নবান্‌ হও, এবং তাঁহার মহব্বৎ লাভের জন্য আপন জান ও মাল নেছার কর, যে তোমার ওকৃবা খায়ের হয়। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের জেয়ারৎ নছিব হইতে পারে, এমন এক তদ্বির আমি মোতাবর কেতাব হইতে এই স্থানে লিখিয়া দিতেছি ; তাহা এই :—দরূদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

জুম্মা রাত্রে, দুই রাকাৎ নফল নামাজ, প্রত্যেক রাকাতে বাদ ছুরা ফাতেহা, এগার মর্ত্তবা আয়তল্‌ কুর্ছি, এবং এগার মর্ত্তবা ছুরা এখ্‌লাছ পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। তাহার পর এই দরূদ শরিফ এক হাজার মর্ত্তবা পড়িবে। ওজুর সহিত, পাক বিছানাতে আতর খোশবু ইত্যাদি লাগাইয়া, ডাহিন করোটে শুইয়া থাকিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ জেয়ারৎ নছিব হইবে। অনেক মুমিন বান্দা ইহা আমল করিয়া, জেয়ারৎ জনাব রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম হাছেল করিয়াছেন। যদি প্রথম রাত্রে জেয়ারৎ নছিব না হয়, তবে তিন রাত্র পর্য্যন্ত পড়িবে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন হজরৎ নবি করিম

ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যাহার ভাবার্থ এই :—"দরুদ পড় আমার উপর রৌশন রাত্রে, এবং রৌশন দিনেতে, অর্থাৎ জুম্মা রাত্রে এবং জুম্মা দিনেতে। আয়ে বেরাদর, জুম্মা দিন অতি মোবারক দিন হইতেছে। এই দিনেতে হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায় হেচ্ছালাম পয়দা হইয়াছিলেন। এই দিনে তিনি বেহেস্ত মধ্যে দাখেল হইয়াছিলেন। এই দিনে তিনি দুনিয়ায় আইসেন। এই দিনে তাঁহার তৌবা কবুল হয়। এই দিনে তিনি এন্তেকাল করেন। এই দিনে কেয়ামৎ কায়েম হইবে। এই দিন বেহেশ্ত মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার দিদার নছিব হইবে। সুতরাং এই দিনেতে নিতান্ত কম পক্ষে, এক হাজার দরুদ পড়িবে। দুনিয়া পরস্ত লোকদিগকে দেখ নাই, কেমন দিবা রাত্র দৌলত দুনিয়া জমা করিতে পরিশ্রম করিতেছে ; তবে আখেরাৎ ওয়ালাদি-গের কি হইয়াছে, যে দৌলৎ ওক্বা জমা করিতে কাহিলি করে? এবং যে সময়ে নাম মোবারক হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম জবানে বলিবে, কিম্বা কাণে শুনিবে, ঐ সময়ে দরুদ শরিফ পড়িবে। যেহেতু জনাব রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—"বখীল ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যাহার নিকট আমার নাম লওয়া যায় ; এবং সে দরুদ শরিফ পড়ে না।" আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

পূর্ব্ব জামানার ছালেক লোকদিগের আদত ছিল, এশা নামাজ বাদ তাঁহারা অধিক পরিমাণে দরুদ শরিফ পড়িতেন ; এবং এই আমলের জন্য বড় বড় বুজুর্গ মর্ত্তবা লাভ করিয়াছেন। শেখ হজরৎ এব্নে হাজর মক্কি (র) লিখিয়াছেন ; এক ছালেক ব্যক্তি, প্রত্যেক রাত্রে শয়ন করিবার সময়, আপন মকররি দরুদ শরিফ পড়িয়া শয়ন করিতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, জনাব রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি

ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, তশ্‌রিফ্‌ আনিয়াছেন। তাঁহার আগমনে সমস্ত ঘর রৌশন হইয়া গিয়াছে। হজরৎ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম) তাঁহাকে বলিলেন, ঐ মুখ আমার নজদিক লইয়া আইস, যে মুখে আমার উপর বহুৎ দরুদ পড়িয়া থাকে, যে আমি তাহাতে বোছা দেই। আহা, ছিনা চাক্‌ হইয়া যাইবার মোকাম হইতেছে; হজরৎ নবিকরিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামের এহছান্‌ ও মহব্বৎকে দেখ। আয়ে বেরাদর, এই সমস্ত দৌলৎ হাছেল করিবার জন্য, তুমি কোন আখেরাতের ছওদাগরের নিকট যাও, তরিকতের পির মুর্শিদের নিকট যাও। দুনিয়ার ছওদাগর যেমন অহরহ দৌলৎ দুনিয়া জমা করিতে মশ্‌গুল আছে; তুমি তাঁহাকে সতত আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌, করিতে দেখিবে। আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌, করিয়া নিজে পরশ পাথর সদৃশ হইয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট যাও, তোমাকে সোণা খালেছ করিয়া দিবেন। দুনিয়ার ছওদাগরের আল্‌মারিতে যেমন তবকে তবকে মাল সজ্জিত দেখিতে পাও; তাঁহার কলবে সেইরূপ, তবকে তবকে দৌলৎ ওক্‌বা তছাওফের দায়রা গুলির কৈফিয়াৎ সজ্জিত রহিয়াছে। তোমার কলব্‌কে তাঁহার নজদিক পেশ্‌ কর, তিনি যে রঙ্গে মর্জ্জি করিবেন, বফজ্‌লে তাআলা তোমার কলবকে রঞ্জিত করিয়া দিবেন। এক সময়ে হজরৎ আবু ছয়িদ (র) হজরৎ আবুল হোছেন খার্কানি (র) ছাহেবের নজদিক গিয়াছিলেন। কতক দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, দেশে ফিরিয়া আইসেন। তিনি আপন দোস্তদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি এক মাটীর পোক্তা ইট ছিলাম, এখন খার্কান শহর হইতে বেবাহা মতি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আয় বেরাদর, আখেরাতের ছওদাগর, তরিকতের পির বুজুর্গ হইতেছেন। যদি তুমি তাঁহার নিকট যাও, ইন্‌শা আল্লাহ্‌, তুমি বেবাহা মতি হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই? এবং তুমি তাঁহাকে সতত আপন মাতা হইতে

শফিক, পিতা হইতে মেহেরবান, এবং মাদারজাদ ভাই হইতে রফিক পাইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

সপ্তম আদব ইহা হইতেছে যে, যদি বিবি শওহরের ফর্ম্মাবরদারী না করে; এবং ফর্ম্মাবরদারি করিবার ক্ষমতা বিবি না রাখে, তবে শওহর তাহাকে নরম জবানে মেহেরবানীর সঙ্গে আপন ফর্ম্মাবরদারী করাইবে। যদি ফর্ম্মা-বরদারী না করে, তবে শওহর তাহার উপর গোস্বা করিবে; এবং শুইবার সময় তাহার তরফ পীঠ দিয়া শয়ন করিবে। যদি এ রকম করিলেও ফর্ম্মাবরদার না হয়, তবে তিন রাত্র বিবি হইতে পৃথক্ হইয়া শয়ন করিবে। যদি তিন রাত্র পৃথক্ হইয়া শয়ন করিলেও ফর্ম্মাবরদারী একেবারে না করে, তবে তাহাকে মারিবে। কিন্তু মুখের উপর মারিবে না; এবং এমন জোর করিয়া মারিবে না, যাহাতে বিবি জখ্মি হইয়া যাইতে পারে। যদি নামাজ কিম্বা দিন এছলামের অন্য কোন কার্য্যে কছুরি করে, তাহা হইলে এক মাস তক বিবির উপর খাফা থাকিবে; কারণ হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম এক মাস তক্ বিবি ছাহেবান দিগের উপর খাফা রহিয়াছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বিবি হইতে পৃথক্ হইয়া শয়ন করিবে না; কারণ বিবির সঙ্গে শয়ন করা ও ছুন্নৎ হইতেছে। আয়ে বেরাদর, বিবি সহ খোশ্ গুজরান করিবে—ঝগড়াকলহ করিবে না। গোস্বার সময়ে ফাহেশা কালাম দ্বারা কখনও তাহাকে গালাগালি দিবে না। জবানের উত্তম রূপ নেগাহ্ রাখিবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

হজরৎ মাআজ (রা), হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আমল আফ্জাল হইতেছে? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম জবান মোবারক মুখের বাহির

করিলেন, এবং উহার উপর অঙ্গুলী রাখিলেন, অর্থাৎ এশারা করিয়া এই ফর্মাইলেন যে, খামোশী আফ্জাল হইতেছে। এবং জনাব নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন যে, মানুষের আক্ছের খাতা সকল তাহার জবান মধ্যে আছে। এবং ফর্মাইয়াছেন, যে এবাদত সকল হইতে জেয়াদা আছান হইতেছে, উহা আমি তোমাদিগকে বাতাইয়া দিতেছি, উহা জবানকে খামোশ রাখা, এবং নেক খাছলৎ হইতেছে। এবং ফর্মাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা এবং রোজ কেয়ামতের উপর ইমান রাখে, উহাকে বলিয়া দেও যে, নেক কথা ভিন্ন কিছু না বলে, কিম্বা খামোশ থাকে। এবং ফর্মাইয়াছেন, যে ব্যক্তি বহুৎ কথা বলে, উহার কালাম মধ্যে আক্ছের খাতা এবং গল্‌তি হয়। এবং যাহার কালামে আক্ছের খাতা এবং গল্‌তি হয়, ঐ ব্যক্তি বড় গোনাহ্-গার হয়। এবং যে ব্যক্তি বড় গোনাহগার হয়, তাহার জন্য আতশ দোজখ সর্ব্ব অপেক্ষা উপযুক্ত হইতেছে। এই কারণ বশতঃ আমিরল মুমিনিন্ হজরৎ আবুবকর ছিদ্দিক (রা) মুখের মধ্যে পাথর রাখিতেন, যে তজ্জন্য কথা বলিতে না পারেন। আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখ যে, জবানের বহুৎ আফৎ আছে। যেহেতু জবান দ্বারা হামেশা বেহুদা কালাম বাহির হয়। উহা বলা অতি সহজ, কিন্তু নেক ও বদ্ মধ্যে তমিজ করা বড়ই কঠিন; এবং খামোশ থাকিলে উহার গোনাহ্ হইতে লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং তুমি সাবধান সহকারে জবানের নেগাহ্ রাখিবে। উহা দ্বারা বেহুদা কালাম করিবে না। এবং সতত জবান দ্বারা জিকির এলাহি করিতে মশ্‌গুল থাকিবে। এবং স্মরণ রাখিবে যে, মানুষের জেন্দেগানী নিতান্ত কম হইতেছে। এবং আমাদিগের সেই কম জেন্দে-গানীর জেয়াদা অংশ চলিয়া গিয়াছে। কি পরিমাণ বয়ঃক্রম অবশিষ্ট আছে, কেহই অবগত নহে। মৃত্যু সম্মুখে দরপেশ আছে। সুতরাং জবান দ্বারা

সতত জিকির এলাহি করিয়া, আপন নামা আমলে অসংখ্য ২ খাজানা জমা করিয়া লও, যে রোজ কেয়ামতে তোমার নাজাতের ওছিলা হয়। এবং হরগেজ হরগেজ কখনও জবান দ্বারা ফাহাশা কালাম বলিবে না। যেহেতু হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি ফাহাশা কালাম বকে, উহার উপর বেহেশ্ত হারাম হইতেছে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যে, দোজখ মধ্যে কতক লোক হইবে, যে উহাদিগের মুখ হইতে নাজাছৎ বহিতে থাকিবে, এবং উহার বদ্বুর জন্য সমস্ত দোজখী ফরিয়াদ করিবে, এবং জিজ্ঞাসা করিবে যে, ইহারা কোন্ লোক হইতেছে? তখন বলিবে যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক হইতেছে, যাহারা বুরা কথা, এবং ফাহাশা কালামকে দোস্ত রাখিত এবং বকিত। আয়ে বেরাদর, যদি কখনও তোমার বিবি, তাহার আচার ব্যবহারে তোমাকে ইজা দেয়, কিম্বা কোন জাহেল ব্যক্তি বৃথা ফজিহৎ করে, তবে তুমি পূর্ব্ব জামানার বুজুর্গান দিগের ন্যায়, আপন বুজুর্গী রাখিয়া গোশ্বাকে বর্দাস্ত করিবে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি গোশ্বাকে বর্দাস্ত করে ঐ হালতে যে, সে ব্যক্তি ঐ গোশ্বাকে জারি করিতে কুদরৎ রাখে, তাহাকে আল্লাহ্তাআলা দিন কেয়ামতে খালায়েকের সম্মুখে ডাকিবেন যে, উহাকে মোখ্তার করিয়া দেন, পছন্দ করিয়া লইতে, যে হুরকে লইতে ইচ্ছা করে। এই স্থানে কএকটী বুজুর্গ ছাহেব কামেলের আহ্ওয়াল আমি বয়ান করিতেছি। মোছলমান ভাইদিগের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার করিবে। এক ব্যক্তি হজরৎ ছোলায়মান (রা) ছাহেবকে গালি দিয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কেয়ামতের দিন আমার গোনাহর পাল্লা ভারী হয়,

যদি গোনাহের পাল্লা হাল্কা হয়, তবে তোমার গালাগালিতে আমার কি ভয় আছে ? হজরৎ রবেএ এব্নে খশিম (র) ছাহেবকে কোন ব্যক্তি গালি দিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন, আমার এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে এক ঘাটি আছে, আমি তাহা পার হইতে মশ্‌গুল আছি। যদি পার হইয়া বেহেশ্‌ত মধ্যে যাইতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কোন ভয় নাই। আর যদি পার হইয়া বেহেশ্‌ত মধ্যে যাইতে না পারি, তবে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার পক্ষে বহুতই কম বলিতেছ। হজরৎ মালেক দেনার (র) ছাহেবকে এক আওরৎ রেয়াকার বলিয়া গালি দিয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি বলেন, আয়ে নেকবখ্‌ত, তুমি ভিন্ন আমাকে কেহ এই শহরে চিনিতে পারে নাই। হজরৎ শবি (র) ছাহেবকে এক ব্যক্তি কোন বুরা কথা বলিয়াছিল, তাহার উত্তরে তিনি বলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, যদি তাহা সত্য হয়, তবে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে মাফ করেন। আর যদি তাহা মিথ্যা হয়, তবে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে মাফ করেন। যদি তুমি ভুল চুক বশতঃ কাহারও সহিত ঝগড়া কর, তবে উহার কাফ্‌ফারা জন্য দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। হজরৎ রছুল মক্‌বুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যদি কাহারও সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর, তবে দুই রাকাৎ নামাজ উহার কাফ্‌ফারা হইতেছে। এবং ইহা ছুন্নৎ হইতেছে যে, মনুষ্য গোশার সময়ে যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তবে বসিয়া যাইবে, এবং যদি বসিয়া থাকে, তবে শুইয়া যাইবে, যদি ইহাতে গোশা নিবারণ না হয়, তবে শীতল পানি দ্বারা ওজু করিবে। যেহেতু হজরৎ রছুল মক্‌বুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, গোশা আগুণ হইতে হইতেছে, পানি দ্বারা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এবং এক রেওয়ায়েৎ মধ্যে আছে যে, ছিজ্‌দা করিবে, এবং মুখ মাটীর উপর রাখিবে, যেন মালুম হইয়া যায় যে আমি মাটি হইতে

পয়দা হইয়াছি, এবং বান্দা হইতেছি, এবং আমার গোশা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যদি কোন জালেম অনর্থক জুলুম করে, কিম্বা দিন এছলামের কোন প্রকার ক্ষতি করে, তবে তাহাতে এই প্রকার ছবর এক্তেয়ার করা লাজেম নহে। দানেশমন্দ মুমিনের ন্যায় মেহেরবানীর স্থানে মেহেরবানী, ছবরের স্থানে ছবর, এবং গজবের স্থানে গজব করিবে। হজরৎ ছেফায়েন ছুরি (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জালেমের জন্ত কলম বানাইয়া দেয়, কিম্বা তাহার দওয়াত মধ্যে লিখিবার জন্ত কালি দেয়, কিম্বা তাহার হাতে লিখিবার জন্ত কাগজ দেয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি জালেম-দিগের জুলুম মধ্যে শরিক হইবে। এবং উনাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে, যদি জালেম বিয়াবন মধ্যে পেয়াছা হয়, এবং পিপাসার জন্য যদি মরিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে তাহাকে পানি দিব কি না? তাহার উত্তরে ফর্ম্মাইলেন যে, না, পানি দিও না। পুনশ্চ উনাকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি উহাকে পানি না দেওয়া হয়, তবে তো সে মরিয়াই যাইবে। তাহার উত্তরে তিনি বলেন, উহাকে মরিয়া যাইতে দেও। (তফছির কাদেরিয়া ছুরা হুদ—দসম রুকু দেখ)। কোন মোছলমান ব্যক্তি জালেম, এবং তাহাদিগের মদদগারদিগের সহিত দোস্তি মহব্বৎ করিবে না। যদি এমন ব্যক্তি পিতা কিম্বা ভাই হয়, তবুও তাহাকে রফিক জানিবে না।

আয় বেরাদর, তুমি কদাচ কাহারও গীবৎ করিও না ; এবং স্মরণ রাখ যে, গীবৎ করা হারাম হইতেছে। হজরৎ আবুহোরায়রা (রা) রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন যে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম লোকদিগকে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—তোমরা কি জান, কাহাকে গীবৎ বলে? লোক সকল আরোজ করিল, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌তালার রছুল্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া ছাল্লাম জেয়াদা ওয়াকেফ আছেন। ফর্ম্মাইলেন যাহার

ভাবার্থ ইহা হইতেছে যে ঃ—এক মোছলমান অন্য মোছলমানের আয়েবের জিকির করে, এবং ঐ কথা এমন হয় যে, যদি ঐ ব্যক্তি—যাহার বিষয় বয়ান করিয়াছে সে শুনিলে নাখোশ হয়, তবে ইহা গিবৎ হইবে। লোক সকল জিজ্ঞাসা করিল, যদি ঐ আয়েব তাহার জাত মধ্যে থাকে, তাহা হইলেও কি গীবৎ হয়? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, অবশ্য ইহাকেই গীবৎ বলে যে, ঐ আয়েব উহার মধ্যে আছে, এবং যদি ঐ আয়েব উহার মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার উপর জুলুম করিলে, ইহা দ্বিতীয় গোনাহ্‌ হইল। এবং ফর্ম্মাইলেন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছালাম, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—যে ব্যক্তি কাহারও গীবৎ করিবে, ঐ ব্যক্তি আমার শাফায়াৎ হইতে মহরুম হইবে। এবং গীবৎ করনেওয়ালার নেকি সকল যাহার গীবৎ করিয়াছে, তাহার নামা আমল মধ্যে লেখা যাইয়া থাকে। কেয়ামতের দিন উহার ডাহিন হাতেতে ঐ নামা দেওয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি দেখিয়া তাজ্জব করিবে যে, আমি তো এই সমস্ত নেকি করি নাই, কেমন করিয়া আমার নামা আমলে লেখা গেল। ফেরেশ্‌তা বলিবেন, যে সমস্ত লোক দুনিয়াতে তোমার আয়েব জাহের করিয়াছিল, আল্লাহ্‌তাআলা উহাদিগের নেকি সকল লইয়া তোমার আমল্‌নামা মধ্যে লেখাইয়া দিয়াছেন। বিনা রোজগারে এই দৌলৎ তোমাকে মিলিয়াছে। উহা যে গীবৎ করিয়াছে ঐ ব্যক্তি হইতে ছিনা গিয়াছে। হজরৎ রছুল মক্‌বুল ছাল্লাল্লাহ্‌ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই ঃ—চোগোলখোর বেহেশ্‌তে মধ্যে যাইবে না। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে খবর দেই যে, তোমাদিগের মধ্যে সকল হইতে বদ্‌ লোক কোন্‌ ব্যক্তি হইতেছে?, ঐ সকল লোক বদ্‌তর হইতেছে, যাহারা চোগোল্‌খোরি করে,

এবং মিথ্যা কথা সকল মিলাইয়া বলে, এবং লোকদিগকে বর্হম্ অর্থাৎ নারাজ করিয়া দেয়। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন যে, চোগোলখোর হালালজাদা নহে। প্রত্যেক মোছলমান ব্যক্তিকে লাজেম হইতেছে যে, গীবৎ চোগোল্খোরি হইতে পরহেজ করে। এবং যে ব্যক্তিকে চোগোল্খোরি করিতে দেখিবে, নিশ্চয় জানিবে ঐ ব্যক্তি হারামজাদা হইতেছে।

অষ্টম আদব ইহা হইতেছে যে, ছোহ্বৎ করিবার সময়, কেব্লা রোথ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, এবং প্রথমতঃ কথা বার্ত্তা, খেলা, পেয়ার, বোছা ইত্যাদি দ্বারা বিবিকে সন্তুষ্ট করিবে; এবং নিয়ত করিবে যে, আমি আমার দিনের দুরস্তি জন্য, এবং নেক আওলাদ জন্য, যে আমার বাদ্ আল্লাহ্তাআলার এবাদৎ বন্দেগী করিবে, এবং উম্মৎ জোনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম বাড়িবে এই জন্য, এবং বিবির দেলখোশ্ করিবার জন্য মিলিতেছি। যখন শুরূ করিবে তখন বলিবে,

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

"বিছমিল্লাহিল্ আলিয়েল্ আজিমে আল্লাহু আক্বার্ আল্লাহু আক্বার। আর যদি ছুরা এখ্লাছ পড়িয়া লইবে, তাহা হইলে বেহ্তর হইবে। এবং মনি পড়িবার সময় এই ধেয়ান করিবে যে, সমস্ত তারিফ আল্লাহ্তাআলার জন্য, যিনি বেকদর পানি হইতে মনুষ্যকে পয়দা করিয়াছেন; এবং তাহাকে নছব্ওয়ালা এবং শ্বশুরাল্ওয়ালা করিয়া দিয়াছেন। আরো ধেয়ান করিবে যে, এখন যে বেকদর মনি, আমার শরীর হইতে পড়িল, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমিও এই প্রকার বেকদর পানি আমার পিতা মাতার শরীরে ছিলাম; এবং সেই বেকদর পানি হইতে, আল্লাহ্তালা আমাকে এমন হোছেন জামাল এনায়েৎ

করিয়াছেন। আরো খেয়াল করিবে যে, ফের কয়েক দিন পরে আমি মরিয়া যাইব, আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে কাফন পরাইয়া কবরে রাখিয়া আসিবে। কবরে কেহ আমার সঙ্গে যাইবে না। বিবি সঙ্গে যাইবে না, বেটা বেটী কবরে কেহ সঙ্গে যাইবে না। কেবল নেকি ও বদি দুইটী বস্তু আমার সঙ্গে যাইবে মাত্র।

আয় বেরাদর, তখন তুমি কবরের তোষা তৈয়ার করিবার জন্য উঠিবে। গোছল করিবে, ওজু করিবে, পাকিজা লেবাছ পরিবে, তাহাতে আতর গোলাপ লাগাইয়া, জায়নামাজের উপর যাইয়া দাঁড়াইবে, এবং এই সমস্ত বিষয় খেয়াল করিয়া করিয়া, তুমি তাহাজ্জাদ নামাজ পড়িবে, এবং কান্দিয়া কান্দিয়া তুমি আপন খোদাওন্দ করিমকে ছিজদা করিবে। দুনিয়াতে তিনি ভিন্ন তোমার কেহ মদদ্গার নাই, কবরে তিনি ভিন্ন তোমার কেহ মদদ্গার থাকিবেন না। ময়দান কেয়ামতেও তিনি ভিন্ন তোমার উপর রহম্ কর্ণেওয়ালা কেহ থাকি-বেন না। এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়া তুমি তাহাজ্জাদ নামাজ অন্তে জিকির এলাহি মধ্যে গরক হইয়া যাইবে। আর যদি তুমি তরিকতের ফর্জন্দ হও, তবে তুমি এমন সময় আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের ফয়েজে বসিয়া মোরাকাবা করিবে, এবং স্মরণ রাখিবে যে, আওলিয়ায়ে বুজুর্গ হজরৎ এহ্ইয়া (র) বলিয়াছেন, এক রাই পরিমাণ মহব্বৎ আমার নজদিক সত্তর বৎসর বেমহব্বৎ এবাদত হইতে ভাল। আয় বেরাদর এমন সময়, যে সময়ে দুনিয়াদার লোক সকল তাহাদিগের সমস্ত দিনের হয়রানী পেরেশানী দূর করিবার জন্য গাফ্লৎ বশতঃ আপন আপন প্রিয় বস্তু লইয়া নিদ্রিত থাকে, এমন সময় তুমি তোমার মেহেরবান খোদাওন্দ করিম্কে ইয়াদ করিবে; এবং আজিজির সঙ্গে মহব্বৎ ও মারফতের ছওয়াল করিবে, এমন সময়ে ইনশা

আল্লাহ্ তোমার দোওয়া মকবুল হইতে পারে। মেজাকাল আর্ফিন্ মধ্যে লিখিত আছে, যাহার ভাবার্থ এই :—আল্লাহ্ তাআলা কোন ছিদ্দিক্‌কে ওহি পাঠাইয়াছিলেন যে, আমার বান্দাদিগের মধ্যে আমার কতক খাছ বান্দা এমন আছে যে, উহারা আমার সঙ্গে মহব্বৎ রাখে, এবং আমি উহাদিগের সঙ্গে মহব্বৎ রাখি; এবং উহারা আমার মস্তাক হইতেছে, এবং আমি উহাদিগের মস্তাক হইতেছি, এবং উহারা আমাকে ইয়াদ করিয়া থাকে, এবং আমি উহাদিগকে ইয়াদ করিয়া থাকি, এবং উহারা আমার তরফ দেখিয়া থাকে, এবং আমিও উহাদের তরফ দেখিয়া থাকি। যদি তুমি উহাদিগের তরিকা মত চলিবে, তবে আমি তোমাকে মহব্বৎ করিব, আর যদি তুমি উহাদিগের তরিকা হইতে ফিরিবে, তাহা হইলে আমি তোমার উপর নেহায়েৎ দর্জার গোশ্বা হইব। ঐ ছিদ্দিক আরোজ করিলেন যে, এলাহি, ঐ সমস্ত বান্দাদিগের নেশানা কি ? হুকুম হইল যে, তাহারা দিনের বেলায় ছায়ার প্রতি এমন নেগাহ্ রাখে, যেমন মেহেরবান বক্রি রক্ষক তাহার বক্রি সকলের উপর নেগাহ্ রাখিয়া থাকে, এবং সূর্য্য ডুবিবার জন্য এমন মস্তাক হইয়া থাকে, যেমন পরেন্দা জানোয়ার সন্ধ্যার সময় তাহার আপন বাসার জন্য মস্তাক হয়। পছ, যখন রাত্রি অধিক হয়, এবং পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, এবং প্রত্যেক দোস্ত আপন দোস্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকে, ঐ সময়ে আমার ঐ সমস্ত বান্দা, আমার জন্য কেয়াম করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের চেহ্রাকে আমার ছাম্‌নে জমিনের উপর রাখে, এবং আমার কালাম দ্বারা আমার নিকট মোনাজাত করিয়া থাকে, এবং আমার এনামের জন্য আমার নিকট খোশামোদ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে কেহ চিথ্ মারিয়া থাকে, কেহ কাঁদিয়া থাকে; কেহ আহ্ আহ্ করিতে থাকে; কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে; কেহ দাঁড়াইয়া থাকে;

যাহা কিছু তক্‌লিফ উহারা আমার জন্ত বর্দাস্ত করিয়া থাকে, তাহা আমি দেখিয়া থাকি, এবং আমার মহব্বতের জন্ত, যে সমস্ত ফরিয়াদ করিয়া থাকে, সে সমস্ত আমি শুনিয়া থাকি। আমার প্রথম বখ্‌শেশ্‌ উহাদিগের প্রতি ইহা হইতেছে যে, আমি আমার কিছু হেদায়েতের নুর তাহাদিগের দেলের মধ্যে ঢালিয়া দেই। তখন উহারা আমার আজ্‌মৎ লোকের নিকট বয়ান করিয়া থাকে, যেমন আমি উহাদিগের অবস্থা ফেরেশ্‌তাদিগের মধ্যে বয়ান করিয়া থাকি। তাহাদিগের প্রতি আমার দ্বিতীয় বখ্‌শেশ্‌ ইহা হইতেছে যে, যদি সাত তবক আছমান, এবং সাত তবক জমিন, এবং উহার মধ্যের সমস্ত বস্তু, উহাদিগের মোকাবেলায় হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বস্তুকে, উহাদিগের তুলনায় আমি কম জানি। তাহাদিগের প্রতি আমার তৃতীয় বখ্‌শেশ ইহা হইতেছে যে, আমি (মহব্বতের সহিত, মাগ্‌ফিরাতের সহিত, ও রহ্‌মতের সহিত) তাহাদিগের তরফ মতওয়াজ্জা হইয়া থাকি। তাহা হইলে বল, যে ব্যক্তির তরফ আমি এই প্রকার মতওয়াজ্জা হই, কেহ কি বলিতে পারে, আমি তাহাকে কি দিতে চাই ? আয়ে বেরাদর, বরফ যেমন বিন্দু বিন্দু করিয়া গলিয়া, আখের তাহার নাম ও নেশান কিছুই থাকে না ; সেইরূপ তোমার জেন্দেগানী বরফ সদৃশ, এক দিন দুই দিন করিয়া গলিয়া যাইতেছে, তুমি গাফ্‌লৎ বশতঃ তাহা জানিতে পারিতেছ না। আমি সাবধান করিতেছি তোমাকে, আয় আমার দোস্ত, এখন সময় থাকিতে, আপন খোদাওন্দ করিমের তরফ জান ও দেল দ্বারা মতওয়াজ্জা হইয়া যাও। এইরূপ করিলে হইতে পারে, আল্লাহ্‌তাআলা আপন ফজল ও করম্‌ হইতে, তোমাকে নেক্‌বক্ত লোকদিগের সহিত, শহিদদিগের সহিত, ছিদ্দিকদিগের সহিত, পয়গম্বরাণ আলায়হিমুচ্ছালাম দিগের সহিত, আপনার রহ্‌মতের বাগানে হামেশার জন্ত দাখেল করিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌ ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লেম।

আয়ে বেরাদর, আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে বারম্বার নামাজ পড়িবার জন্ত হুকুম করিয়াছেন। এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি দেল দ্বারা মতওয়াজ্জা হইয়া জামায়াতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে উত্তমরূপে আদা করে, আল্লাহ্‌তাআলা তাহাকে পাঁচ বস্তু এনায়েৎ করেন। প্রথমে তাহাকে কবরের আজাব হইতে বাঁচাইবেন। দ্বিতীয় তাহার রেজেকের তঙ্গি এত হইবে না— যাহাতে সে পেরেশান থাকে। তৃতীয় ইমানের নুরেতে তাহার চেহ্‌রা রৌশন হইবে। চতুর্থ তাহার ডাহিন হাতেতে আমলনামা দিবেন, এবং পুলছেরাৎ বিজ্‌লির মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চম বেহেছাব এবং বেআজাব বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল হইবে, এবং আমি তাহার উপর রাজি থাকিব, এবং যে ব্যক্তি নামাজ পড়িতে কাহিলি ও সুস্থি করে, সে বারো প্রকার তখ্‌লিফ্‌ মধ্যে গেরেফ্‌তার হয়। তিন দুনিয়া মধ্যে, তিন মরিবার সময় ; তিন কবরের মধ্যে ; তিন ময়দান কেয়ামতে। দুনিয়ার বুরাই ইহা হইতেছে, যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে উহাতে বর্কৎ পাইবে না ; চেহ্‌রা বেনুর হইবে ; ইমানদার লোকদিগের সঙ্গে মহব্বৎ থাকিবে না। মরিবার সময়ের তখ্‌লিফ ইহা হইতেছে যে, পেয়াছা ও ভূখা হইয়া মরিবে ; জান কান্দানির কষ্টে পড়িবে ; হজরৎ মালেকালমৌৎ আলায়হেচ্ছালামকে ভয়ানক ছুরতে দেখিবে। কবরের্‌ বুরাই ইহা হইতেছে যে, মনকের নকির গজবের ছুরতে কবরে আসিবে ; কবরের তঙ্গি জাহের হইবে ; কবরের অন্ধকার মধ্যে রহিবে। কেয়ামতের বুরাই ইহা হইতেছে যে, হেছাবের তখ্‌লিফ মধ্যে পড়িবে ; আল্লাহ্‌তাআলার গজব মধ্যে গেরেফ্‌তার হইবে ; দোজখ মধ্যে বড় বড় আজাবের স্থানে আজাব পাইবে। এবং যে ব্যক্তি

রাকাতের বদলে হাজার বৎসর তাহাকে দোজখে ডালিবেন। (তাম্বিহল্ গাফেলিন্)। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হজরৎ আবু হোরায়রা (রা) রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন যে, এক দিন নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম মছ্জেদের এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িল, তদ্পর হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের সম্মুখে যাইয়া ছালাম আলায়েক্ করিল। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, ছালামের জওয়াব দিয়া বলিলেন যে, তুমি পুনশ্চ নামাজ পড়; কারণ তুমি নামাজ আদায় কর নাই। ঐ ব্যক্তি পুনরায় যাইয়া নামাজ পড়িল। তদ্পর পুনশ্চ হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের সম্মুখে আসিয়া ছালাম আলায়েক্ বলিল। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছালামের জওয়াব দিয়া বলিলেন, যাও তুমি পুনশ্চ নামাজ পড়, হরগেজ তুমি নামাজ পড় নাই। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়, কিম্বা চতুর্থ বারে আরোজ করিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাকে বলিয়া দেন কেমন করিয়া নামাজ পড়িব? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, নামাজ পড়িবার আদব্, এবং আর্কান শিখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে, নামাজের প্রত্যেক রোকন্‌কে এৎমিনানের সঙ্গে পড়, জল্‌দি করিও না, এবং বলিলেন, যদি তুমি এইরূপ নামাজ পড়িবে, তবে তোমার নামাজ কামেল হইবে, এবং যে পরিমাণ উহাতে কমি করিবে, এবং ঘাবুরাইয়া জল্‌দি পড়িবে, ঐ পরিমাণ তোমার নামাজ নাকাছ্ হইবে। এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের

হেফাজত করে, যে কামেল ওজু করিয়া আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদা করে, ঐ নামাজ দিন কেয়ামতে উহার জন্য নুর এবং বোর্হান হইবে, এবং যে কেহ উহা তরক করিবে, ফেরাউন ও হামানের সঙ্গে তাহার হাশর হইবে। (তাম্বিহল গাফেলীন ও মেজাকাল আর্ফিন।)

ফর্ম্মাইয়াছেন জনাব নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি জুম্মার দিনেতে জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়ে, তাহার জন্য আল্লাহ্ তাআলা মকবুল হজ্জের ছওয়াব লেখেন।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন যাহার ভাবার্থ এই :—"জুম্মা মিছ্কিনের জন্য হজ হইতেছে।" এবং ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে কেহ জামায়াতে নামাজ পড়িতে হাজের হইল, আল্লাহ্ তাআলা তাহার জন্য আসিতে, এবং যাইতে প্রত্যেক কদম প্রতি দশ নেকি লেখেন ; এবং উহার দশ বদি মিটাইয়া দেন ; এবং উহার জন্য দশ দর্জ্জা বলন্দ করেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আয়ে বেরাদর, জুম্মা দিন বহুতই মোবারক দিন হইতেছে, এই দিনে আপনি জরূর জরূর এই দরূদ শরিফ এক হাজার মর্ত্তবা পড়িবেন, কখন ও নাগাহ্ করিবেন না। আল্লাহ্তালা আপন ফজল রহমতে আপনাকে ছোওয়াব আজিম এনায়েৎ করিবেন। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—জুম্মা দিবসে যে ব্যক্তি এক হাজার মর্ত্তবা এই দরূদ শরিফ পড়িবে, যে পর্যান্ত তাহার আপন বসিবার স্থান বেহেস্ত মধ্যে না দেখিবে, দুনিয়া হইতে এন্তেকাল করিবে না। ঐ দরূদ শরিফ এই :—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ

আয়ে বেরাদর, বান্দা মুমিন যিনি দুনিয়াতে মহব্বতের সহিত জেয়াদা দরূদ শরিফ পড়িবেন, বাদল মৌৎ তাঁহার কি পরিমাণ উপকার ইন্শা

আল্লাহ্‌তালা হইতে পারে, একবার খেয়াল করিয়া দেখিবার মোকাম হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

মোতাবর কেতাব মধ্যে লিখিত আছে, আরেফ রব্বানি ছুফি হাক্কানি জনাব হজরৎ শেখ আহ্‌মদ্ এবনে আবুবকর (র) আপনার মোতাবর কেতাবের মধ্যে, আরেফ রব্বানি ছুফি হাক্কানি জনাব হজরৎ শিব্‌লি (র) হইতে নকল করিয়াছেন যাহার মজ্‌মুন এই :—জনাব হজরৎ শিব্‌লী (র) বলিয়াছেন, আমার পড়োশের মধ্যে এক ব্যক্তি এন্তেকাল করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে স্বপ্ন মধ্যে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আল্লাহ্‌তাআলা আপনার সঙ্গে কি মামলা করিয়াছেন? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, আমাকে আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমার উপর বড় বড় আজায়েব কঠিন ঘটনা গুজরিয়া গিয়াছে, আর মনকের নকিরের ছওয়ালের সময় আমার উপর নেহায়েত তঙ্গ ওয়াক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময় আমি আমার দেল মধ্যে বলিলাম, বোধ হয় আমার দিন এছলামের উপর মৃত্যু হয় নাই। এমন সময় গায়েব হইতে এক আওয়াজ আসিল যে, তুমি তোমার জবানকে দুনিয়াতে বেকার করিয়া রাখিয়া দিতে, তাহাই এই আজাবের কারণ হইতেছে। যখন আজাবের ফেরেস্তাগণ আমাকে আজাব করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন এক মর্দ নেহায়েৎ খবছুরৎ পাকিজা খোশ্‌বোওয়ালা আমার, এবং ঐ ফেরেস্তাদিগের মধ্যে আড় হইয়া গেলেন, আর আমাকে ইমানের দলিল ইয়াদ দেলাইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম আল্লাহ্‌তালা আপনার উপর রহমৎ করেন, আপনি আমাকে বলুন যে আপনি কে হইতেছেন? ঐ খব্‌ছুরৎ মদ আমাকে বলিলেন, আমি এক ব্যক্তি হইতেছি, আপনি জনাব রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের উপর যে বহুৎ দরূদ শরিফ পড়িতেন, আল্লাহ্‌তালা আমাকে সেই দরূদ শরিফের দ্বারা পয়দা করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি হুকুম হইয়াছে যে,

আমি আপনার প্রত্যেক তক্‌লিফ, বেচায়েণী ও ঘাব্‌রাহাট মধ্যে মদদ্‌গারি করি। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্‌।

আয়ে আমার দোস্ত, আল্লাহ্‌তালার বান্দা হইয়া কেহ তাঁহার এবাদৎ বন্দিগী হইতে গর্দান ফিরাইবেন না, হর হালতে আপন খালেক মালেক, রাহিম রাহ্‌মান, করিম ছাত্তার আল্লাহ্‌তালার ফর্ম্মাবরদারি এক্তেয়ার করিবেন। তফ্‌ছির মধ্যে লেখা আছে, একদিন হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বাদ্‌শাহ্‌ ফেরাউনের দেওয়ান খানাতে আইসেন, এবং এই ছওয়াল লিখিয়া তাহার সম্মুখে পেশ করেন যে, যে গোলামের মাল, এবং নেয়ামৎ মালেকের মেহেরবানীতে জেয়াদা হয়; এবং মালেকের পরওয়ারেশ জন্ত অন্যান্ত গোলাম হইতে সেই গোলাম জেয়াদা ইজ্জৎ প্রাপ্ত হয়। তৎপর যদি সেই গোলাম না-শোকরি এবং কুফ্‌রান্‌ নেয়ামৎ করিয়া, এমন দাবি করে যে, আমি খোদ মালেক হইতেছি, এবং আপন মালেকের ফর্ম্মাবরদারি না করে। তবে এমন গোলামের হক্কেতে কি সাজা হওয়া কর্ত্তব্য? ফেরাউন স্বহস্তে জওয়াব লিখিয়া দেয় যে, যে গোলাম আপন মালেকের হুকুমকে অমান্ত করে, এবং তাহার নেয়ামতের নাশোকর গোজার হয়, তবে ঐ গোলামের সাজা এই যে, উহাকে দরিয়া মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া লাজেম। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম ঐ হুকুম লেখা কাগজ ফেরাউন হইতে গ্রহণ করেন। তৎপর যখন ফেরাউন দরিয়া মধ্যে ডুবিতে লাগিল, এবং ইমান জাহের করিতে লাগিল যে, "আমি ইমান আনিলাম বানি এছ্রাইলের আল্লাহ্‌তালার উপরে, এবং তাঁহার রছুলের উপরে।" তখন হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম উহাকে উহার লিখিত হুকুম নামা দেখাইলেন, এবং বলিলেন, তোমারই নিজ হুকুম অনুসারে তোমাকে দরিয়া মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। আয়ে ভাই মোছলমান সকল, বড় ভয়ের মোকাম হইতেছে। তোমরা স্মরণ রাখ, যদি নামাজ তরক করিবে, তবে বড় কাফের ফেরাউনের

নবম আদব। যখন আওলাদ পয়দা হয়, তখন তাহার ডাহিন কাণে আজান, এবং বাম কাণে তক্‌বির বলিবে। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে, তাহার বালক শৈশবকালের বেমার হইতে মহ্‌ফুজ থাকিবে, এবং তাহার নাম ভাল রাখিবে। যদি সন্তান পেট হইতে পড়িয়া যায়, অর্থাৎ হামেল নষ্ট হইয়া যায়, তবু ও তাহার নাম রাখা ছুন্নত হইতেছে। ইহার উপরে আমল করিবে। এবং আকিকা করা ছুন্নতে মোয়াক্কেদাহ্‌ হইতেছে। বেটীর আকিকাতে এক বক্রি কিম্বা বক্রা, এবং বেটার আকিকাতে দুই বক্রা কিম্বা বক্রি জবাই করা আবশ্যক। আর যদি এক বক্রা কিম্বা বক্রি জবাই করিবে, তাহার ও এজাজৎ আছে। ঐ জানোয়ারের বয়ঃক্রম এক বৎসর হওয়া আবশ্যক, এবং কোর্ব্বানীর জানোয়ারের যে শর্ত্ত, আকিকার জানোয়ারের ও ঐ শর্ত্ত জানিবে। যখন সন্তান পয়দা হয়, তখন তাহার মুখে মিষ্টি বস্তু দিবে, ইহা ছুন্নত হইতেছে। এবং সপ্তম দিবসে তাহার চুল কামাইয়া ফেলিবে, এবং তাহার চুল ওজন করিয়া ঐ পরিমাণ চান্দি, কিম্বা সোণা খয়রাৎ করিবে। এবং ইহা জানা নিতান্ত আবশ্যক যে, বেটী পয়দা হইলে কেহ কেরাহাৎ করিবে না, এবং বেটা পয়দা হইলে কেহ খুশী করিবে না। কারণ মানুষের বেহ্‌তরী কিসে আছে, তাহা মানুষ জানে না। বেটী পয়দা হওয়া বহুৎ মোবারক, এবং উহার ছওয়াব জেয়াদা হইতেছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তির তিন বেটী কিম্বা তিন বহিন হইবে, এবং উহাদিগের জন্য মেহ্‌নৎ উঠাইবে, তাহা হইলে ঐ মেহেরবানী যাহা ঐ ব্যক্তি করিয়া থাকে, তাহার বদলে আল্লাহ্‌তাআলা উহার উপর রহম করিবেন। কোন ব্যক্তি আরোজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, যদি দুইটী মাত্র হয়? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, যদি দুইটী মাত্র হয় তবুও হইবে। কোন ব্যক্তি আরোজ করিল, যদি একটী মাত্র হয়, তবে কি হইবে? হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, তাহা হইলেও হইবে। এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি বাজার হইতে মেওয়া খরিদ করিয়া বাড়ীতে আইসে, ছওয়াবেতে উহা ছদ্‌কার মত হইতেছে, প্রথমতঃ উহা বেটীকে দেওয়া উচিত, তাহার পর বেটাকে দিবে, যে ব্যক্তি বেটীকে সন্তুষ্ট করিবে, ঐ ব্যক্তি এমন হইতেছে, যেন আল্লাহ্‌তাআলার ভয়েতে সে কাঁদিল, আর যে আল্লাহ্‌তাআলার ভয়েতে কাঁদে, তাহার উপর দোজখের আগুণ হারাম হইয়া যায়। হাদিছ্‌ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—মা বাপের উপর সন্তানের হক তিন বস্তু হইতেছে, সন্তান যখন পয়দা হয়, তখন তাহার নাম ভাল রাখা, যখন আক্কেল ও দানাই হয়, তখন কোরাণ মজিদ, ফেকাহ, এবং দিন এছলামের আকায়েদ শিক্ষা দেওয়া, যখন বালেগ্‌ হয় তখন তাহার বিবাহ দেওয়া। মোতাবার কেতাব মধ্যে লিখিত আছে, হজরৎ ওমার (রা) ছাহেবের নজদিক এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া আমিরল্‌ মুমিনিন, আমার বেটা আমাকে ইজা দেয়। হজরৎ উহার বেটাকে বলিলেন, তুমি আপন বাপকে ইজা দিয়া থাক, আল্লাহ্‌তাআলাকে ডরাও না? বেটার উপরে বাপের বড় হক্‌ আছে। বেটা বলিল, ইয়া আমিরল্‌ মুমিনিন, বাপের উপর বেটারও কোন হক্‌ আছে কি না? হজরৎ উত্তর করিলেন হাঁ, আছে। ফর্জ্জন্দের মাতা শরিফ হওয়া চাই, অর্থাৎ কমিনা আওরৎকে বিবাহ না করে, যে ফর্জ্জন্দের উপর কেহ আয়েব না শোনায়, এবং ফর্জ্জন্দের নাম ভাল রাখে, এবং কোরাণ-মজিদ এবং এলেম দিন শিক্ষা দেয়। ঐ বেটা বলিল

আল্লাহ্‌তালার কছম করিয়া বলিতেছি, আমার মা শরিফ নহেন, বরং বান্দি হইতেছেন, আমার পিতা তাহাকে চারিশত দেরেমে খরিদ করিয়াছেন, এবং আমার নাম ও ভাল রাখেন নাই, আমার নাম জুল হইতেছে। এবং কোরাণ মজিদের এক আয়েৎও আমাকে শিক্ষা দেন নাই। হজরৎ ওমার (রা) ইহা শুনিয়া উহার বাপের তরফ মতওজ্জা হইয়া বলিলেন, তুমি বলিতেছ, আমার বেটা আমাকে ইজা দিয়া থাকে, তোমাকে ইজা দিবার আগে উহাকে তুমি ইজা দিয়াছ, এখন উঠ, এখান হইতে চলিয়া যাও। আয়ে বেরাদর, আপন সন্তানের উপর কেহ জুলুম করিও না। তাহার প্রতি তোমার যে কএকটী হক্ আছে, তাহা আদা না করিলেই তাহার উপর তোমার জুলুম করা হইল। বিশেষতঃ যদি তুমি তাহার হক্ আদা না কর, তবে গোনাহ্‌গার হইবে। সুতরাং সন্তানকে এলেম দিন শিখাই-বার জন্য বড় কোশেষ করিবে। কারণ এলেম না শিখিলে নেক-বদ, হালাল-হারাম, শেরেক-বেদায়াৎ ইত্যাদি কিছুই তমিজ করিতে পারা যায় না। এই এলেম শিক্ষার অভাবে আজকাল আমাদিগের দেশে, কতক মোছলমানদিগের মধ্যে শেরেক পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে, এবং অনেক লোক জাহেলতি বশতঃ বেইমান ও মোশ্‌রেক হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এলেম দিন শিক্ষা করা প্রত্যেক মোছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং ইহা ফরজ হইতেছে। আয়ে আমার দোস্ত, যদি আল্লাহ্‌তালা তোমাকে শন্তান বখ্‌শীয়া থাকেন, তবে তাহাকে জরুর জরুর মাদ্রাছায় পড়িতে দেও, তুমি আজীম ছওয়াব পাইবে, এবং ইন্‌শা আল্লাহ্ ইহাই তোমার নাজাতের কারণ হইতে পারে, চুনাঞ্চে হজরৎ মৌলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ দেল্‌হবি (র) তাঁহার তফ্‌ছির মধ্যে লিখিয়াছেন :—একদা হজরৎ ছৈয়েদেনা ইছা আলায়হেচ্ছালাম, এক কবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন, আজাবের ফেরেস্তা ঐ কবরের ছাহেবকে আজাব করিতেছেন।

তাহার পর, তিনি যে কার্য্যে গিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করত, পুনরায় ঐ কবরের নিকট দিয়া আসিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, রহ্‌মতের ফেরেস্তা নুরের তবক লইয়া, ঐ কবরের উপর উপস্থিত আছেন, আজাব দূর হইয়াছে। হজরৎ ছৈয়েদেনা ইছা আলায়হেচ্ছালাম এই ঘটনা দেখিয়া তাজ্জব হইলেন। তাহার পর, তিনি নামাজ পড়িলেন, এবং ইহার কারণ জানিবার জন্য আল্লাহ্‌তালার নিকট মোনাজাৎ করিলেন। আল্লাহ্‌তালা তাঁহার নিকট ওহি পাঠাইলেন, যাহার ভাবার্থ এই।—আয়ে ইছা (আলায়হেচ্ছালাম এই বান্দা গোনাহ্‌গার ছিল, আর ইহার মৃত্যু হওয়ার পর হইতে আজাব মধ্যে গেরেপ্তার ছিল। ইহার মৃত্যুর সময়, ইহার এক বিবি হামেলা ছিলেন, তিনি এক পুত্র শন্তান প্রসব করেন, ঐ বিবি তাহাকে পরওারেশ করিলেন, এহাতাক যে ঐ ছেলে বড় হইল। ইহার পর ঐ বিবি, ঐ বেটাকে মক্তব্ মধ্যে পাঠাইয়াছেন। ওস্তাদ ছাহেব তাহাকে بسم । الله । الرحمن । الرحيم বিছ্‌মিল্লাহের রাহ্‌মা'নের্ রাহিম পড়াইলেন। সুতরাং আয়ে ইছা (আলায়হেচ্ছালাম) আমাকে হায়া আসিয়াছে যে, আমি আমার বান্দাকে কবরের মধ্যে আগুণের দ্বারা আজাব করি, আর তাহার বেটা জমিনের উপর আমার নাম লইতেছে। আয়ে ভাই, খেয়াল করিবার মোকাম হইতেছে যে, বেটা আল্লাহ্‌তালাকে ইয়াদ করিয়াছে, তদ্‌জন্য আল্লাহ্‌তালা তাহার মৃত পিতার আজাব দূর করিয়া রহমৎ করিলেন। মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, যে জিকির এলাহি, আপনার লতিফার মধ্যে, জেছ্‌ম ও জানের মধ্যে, মহব্বতের সঙ্গে জারি করিয়া রাখে, এবং দোনো জাহানে আপন খোদাওন্দ করিম হইতে গাফেল হইয়া না যায়।

আয়ে বেরাদর, তুমি জান ও দেল দ্বারা ইহা একিন রাখ যে, মোছলমান হওয়া বড় নেয়ামৎ হইতেছে। যে ব্যক্তি মোছলমান হইল, সে আল্লাহ তাআলার দোস্তদিগের মধ্যে দাখেল হইল। দুনিয়াতে তাহার জন্ত

আল্লাহ্‌তাআলার রহমৎ আছে, এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌তাআলার নজদিক বড় বড় দর্জ্জা পাইবে। এবং মোছলমান না হইয়া কোন এবাদৎ করিলে, তাহা কদাচ আল্লাহ্‌তাআলার নজদিক কবুল হয় না। এই জন্য প্রত্যেক মোছলমানকে লাজেম হইতেছে যে, প্রথমতঃ ইমান এবং এছলামের আকায়েদ ও মছয়ালা শিক্ষা করে, এবং নিজের আওলাদদিগকে, এবং বাড়ীর সমস্ত লোকদিগকে তাহা শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে মোউতের পরে ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আজাব হইতে নাজাত পাইবে। আর যদি ইহা শিক্ষা না করে, তবে সে ব্যক্তি নিজে, এবং তাহার বাড়ীর লোক সকল বড় আজাবে কষ্ট পাইবে। সমস্ত আওরৎ এবং মরদদিগকে মনোযোগ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত মনুষ্য আল্লাহ্‌তালার বান্দা হইতেছে, এবং বান্দার কার্য্য বন্দিগী করা হইতেছে, যে ব্যক্তি বান্দা হইয়া বন্দিগী করে না, সে ব্যক্তি বান্দার কাবেল কখন ও নহে। এবং আসল বন্দিগী ইমানকে দুরস্ত করা হইতেছে। যাহার ইমানে কোন প্রকার খলল্‌ আছে, তাহার কোন বন্দিগী আল্লাহ্‌তাআলার নজদিক মকবুল নহে, এবং যাহার ইমান দুরস্ত আছে, তাহার অল্প বন্দিগী অনেক হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক লোকের উচিত যে, তাহার ইমানকে দুরস্ত করিবার জন্য বড় কোশেশ করে, এবং দুনিয়াতে ইহা হাছেল করা সমস্ত বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ জানে। আমি ইমানও আকায়েদের বিবরণ এই স্থানে লিখিয়া দিতেছি।

ইমান ও আকায়েদ্‌ বিবরণ।

প্রথম কল্‌মা 'তৈয়ব্‌' হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহ্‌।

আল্লাহ্‌তাআলা ভিন্ন এবাদৎ বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন।

দ্বিতীয় কল্‌মা 'শাহাদৎ' হইতেছে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ *

আশ্‌হাদোআন্‌ লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহ্‌দাহু লাশারিকা লাহু ওয়া

আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদান্‌ আব্‌দোহু ওয়া রাছুলোহু *

আমি গাওয়াহি দিতেছি, আল্লাহ্‌তাআলা ভিন্ন এবাদৎ বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, তিনি একা হইতেছেন, কেহ তাঁহার শরিক নাই; এবং আমি গাওয়াহি দিতেছি যে হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহ্‌তাআলার বান্দা এবং প্রেরিত রছুল হইতেছেন।

তৃতীয় কল্‌মা 'তৌহিদ্‌' হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِیَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ

اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

লাএলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহেদান্‌ লা ছানিয়া লাকা মোহাম্মাদোর রাছুলোল্লাহে এমামোল্‌ মুত্তাকিনা রাছুলো রাব্বিল্‌ আলামিন্‌ *

ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি ব্যতীত এবাদৎ বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, তুমি একা হইতেছ, কেহ তোমার ছানি (সমতুল্য) নাই, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন, এবং পরহেজ্‌গারদিগের ছরদার হইতেছেন, এবং সমস্ত জাহানের পরওয়ারেশ্‌ কর্ণেওয়ালা পরওয়ার দেগার জাল্লা জালালুহু আম্মাশানুহুর প্রেরিত হইতেছেন।

চতুর্থ কল্মা 'তমজিদ্' হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ *

লা এলাহা ইল্লা আন্তা নুরাই ইয়াহ্দি আল্লাহো লেনুরিহি মাইয়াশায়ো মোহাম্মাদোর্ রাছুলোল্লাহে এমামোল্ মুর্ছালিনা খাতেমোন্নাবিয়্যিন্ *

ইয়া আল্লাহ্, তুমি ভিন্ন এবাদৎ বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, তুমি নুর (রোশন কর্ণেওয়ালা) হইতেছ, আল্লাহ্ তাআলা আপন নুরের তরফ যাহাকে মর্জি হয় হেদায়েৎ করেন, হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন, সমস্ত পয়গম্বরদিগের ছরদার হইতেছেন, সকল নবির শেষ নবি হইতেছেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

পঞ্চম ইমান 'মোজ্মাল্' হইতেছে।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ *

আমান্তো বিল্লাহে কামা হুওা বে আছ্মাইহি ওয়া ছেফাতিহি ওয়া কাবেল্তো জামিয়া আহ্কামিহি ওয়া আর্কানিহি *

আমি আল্লাহ্ তাআলার উপর ইমান আনিলাম, যেমন তিনি তাঁহার সমুদয় নাম, এবং ছেফাতের সহিত আছেন, এবং তাঁহার সমুদয় হুকুম এবং সমুদয় রোকন্কে আমি কবুল করিলাম।

ষষ্ঠ ইমান 'মোফাচ্ছাল্' হইতেছে।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ *

আমান্তো বিল্লাহে, ওয়া মালায়েকাতিহি, ওয়া কোতোবিহি, ওয়া রাছুলিহি, ওয়াল্ এয়াওমিল্ আখেরে, ওয়াল্ কাদ্‌রে খায়রিহি, ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহে তাআলা ওয়াল বা'আছে বা'দাল্ মাওৎ *

আমি ইমান আনিলাম আল্লাহ তাআলার উপরে, যে সমস্ত জাহানের পয়দা করনেওয়ালা এক আল্লাহ্ পাক্ হইতেছেন। কেহ তাঁহার শরীক নাই। সমস্ত বড়াই ও কামাল কেবল মাত্র তাঁহারই আছে, এবং তিনি সমস্ত আয়েব্ হইতে পাক্ হইতেছেন। কোন কাজে তিনি কাহারও মহ্‌তাজ্ নহেন, এবং সমস্ত বস্তু তাঁহার মহ্‌তাজ্ হইতেছে। আল্লাহ্-তাআলা দানা হইতেছেন, সমস্ত বস্তুর খবর তিনি জানেন, এক জার্‌রা বস্তু তাহা হইতে পুশিদা নাই। মনুষ্যজাতি আপন দেলের মধ্যে যে নেক চিন্তা কিম্বা বদ্ চিন্তা করে, তাহা তিনি জানেন। আল্লাহ্‌তালার মধ্যে কোন বস্তু হলুল্ (প্রবেশ) করেনা, এবং আল্লাহ্‌তালা কোন বস্তুর মধ্যে হলুল (প্রবেশ) করেন না। তিনি দেখ্‌নেওয়ালা, এবং ছুন্নে ওয়ালা, বেচুং বেমানিন্দ, ও বেমেছাল হইতেছেন। তিনি হর চিজ করিতে কুদরৎ রাখেন। বরং যাহা এরাদা হইয়াছে তাহা করিয়াছেন, এবং যাহা এরাদা হইবে তাহা করিবেন। সাত তবক্ আছমান, এবং সাত তবক্ জমিন, এবং আরশ কুছি যাহা কিছু আছে, সমস্ত বস্তু তাঁহার

কব্জা কুদরৎ মধ্যে রহিয়াছে, যাহা মর্জ্জি করিতে পারেন। আল্লাহ্-তাআলার হুকুম ব্যতিরেকে কোন বস্তু পয়দা হয় না। যাহা তিনি করিতে এরাদা করেন, কেহ তাহা রদ্ করিতে পারে না।

এবং আমি ইমান আনিলাম ফেরেশ্‌তা সকল আল্লাহ্‌তাআলার বান্দা হইতেছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে নুরের দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তাঁহারা গোনাহ্ হইতে পাক্, অর্থাৎ কোন গোনাহ্ করেন না। যে যে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে মকরর্ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা করিতে কায়েম আছেন। তাঁহারা মরদ নহেন, আওরৎ ও নহেন। খানা পিনা করেন না, আল্লাহ্‌তাআলার জিকির তাঁহাদিগের জেন্দেগানী হইতেছে। তাঁহাদিগের সংখ্যা আল্লাহ্‌তাআলা ভিন্ন কেহ জানেন না। তাহার মধ্যে চারি ফেরেশ্‌তা বড় নামোয়ার আছেন। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে কেতাব সকল, এবং হুকুম সকল পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবান্-দিগের নিকট লইয়া আসিতেন। হজরৎ মেকাইল আলায়হেচ্ছালাম, আল্লাহ্-তাআলার হুকুমে বান্দাদিগের রেজেক পৌছাইয়া থাকেন, এবং মেঘ ও আবরের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। হজরৎ এছ্‌রাফিল আলায়হে-চ্ছালাম, ছুর্ অর্থাৎ নরসিঙ্গার উপর মুখ রাখিয়া আর্শের তরফ তাকাইয়া হুকুমের এন্তেজার দাঁড়াইয়া আছেন, কেয়ামতের সময়ে আল্লাহ্‌তাআলার হুকুমে সেই নরশিঙ্গা ফুকিবেন। এবং হজরৎ আজ্রাইল আলায়হেচ্ছালাম মৃত্যু সময়ে জান বাহির করিয়া থাকেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা মোহাম্মদ্।

এবং আমি ইমান আনিলাম আল্লাহ্‌তালার কেতাব সকলের উপর, হজরৎ ছৈয়েদেনা মুছা আলায়হেচ্ছালামের উপর তৌরিৎ, হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ্ আলায়হেচ্ছালামের উপর জব্বূর, হজরৎ ছৈয়েদেনা ইছা আলায়-হেচ্ছালামের উপর ইঞ্জিল, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামের উপর কোরাণ মজিদ নাজেল করিয়াছেন। এবং আরো কেতাব সকল, যাহাকে ছহিফা বলে, অন্য পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবান্‌দিগের উপর নাজেল করেন। যাহা কিছু আল্লাহ্‌তাআলার কেতাব সকলে লেখা আছে, তাহা হক্ হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

এবং আমি ইমান আনিলাম আল্লাহ্‌তাআলা বান্দাদিগকে হেদায়েৎ করিবার জন্য দুনিয়াতে পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবান্‌দিগকে পাঠাইয়াছেন, এবং হুকুম করিয়াছেন, যে রাস্তায় পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম লইয়া চলেন, ঐ রাস্তার উপর চলে। তাহা হইলে তোমাদিগের দিন ও দুনিয়া দুরস্ত থাকিবে, এবং যে কেহ অন্য রাস্তায় চলিবে, সে দোজখী হইবে। সমস্ত পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম বর্‌হক্ হইতেছেন, এবং গোনাহ্ হইতে পাক্, এবং আল্লাহ্‌তাআলার সমস্ত মখ্‌লুক হইতে আফ্‌জাল হইতেছেন। উহাদিগের রোৎবাতে কেহ পৌছিতে পারে না। প্রথম পয়গম্বর হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম, এবং তিনি সকল মনুষ্যের বাপ হইতেছেন। উনার পরে আওলাদ হইতে বহুৎ পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম পয়দা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সংখ্যা আল্লাহ্‌তাআলা জানেন। এবং সমস্ত পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবান্ দিগের পর হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম আসিয়াছেন। এবং হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের উপর পয়গম্বরী খতম হইয়াছে। যদি আমাদিগের পয়গম্বর ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের পরে কেহ পয়গম্বরীর দাবি করে, তবে সে ঝুটা ও কাফের হইতেছে। এই দিন কেয়ামত তক্ জারি থাকিবে। এবং আমাদিগের পয়গম্বর হজরৎ

ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ মস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের নুর সকলের আগে পয়দা হইয়াছিল এই জন্য তিনি সকল পয়গম্বর আলায়হিমুচ্ছালাম ছাহেবান্দিগের ছরদার হইতেছেন। জনাব হজরৎ আহ্মদ্ মজ্তবা মোহাম্মদ্ মছ্তফা রছুল করিম (আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া ছাল্লিম আলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া আহলে বায়তিহি ওয়া ওয়াজ্ ওয়াজিহি ওয়া জুর্রিয়াতিহি ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লিম্) ছাহেবের নুর মোবারক মখ্লুখ হইতেছে। এই নুর মোবারককে আল্লাহ্তাআলার জাতের ও ছেফাতের কোন অংশ বলিয়া এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। সকল মোছল্মান এই নুর মোবারককে নুর মখ্লুখ বলিয়া বিশ্বাস রাখিবেন। মখ্লুখ্ মানে ইহা হইতেছে, যে আল্লাহ্তাআলা ইহা পয়দা করিয়াছেন। যেমন হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে :—

قَالَ صلعم : اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ *

ইহার ভাবার্থ এই :—জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, আল্লাহ্তালা সর্ব্ব প্রথম আমার নুরকে পয়দা করিয়াছেন। মক্কাশরিফে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যখন হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের চল্লিশ বৎসর বয়স হয়, তখন আল্লাহ্তাআলার তরফ হইতে তিনি পয়গম্বর হন ; এবং কোরাণ মজিদ নাজেল হইতে শুরু হয়। তাহার পর ত্রয়োদশ বৎসর মক্কা শরিফে ছিলেন, ঐ মোবারক স্থানে হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে মেরাজ নছিব হইয়াছিল। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বোরাক লইয়া আইসেন। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে বোরাকে ছাওয়ার করিয়া মছ্জেদ্ আক্ছাতে লইয়া যান। এবং

সেই স্থান হইতে হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম সাতই (৭ম) আছ্‌মানের উপর তশ্‌রিফ লইয়া যান। আরশ ও কুর্ছি তিনি দেখেন, এবং বেহেশ্‌ত ও দোজখে ছায়ের করেন, এবং ঐ রাত্রে আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে বড় বড় নেয়ামত পাইয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে কালাম করিয়াছিলেন। এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ঐ স্থানে ফরজ হয়। যখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের তিপ্পান্ন বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন আল্লাহ্‌তাআলার হুকুমে মক্কা শরিফ হইতে মদিনা পাকেতে গেলেন, সেই স্থানে আরো দশ বৎসর ছিলেন। যখন তেষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম হয়, তখন এন্তেকাল করেন। চুনাঞ্চে কবর শরিফ ঐ মোবারক স্থানে আছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের চারি কুর্ছি এই :—হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম এব্‌নে আব্দুল্লাহ্। আব্দুল্লাহ এব্‌নে আব্দুল মৎলেব। আব্দুল মৎলেব এব্‌নে হাশেম। হাশেম এব্‌নে আব্‌দ্ মনাফ্। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

এবং আমি ইমান আনিলাম আখেরাতের দিনের উপর, অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের উপর, যে কেয়ামত বহ্‌ক হইবে। কি ছামানা প্রস্তুত করিয়াছ তুমি, আয়ে গোনাহগার ছদরদ্দীন সেই দিনের জন্য? যে দিন আল্লাহ্‌তাআলা নাফর্ম্মান লোকদিগকে দোজখ মধ্যে দাখেল করিবেন, এবং ফর্ম্মাবরদার লোকদিগকে আপন নেয়ামতের বাগানে, আপন রহ্‌মতের বাগান বেহেশ্‌ত মধ্যে দাখেল করিবেন। পড়ে থাকিবে বেহেশ্‌ত দাখেল হোনেওয়ালা আরামের মধ্যে হামেশার জন্য। ডুবে থাকিবে বেহেশ্‌ত দাখেল হোনেওয়ালা নেয়ামতের মধ্যে হামেশার

জন্ত। গরক থাকিবে বেহেশ্‌ত দাখেল হোনেওয়ালা আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের মধ্যে হামেশার জন্ত। কি তোষা তৈয়ার করিয়াছ তুমি আয়ে গোনাহ্‌গার ছদরুদ্দীন সেই এনছাফের দিন কেয়ামত জন্ত ?

এবং আমি ইমান আনিলাম তাহার তক্‌দিরের উপর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌-তাআলার কদর ও কাজার উপর, যাহা মকদ্দরে লিখিয়াছেন, তাহার খেলাফ কদাচ হইবে না। ভাল হউক কিম্বা মন্দ হউক, খায়ের সৌভাগ্য আরাম রাহাৎ ইত্যাদি, এবং খারাবি আপদ বালা বেমারি ইত্যাদি আল্লাহ্‌তাআলারই তরফ হইতে পয়দা হইতেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা ইমান বন্দিগী ও নেকিতে রাজি, এবং কুফর ও বদিতে নারাজ। মানব জাতির কছব্‌ করিবার দরুণ, নেক্‌কার ও বদ্‌কার হইতেছে, এই কারণে কেহ বা দোজখে কেহ বা বেহেশ্‌তে যাইবে।

এবং আমি ইমান আনিলাম, কেয়ামতের দিনের উপর। ঐ দিন হজরৎ এছ্‌রাফিল-আলায়হেচ্ছালাম ছুর ফুকিবেন। আছ্‌মান ফাটিয়া যাইবে, এবং তারা টুটিয়া ঝরিয়া পড়িবে। এবং পাহাড় ধোনা তুলার রেজার মত উড়িয়া বেড়াইবে; আছ্‌মান ও জমিনে যত জান্‌দার বস্তু থাকিবে, সমস্ত মরিয়া যাইবে। কেবল মাত্র চারি মকররব ফেরেশ্‌তা হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম, হজরৎ মিকাইল আলায়হেচ্ছালাম, হজরৎ এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালাম, হজরৎ আজ্‌রাইল আলায়হেচ্ছালাম বাকি রহিয়া যাইবেন। ফের হজরৎ আজ্রাইল আলায়হেচ্ছালামকে হুকুম এলাহি হইবে যে, হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালামের জান্‌কে কবুজ করে, তাহার পর হজরৎ মিকাইল আলায়হেচ্ছালামের জান্‌কে কবুজ করে, তাহার পর হজরৎ এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালামের জান্‌কে কবুজ করে। তাহার পর হজরৎ মালেকোল মৌৎ আলায়হেচ্ছালামকে হুকুম হইবে, তিনি খোদ্‌ মরিয়া যাইবেন। সমস্ত জাহান ফানা হইবে।

আল্লাহ্ তাআলা হজরৎ এছ্রাফিল আলায়হেচ্ছালামকে পুনঃ জেন্দা করিয়া দ্বিতীয়বার নরসিঙ্গা ফুকিবার জন্য হুকুম করিবেন। পুনশ্চ সমস্ত বস্তু মৌজুদ হইয়া যাইবে। মুর্দ্দা কবর হইতে জেন্দা বাহির হইয়া আসিবে। আমলের তারাজু খাড়া করা যাইবে। দুনিয়াতে নেক কাজ করিয়াছে, কিম্বা বদ কাজ করিয়াছে তাহা হিসাব করিবেন। হাত পাও গাওয়াহি দিবে। এবং দোজখের পিঠের উপর পুলছেরাৎ খাড়া হইবে, তলওয়ার হইতে তেজ্ এবং চুল হইতে বারিক, তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার জন্য হুকুম হইবে। নেক্কার বান্দা সকল তাহাদিগের আমল অনুযায়ী, কেহ বিজ্লির মত, কেহ বাতাসের মত, কেহ তেজ ঘোড়ার মত চলিয়া যাইবে। এবং বাজে লোক সকল পেয়াদা পাও চলিয়া যাইবে। এবং বহুৎ লোক পূল ছেরাৎ হইতে কাটিয়া দোজখ মধ্যে পড়িবে।

আয়ে বেরাদর আবেদ, এবাদত্ কর যে, খোদাওন্দ করিম তোমাকে দেখিতেছেন, তোমার প্রত্যেক কার্য্য আমলনামাতে লিখিবার জন্য কেরামান্ কাতেবিন ছর্দার লিখ্নেওয়ালা ফেরেশ্তাদ্বয়কে মকরর্ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি যাহা করিতেছ তাঁহারা জানিতেছেন, দেখিতেছেন, এবং লিখিয়া রাখিতেছেন। এবাদত এলাহিতে মশ্গুল হইয়া যাও, তোমার আমল নামা রোজ কেয়ামতে তোমার জন্য মোবারক হইবে, তোমার আমল অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে জাজা দিবেন। আল্লাহ্ তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা নেছা মধ্যে এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন:—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا *

ভাবার্থ এই :—এবং ঐ সমস্ত মনুষ্য যাহারা ইমান আনিয়াছে, এবং নেক্ আমল করিয়াছে, করিব (বহুৎ নিকট) আছে যে, আমি উহাদিগঁকে বেহেশ্‌ত সমূহের মধ্যে, দাখেল করিব, যাহার দরখ্‌ত সকলের নীচে নহর সকল জারি অছে, হামেশা থাকিবে উহার মধ্যে হামেশা।

আয়ে ফাছেক, আপন ফেছেক ও ফজুরি হইতে তৌবা কর, এবং আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে দেখিতেছেন। তোমার প্রত্যেক কার্য্য লিখিবার জন্য কেরামান্ কাতেবিন্ ছরদার লিখ্‌নেওয়ালা ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে তোমার স্কন্ধের উপর মকরর করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার কার্য্য সমূহ জানিতেছেন, দেখিতেছেন এবং লিখিয়া রাখিতেছেন। রোজ কেয়ামতে তোমার ফেছেক্ ও ফজুরি জন্য বদির পাল্লা ভারী হইয়া তোমাকে জাহান্নামে দাখেল করিবে। আল্লাহ্‌-তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা ছিজ্‌দা মধ্যে এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন :—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ *

ভাবার্থ এই :—এবং ঐ সমস্ত মনুষ্য যাহারা বেহুকুম হইয়াছে, পঁছ উহা-দিগের ঠেকানা (থাকিবার স্থান) দোজখ হইতেছে। এই প্রকার হুকুম যুক্ত আয়েৎ শরিফ কোরাণ মজিদ মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ছেপারাতে যথেষ্ট মৌজুদ রহিয়াছে, দানেশ্‌মন্দ মুমিন তাহা অবগত আছেন। আমি কেবল মাত্র উম্মি লোকদিগের জানিবার জন্য দুইটী আয়েৎ শরিফ উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এবং ইমান আনিলাম যে, মরিবার পরে দুই ফেরেশ্‌তা মন্‌কের ও নাকির মনুষ্যের নিকট আসিয়া ছওয়াল করে—"তোমার রব কে হইতেছেন? তোমার দিন কি হইতেছে? এবং ইঁনি কোন শখ্‌ছ হইতেছেন যে, তোমার নিকট আসিয়াছিলেন?" ঐ সময়ে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ

আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের ছুরত মোবারক দেখা যাইবে। উনার তরফ এশারা করিয়া বলিবেন। যদি মুর্দ্দা ইমানের সঙ্গে থাকে, তবে উহার জওয়াব দেয় যে, "আল্লাহ্‌ আমার রব্‌ হইতেছেন। আমার দিন এছলাম হইতেছে। এবং ইঁনি রছুলে-খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম হইতেছেন, আমার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম লইয়া আসিয়াছিলেন।" তখন ঐ মুর্দ্দার উপর আল্লাহ্‌তাআলার রহমৎ হয়, বেহেশ্‌তের তরফ উহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দেন। আর যদি ঐ মুর্দ্দা বেইমান থাকে, তবে সে মন্‌কের ও নকিরের জওয়াব দিতে পারে না। প্রত্যেক বারে বলে আমি জানি না। তখন তাহার উপর শক্ত আজাব আরম্ভ হয়। এবং দোজখের তরফ উহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দেন।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে আল্লাহ্‌তাআলা হাউজ কওছর দিয়াছেন, তাহার পানি শহদ হইতে মিঠা, এবং দুধ হইতে ছফেদ হইতেছে। তাহার বহুত কুজা আছে, যেমন আছ্‌মানের তারা। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম হাউজ কওছরের উপর বসিয়া, কেয়ামতের দিন আপন উম্মৎকে পানি পিলাইবেন। যে ব্যক্তি তাহা পান করিবে, সে আর কখন ও পেয়াসা হইবে না। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, এবং সমস্ত পয়গম্বর আলায়-হিমুচ্ছালাম, এবং আওলিয়া, এবং নেক মনুষ্য সকল কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তাআলার হুকুম অনুসারে গোনাহ্‌গার লোকদিগের শাফায়াৎ করিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, মোছলমানদিগকে বেহেশ্‌ত মধ্যে বড় বড় নেয়ামত সমস্ত নছিব হইবে। খাইবার জন্য মেওয়া, পান করিবার জন্য শরবৎ, খেদমত করিবার জন্য হুর বিবি সকল, এবং গেল্‌মান্, এবং থাকিবার জন্য ভাল ভাল মোকান, এবং সকল হইতে বড় নেয়ামৎ আল্লাহ্‌ তাআলার দিদার হইতেছে। খোদাওন্দ করিম আপন ফজল ও করম হইতে মোছলমানদিগকে নছিব করিবেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মোহাম্মদ্।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে কাফেরদিগকে দোজখ মধ্যে বড় বড় আজাব হইবে। দোজখের আগুণ, সাপ, বিচ্ছু, গরম পানী, তাওক জিঞ্জির, কাঁটা, বদ্‌বুদার মোকান, এবং তাহাদিগের জন্য আরো বহুৎ আজাব আছে। এবং হামেশা দোজখ মধ্যে আজাবে থাকিতে হইবে, কখনও খালাছ পাইবে না। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে ইমানের সঙ্গে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেন, এবং সমস্ত মোছ্‌লমানদিগকে আজাব হইতে নাজাৎ দেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, যাহা কিছু কোরাণ মজিদ, এবং হাদিছ্‌ শরিফ মধ্যে বেহেশ্‌ত এবং দোজখের আহওয়াল, এবং আগে যাহা হইয়া গিয়াছে, ও পরে যাহা হইবে, লেখা আছে, তাহা সমস্ত হক্ হইতেছে। এবং যে সমস্ত কথা শরিয়তের হুকুম মত হইতেছে, তাহা হক্ হইতেছে, এবং যে কথা কোরাণ মজিদ এবং হাদিছ্‌ শরিফের বর্‌খেলাফ, তাহা বাতিল এবং বুরা হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

এবং আমি ইমান আনিলাম যে, আল্লাহ্‌তাআলা যে সকল বস্তু হালাল করিয়াছেন, তাহা আমি হালাল, এবং যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা আমি হারাম জানিলাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার হালালকে হারাম, এবং হারামকে হালাল জানে, তবে এমন ব্যক্তি মোছলমান নহে, কাফের হইতেছে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মোলানা মোহাম্মদ্

এবং প্রত্যেক মোছলমান ব্যক্তির উপর লাজেম হইতেছে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের সন্তোষের জন্য সমস্ত আহ্লে বয়েৎ, এবং আজ্ওয়াজ্ মোতাহেরাৎ (রা) দিগের সঙ্গে মহব্বৎ, এবং নেক এতেকাদ রাখিবে, এবং সমস্ত ওম্মৎ মধ্যে উঁনাদিগকে আফ্জাল, এবং বেহ্তর জানিবে, এবং উঁনাদিগের সকলের তাজিম করিবে। যখন উঁনাদিগের কাহারও নাম শুনিবে "রাজি আল্লাহ্ তাআলা আন্হু" বলিবে। জানো, আয় বেরাদর, কোরাণ মজিদ মধ্যে উঁনাদিগের বড় তারিফ আছে, এবং হজরৎ পয়গম্বরে-খোদা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম উঁনাদিগের বড় খুবি বয়ান করিয়াছেন। উঁনাদিগের দোস্তদার বেহেশ্তি, এবং উঁনাদিগের দুষমন দোজখী হইতেছে। উঁনাদিগের মধ্যে হজরৎ আবুবকর (রা) হজরৎ ওমার (রা), হজরৎ ওছ্মান (রা), হজরৎ আলি (রা), ছাহেবানদিগকে অফ্জাল্ জানিয়া বহুৎ নেক এতেকাদ রাখিবে এবং তাজিম করিবে।

সপ্তম কলেমা 'রদ্দে কুফর'।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَ اٰمَنْتُ وَ اَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ٥

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজোবেকা মিন্ আন্ ওশরেকা বেকা শাইয়ান্ ওয়া আনা আ'লামু বিহি ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লামা লা-আলামু বিহি তুব্তো আন্হু

ইয়া আল্লাহ বেশক আমি তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি, যেন কোন বস্তুকে তোমার শরিক না করি, এবং যে গোনাহ আমি জানিয়া করিয়াছি, এবং যে গোনাহ আমি না জানিয়া করিয়াছি, সেই সকল গোনাহের জন্য তোমার নিকট মাফি চাহিতেছি। এবং আমি সেই সমস্ত গোনাহ হইতে তৌবা করিলাম, এবং ইমান আনিলাম, এবং বলিতেছি আয় আল্লাহতাআলা তুমি ভিন্ন এবাদৎ বন্দেগীর লায়েক আর কেহই নাই, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, আমাদিগের হেদায়েৎ জন্য আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত রছুল হইতেছেন। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্‌।

শেরেক, কালাম কুফর, ও কঠিন পাপ ইত্যাদির বিবরণ।

আয়ে বেরাদর, এ জমানার বহুৎ লোক শেরেক মধ্যে গেরেপ্তার রহিয়াছে, এবং আসল তৌহিদ লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। সুতরাং যে যে কার্য্য করিলে শেরেক ছাবেৎ হয়, এবং মোছলমান ইমান হইতে খারেজ হইয়া কাফের ও মোশ্‌রেকের দর্জ্জায় পৌছিয়া যায়, তাহার বিষয় আমি নিম্নে লিখিয়া যাইতেছি। মোছলমান ব্যক্তির দেল মধ্যে ইহা খুদিয়া রাখা উচিৎ যে, ইমান এই দুই কথার উপর মৌকুফ আছে মাত্র। আল্লাহ্‌তাআলাকে এক জানা, এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহতাআলার রছুল জানা। আল্লাহ্‌তাআলাকে এক জানা এই প্রকার হইতেছে যে, কাহাকে আল্লাহ্‌তাআলার শরিক না জানে, এবং আল্লাহ্‌তাআলার যত ছেফাৎ আছে, ঐ সকল ছেফাৎ বিশিষ্ট কাহাকে না জানে, এবং আল্লাহতা-আলার জাত এবং ছেফাৎ সমস্তকে কদিম জানে, অর্থাৎ হামেশা হইতে

আছেন এবং হামেশা থাকিবেন, এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লামকে আল্লাহ্‌তাআলার রছুল জানা এই প্রকার হইতেছে যে, রছুলের রাস্তা ভিন্ন অন্ত কাহারও রাস্তায় না চলে, তাঁহার তরিকা ভিন্ন অন্য কাহারও তরিকা এখ্‌তেয়ার না করে। প্রথম কথাকে তৌহিদ বলে, এবং তাহার খেলাফ্‌কে শেরেক বলে। এবং দ্বিতীয় কথাকে এত্তেবা ছুন্নৎ বলে, এবং তাহার খেলাফ্‌কে বেদাআৎ বলে। সুতরাং মোছলমান ব্যক্তিকে চাই যে, আল্লাহ্‌ এবং রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের কালামকে আপন আশল বস্তু জানে। উহাকেই সনদ ধরে, এবং কোরাণ ও হাদিছ্‌ অর্থাৎ শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী চলে। এবং ইহাতে নিজের কোন আকল ও বিদ্যা বুদ্ধির দখল না দেয়। যাহা কোরাণ ও হাদিছ্‌ অনুরূপ হয়, তাহা কবুল করে, এবং যাহা কোরাণ ও হাদিছের বরখেলাফ্‌ হয়, তাহা এখ্‌তেয়ার না করে। তৌহিদ্‌ এবং এত্তেবা ছুন্নৎকে বহুৎ মজবুৎ করিয়া ধরে, এবং শেরেক ও বেদায়াৎ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখে। কারণ শেরেক ও বেদাআৎ এই দুই বস্তু আশল ইমানে খলল্‌ পয়দা করে, এবং বাকি সমস্ত গোনাহ্‌ ইহার নীচে হইতেছে। আল্লাহ্‌-তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ

عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوٰاهُ النَّارُ ●

ভাবার্থ এই ঃ—তহ্‌কিক্‌ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শেরেক করে, পছ তহ্‌কিক্‌ আল্লাহ্‌তাআলা তাহার উপর বেহেশ্‌তকে হারাম করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার থাকিবার স্থান দোজখ হইতেছে।

আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ মজিদ মধ্যে অপর এক স্থানে ফর্ম্মাইয়াছেন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ - وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۔ *

ভাবার্থ এই :—তহ্‌কিক্ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শেরেক করে, আল্লাহ্‌তাআলা ঐ ব্যক্তিকে মাফ করিবেন না; এবং ঐ সমস্ত গোনাহ্ যাহা শেরেক ভিন্ন হয়, তাহা যাহাকে মর্জ্জি হয় মাফ করেন। (অর্থাৎ শেরেকের নীচে যে সমস্ত গোনাহ্ হয় তাহা যাহাকে মর্জ্জি হয় মাফ করেন।) এবং যে কেহ আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শেরেক করিল, তহ্‌কিক্ ঐ ব্যক্তি হক্ হইতে গোমরাহ্ হইল। আয়ে বেরাদর, আল্লাহ্‌-তাআলার রাস্তা ভুলা এ প্রকার ও হইতে পারে যে, হালাল ও হারাম মধ্যে তমিজ না করে, চুরি ও বদ্‌কারি মধ্যে মশ্‌গুল্ হইয়া যায়, নামাজ রোজা ছাড়িয়া দেয়, বিবি এবং সন্তানাদির হক্ আদা না করে, মা বাপের সঙ্গে বেআদবি করে। কিন্তু যে শেরেক মধ্যে পড়িল, সে সকল হইতে আল্লাহ্‌তাআলার রাস্তা জেয়াদা ভুলিল। কারণ ঐ ব্যক্তি এমন গোনাহ্ করিল যে, তাহার ইমান গেল, দায়রা এছ্‌লাম হইতে খারেজ হইল, বেহেশ্‌ত তাহার জন্য হারাম হইল, আল্লাহ্‌তাআলা তাহার গোনাহ্ কখনও মাফ করিবেন না। হজরৎ মাআজ্ এব্‌নে জবল (রা) নকল করিয়াছেন যে, ফর্ম্মাইয়াছেন আমাকে রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম যে, আল্লাহ্‌তাআলার শরিক কাহাকে

সুতরাং আয়ে ভাই মোছলমান সকল, শেরেক হইতে বহুৎ বাচিয়া চলিবে। যদি কোন জালেম তোমাকে আগুণের মধ্যে জ্বালাইয়া দেয়, কিম্বা তোমাকে কতল্ করে, তাহা হইলেও তুমি আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে কাহাকে শরিক করিও না। আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

হাদিছ্ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে যাহার ভাবার্থ এই :—হজরৎ জায়েদ এব্নে খালেদ্ (রা) নকল করিয়াছেন, পয়গম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম আমাদিগকে হুদাইবিয়া মধ্যে ফজরের নামাজ পড়াইলেন বৃষ্টি হইবার পরে, (ঐ রাত্রে পানি বর্ষিয়াছিল)। তৎপর যখন নামাজ পড়িয়া বসিলেন, তখন লোকদিগের তরফ মুখ করিলেন। ফের বলিলেন জান কি তোমরা, কি ফর্ম্মাইলেন তোমাদিগের রব? লোক সকল উত্তর করিল যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রছুলই ভাল জানেন। বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলা ফর্ম্মাইলেন যে, আজ ফজরের সময় আমার বাজে বান্দা মুমিন হইয়া গিয়াছে, এবং বাজে বান্দা কাফের হইয়া গিয়াছে, যেহেতু যে বলিয়াছে আমি বৃষ্টি পাইয়াছি, আল্লাহ্ তাআলার ফজলে এবং আল্লাহ্ তাআলার রহমতে, তবে ঐ ব্যক্তি আমার উপর একিন আনিয়াছে, এবং ছেতারার মনকের হইয়াছে। এবং যে ব্যক্তি বলিয়াছে আমি বৃষ্টি পাইয়াছি ফলানা ফলানা ছেতারা হইতে, তবে ঐ ব্যক্তি আমার মনকের হইয়াছে, এবং ছেতারার উপর একিন আনিয়াছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীর কারবারকে ছেতারার তাছিরের জন্য হয়, এ প্রকার এতেকাদ করে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা আপনার মনকের দিগের মধ্যে গণ্য করেন, এবং ছেতারা পূজ নেওয়ালাদিগের মধ্যে গণ্য করেন, এই প্রকার এতেকাদ্ করা শেরেক হইতেছে, এবং যে কেহ এই সমস্ত কারবার ও কারখানাকে আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে এতেকাদ করে, তাহা হইলে উহাকে আল্লাহ্ তাআলা আপন মকবুল বান্দাদিগের

মধ্যে গণ্য করেন। এই হাদিছ্ হইতে মালুম হইল, যে ব্যক্তি নেক্ ও বদ্ ছায়াৎ মানিতে লাগিল, এবং পঞ্জিকা দেখিয়া ভাল মন্দ তারিখ, এবং দিনের মঙ্গল অমঙ্গল অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং নজ্জুমি, অর্থাৎ গণনাকারক দিগের কথার উপর একিন করিতে লাগিল, এমন ব্যক্তি দিন এছলাম হইতে যুদা হইয়া গেল। কারণ নজ্জুমদিগকে মানা ছেতারা পরস্তের (তারা পুজার) কাম হইতেছে। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আয়ে বেরাদর, দুনিয়া মধ্যে আপন এরাদায় নিজের হুকুম জারি করা, এবং প্রত্যেক বস্তু দূরে হউক কিম্বা নিকটে হউক, ছিপা হউক কিম্বা খোলা হউক, পুশিদা হউক কিম্বা জাহেরা হউক, অন্ধকারের মধ্যে হউক কিম্বা আলোকের মধ্যে হউক, আছ্মানের মধ্যে হউক, কিম্বা জমিনের মধ্যে হউক, পাহাড়ের উপর হউক, কিম্বা সমুদ্রের তলে হউক, তাহার খবর প্রত্যেক সময়ে বরাবর রাখা, এবং নিজের ইচ্ছাতে মারা এবং জেন্দা করা, রোজির কোশায়েশ ও তঙ্গি করা, তন্দুরুস্ত ও বেমার করা, ফতেহ্ ও সেকেস্ত দেওয়া, মোরাদ সকল পুরা করা, বেমারি ও বালা দফে করা, মুস্কিলের সময় দস্তগিরি করা, এই সমস্ত আল্লাহ্তাআলার শান হইতেছে। যে কেহ এই সমস্ত ক্ষমতা অন্যের আছে বলিয়া ছাবেৎ করে, এবং তাহার নিকট মোরাদ চাহে, এবং তাহার নজর ও নেয়াজ মানে, এবং তাহাকে মছিবতের সময় ডাকে, এমন ব্যক্তি মোশ্রেক হইতেছে, এই প্রকার আকিদা করা মহজ্ শেরেক হইতেছে। আমাদিগের দেশে আকছের জাহেল লোক সকল পিরদিগের, যেমন পির, গাজি, মাদার, নেংড়া পির ইত্যাদি, এবং হিন্দু জাতির বোতদিগের—যেমন কালি, মনসা, লক্ষ্মী, শীতলা, শুবচুনি, কামরূপ-কামাখ্যা, হাড়িঝি, পাঁচ, পাঁচি ইত্যাদিকে মুস্কিলের সময় ডাকিয়া থাকে, এবং বেমার বালা দফে হইবার জন্য, এবং মোরাদ

বালাকে রদ্দ করিবার জন্য, নিজের বেটা বেটীদিগকে উহাদিগের তরফ নেছবৎ করিয়া থাকে, কেহ আপনার বেটার নাম নবি বকস্, আলি বখশ্, কেহ হোছেন বখ্‌শ্, কেহ পাঁচ, কেহ পাঁচি, কেহ মাদার ইত্যাদি রাখে, এবং উহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, কেহ কোন বেদিন ফকিরের নক্‌শি পড়া আনিয়া সন্তানের গলায়, কিম্বা সন্তানের মায়ের গলায় পরাইয়া দেয়, কেহ কাহারও নামে মানস করিয়া মাথায় চুল রাখে, এই প্রকার সমস্ত কার্য্য শেরেক হইতেছে। বোত পরস্তির পোষকতা ও মদদগারি করা, যেমন কালি-পূজা, দুর্গা পূজা, চড়ক পূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী পূজা, মহালয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, বাশন্তি পূজা, শ্রীপঞ্চমী সরস্বতী পূজা, পুন্যাহ দিনের পূজা, রাসযাত্রা (শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া বিশেষ), ঝুলন যাত্রা, মনশা পূজা, কার্ত্তিক পূজা, লক্ষ্মী পূজা, স্নান যাত্রা ইত্যাদিতে চাঁদা দেওয়া, কিম্বা পাঁঠা, ডাব, ইক্ষু, ফল, বাঁশ, শামিয়ানা, দুগ্ধ, কলা বা শারিরীক পরিশ্রমের দ্বারা, কিম্বা কোন সহায়তা সুচক কথা ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করা, শেরেক হইতেছে। আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন গায়েবী কথা কেহ জানে না। গণনা কারক যে হাত দেখিয়া, কিম্বা শরীরের অন্য কোন লক্ষণ দেখিয়া গায়েবী কথা বলে, ইহা শেরেক হইতেছে। গায়েবী কথা বোল্‌নেওয়ালা এবং উহা বিশ্বাস কর্ণেওয়ালা উভয়ে মোশ্‌রেক হইতেছে। কতক জাহেল লোক বৃহস্পতি বারে, কিম্বা অপর দিনে তাহাদিগের মাচা ও বাক্‌স হইতে কোন বস্তু বাহির করিয়া কাহাকে ধার কর্জ্জ দেয় না, তাহাদের বিশ্বাস যে, লক্ষ্মী বেজার হইবে, লক্ষ্মী বেজার হইলে গৃহস্থালি হইতে বর্কৎ চলিয়া যাইবে, এই প্রকার সমস্ত কার্য্য শেরেক হইতেছে। আমাদিগের দেশে কতক জাহেল লোক নৌকাতে তেজারৎ করিতে যাইতে হইলে, নৌকা ছাড়িবার সময় "পাঁচ পির গাজির বদর" চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে নৌকা ছাড়িয়া যায়, এবং দেলে আকিদা রাখে, ঐ সমস্ত পির নাফা লোকছানের

মালেক, এবং বিদেশে ঝড় তুফান আপদ বালা হইতে বাঁচাইবে, ইহা শেরেক হইতেছে। কোন মোছলমান ব্যক্তি এরূপ এতেকাদ্ করিবে না। বরং নৌকায় তেজারতের জন্য যাইতে হইলে আল্লাহ্ তাআলাকে এয়াদ করিয়া যাইবে। তাহা হইলে তেজারতে বর্কৎ হইবে। কোন প্রকার বেমার বালাতে, কিম্বা সাপ বিচ্ছুতে কামড়াইলে, বোত পরস্তদিগকে ডাকিয়া ঝাড়াইবে না, এবং তাহাদিগের পানি পড়া, তেল পড়া, বেত পড়া, নক্শি পড়া ব্যবহার করিবে না, এবং উহাদিগের তন্ত্র মন্ত্র পড়িবে না, এবং পড়াইবে না, এই সমস্ত কার্য্য শেরেক হইতেছে। কারণ ঐ সমস্ত মন্ত্রে বোতের নাম থাকে। প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি বোত পরস্তগণের তন্ত্র মন্ত্র পড়িল কিম্বা পড়াইল, সেই ব্যক্তি যেন বোতদিগকে সত্য জানিল, এবং বোত সকলের বেমার বালা দূর করিবার কুদরৎ আছে বিশ্বাস করিল, এমন ব্যক্তি মোশ্রেক হইতেছে। যদি কাহাকে সাপে কামড়ায়, তবে ওজু করিয়া যে স্থানে সাপে কামড়াইয়াছে, ঐ স্থানে ছুরা এখ্লাছ পড়িয়া দম করিবে। কিম্বা আল্লাহ্ পাকের এই মোবারক নাম "এয়া আহাদো" ইহা পড়িয়া ফুক দিবে, তাহা হইলে ইন্শাআল্লাহ্ সাপের বিষ পানি হইয়া যাইবে, এবং রোগী আরাম পাইবে ইন্শা আল্লাহ্ তাআলা। উহা ঝাড়িবার তদ্বির এই :—যে পর্য্যন্ত শাপের বিষ উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার এই মোবারক নাম "এয়াআহাদো" পড়িয়া ৫, ৭ মিনিট পর্য্যন্ত ফুক দিতে থাকিবে, তাহা হইলে শাপের বিষ নষ্ট হইয়া নীচের দিকে নামিয়া যাইবে, তখন রোগীর পায়ের পাতা টাটাইতে থাকিবে, তখন পায়ের আঙ্গুলের মাথায় কোন ধারালো বস্তু দ্বারা, কিম্বা মোটা শুচের দ্বারা সামান্য ছিদ্র করিয়া টিপিয়া দিলে বিষ রক্ত বাহির হইয়া যাইবে, এবং রোগী আরাম পাইবে ইন্শা আল্লাহ্ তাআলা ; তবে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, ঐ বিষ মিশ্রিত রক্ত যাহা বাহির হইবে, তাহা অন্যের শরীরে না লাগে।

কারণ এক স্থানে আমি এইরূপ দেখিয়াছি, ঐ বিষাক্ত রক্ত দুই ব্যক্তির শরীরে লাগিয়াছিল, ঐ দুই ব্যক্তির শরীরেই বিষে আছর করিয়াছিল। পুনঃ তাহাদিগকে ও ঝাড়িতে হয় ও আরাম পায়। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন। যাহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি আপন মোছলমান ভাইকে বলে আয়ে কাফের, পছ্‌ বার বার এই কল্‌মা ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির উপর রূজু করিবে। ইহা হজরৎ মছ্‌লেম এবং হজরৎ বোখারি (র) বাহির করিয়াছেন। যদি কোন মোছলমান কোন মোছল্‌মানকে কাফের বলে, এবং হকিকতে ঐ ব্যক্তি কাফের নহে, কিম্বা মালাউন কহে, এবং ঐ ব্যক্তি উহার লায়েক নহে, তাহা হইলে বোল্‌নেওয়ালা খোদ কাফের ও মালাউন হয়। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বলে, যদি তুমি খোদা হও, তবুও আমি, আমার হক তোমার নিকট হইতে লইব, তবে কাফের হইবে। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলিল যে, তুমি খোদাকে এমন এক্তেয়ার মধ্যে করিয়া রাখিয়াছ, যে তুমি যাহা বল তিনি তাহা করেন, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। যদি কেহ কাহাকে বলে যে, খোদা তোমার উপর জুলুম করিতেছেন, কিম্বা বলে কোন মোকান খোদা হইতে খালি নাই, এবং আল্লাহ্‌তাআলা উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, কিম্বা বসিয়া আছেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। যদি কেহ বলে যে, আমি ছওয়াব্‌ এবং আজাব হইতে পাক্‌ আছি, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। এক ব্যক্তি বিবাহ করিল, এবং ঐ মোকামে কোন সাক্ষী ছিল না, তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্‌ এবং রছুল ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে সাক্ষী করিলাম, কিম্বা ফেরেশ্‌তাকে সাক্ষী করিলাম, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইতেছে, এবং কাফের হইবে। যখন আল্লাহ্‌তাআলার শানেতে এমন চিজ বয়ান করিবে, যাহা আল্লাহ্‌তাআলার শানের লায়েক নহে,

কিম্বা আল্লাহ্ তাআলার কোন মোবারক নাম, কিম্বা ছেফাতের উপর ঠাট্টা করিবে, কিম্বা আল্লাহ্ তাআলার কোন ওয়াদাহ্ (যেমন নেককারের জন্ত নেয়ামত বেহেশ্ত) কিম্বা ওয়াইদের উপর (যেমন বদকারের জন্ত আজাব দোজখ) এঙ্কার করে, কিম্বা কাহাকে আল্লাহ্ তাআলার শরিক করে, কিম্বা কাহাকে আল্লাহ্ তাআলার বেটা কিম্বা বেটী মকরর করে, কিম্বা আল্লাহ্ তাআলাকে নাদানি কিম্বা, আজিজি, কিম্বা নোক্ছানির তরফ নেছবৎ করে, তাহা হইলে এই সমস্ত কার্য্যে মনুষ্য কাফের হইয়া যায়। যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই কাজ করিতে যদি হুকুম করেন, তবে আমি করিব না, তাহা হইলে বেশক্ কাফের হইবে। যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমার জবানের সঙ্গে পারেন না, আমি কেমন করিয়া পারিব ? তবে সে কাফের হইবে। যদি কেহ বিবিকে বলে যে, তুমি খোদা হইতে আমার জেয়াদা পেয়ারি হইতেছ, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে আমার জন্ত উপরে আল্লাহ্ আছেন, এবং নীচে তুমি আছ, তবে ইহা কুফর কালাম হইবে। যদি কেহ বলে যে, আমি বেহেশ্ত মধ্যে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখিতেছি, তবে ইহা কুফর কালাম হইতেছে। যদি কেহ বলে আয় আল্লাহ্ তাআলা তুমি আমার উপর রহমত করিতে কছুর করিও না, তবে ইহা কুফর কালাম হইতেছে। যদি কেহ কাহাকে বলে, মিথ্যা কথা বলিও না, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, মিথ্যা কথা কি জন্ত হইয়াছে ? এই জন্ত মিথ্যা হইয়াছে যে, লোকে বলিবে, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কাহাকে বলা যায়, আল্লাহ্ তাআলার রেজা-মন্দি তালাশ কর, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ তাআলার রেজামন্দি আমার আবশ্তক নাই, কিম্বা বলে যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বেহেশ্ত মধ্যে দাখেল করেন, তবে আমি এবাদৎ করিব, কিম্বা যদি কাহাকে বলা যায়, আল্লাহ্ তাআলার নাফর্ম্মানি করিও না, যদি করিবে আল্লাহ্-

তাআলা তোমাকে বেশক্ জাহান্নামে দাখেল করিবেন, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি জাহান্নামের আন্দেশা করি না, কিম্বা যদি কাহাকে বলা যায় যে, তুমি বহুৎ খাইও না, যদি বহুৎ খাইবে তোমাকে বেশক্ আল্লাহ্ দোস্ত রাখিবেন না। পছ, তাহার উত্তরে যদি ঐ ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ তাআলা হয় দুস্মন রাখুন, কিম্বা দোস্ত রাখুন, আমি জেয়াদা খাইয়া থাকি, এই সমস্ত কুফুর কালাম হইতেছে। যদি কেহ বলে যে, তুমি তোমার বিবির সঙ্গে পারিয়া উঠিলে না? ঐ ব্যক্তি বলিল যে, আল্লাহ্-তাআলা আওরত দিগের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না, আমি কেমন করিয়া পারিব? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোরাণ শরিফের আয়েতের এঙ্কার করে, কিম্বা কোন আয়েৎ শরিফের উপর হাসি তামাশা করে, কিম্বা আয়েব করে, (কিম্বা কেহ কোরাণের অর্থের উল্‌টা অর্থ বানাইয়া বয়ান করে), তাহা হইলে এই সকল কার্য্যে কাফের হইবে। (তাম্বিহল গাফেলিন)

হজরৎ আবুবকর ছিদ্দিক (রা) এবং হজরৎ ওমার (রা) ছাহেব দিগকে বুরা বলিলে কাফের হয়। আল্লাহ্ তাআলার দিদারের এঙ্কার করিলে কাফের হয়। এবং আল্লাহ্ তাআলার জেছম আছে, এবং হাত পাও আছে, এরূপ বলিলে কাফের হয়। যদি কুফরি কালামকে কুফরি কালাম না জানিয়া আপন এক্তেয়ারে বলিবে, তবে আক্‌ছের আলেমদিগের নজদিগে কাফের হইবে, এবং না জানিবার ওজর কবুল হইবে না। যদি কুফর কালাম বেগায়ের কছদ্ জবান হইতে বাহির হয়, তবে কাফের হইবে না। (কিন্তু তোবা করা সর্ত্ত হইতেছে।) যদি এক মুদ্দৎ দারাজের পরে কাফের হইবার এরাদা করিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কাফের হইয়া যাইবে। যদি কাতাই (খাটি) হারামকে হালাল, কিম্বা কাতাই হালালকে হারাম বলিবে, কিম্বা যদি ফরজকে ফরজ্ জানিবে না, তাহা হইলে কাফের

হইবে। যদি এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি আল্লাহ্‌তাআলাকে ডরাও না, তাহার উত্তরে সে যদি বলে যে, না, ডরাই না, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি কাফের হইবে; কিন্তু মোহাম্মদ এব্‌নে ফজল (র) ছাহেবের নজদিক্ এই হইতেছে যে, যদি কাতাই গোনাহ্‌ মধ্যে এইরূপ এঙ্কার করিবে, তবে কাফের হইবে, তাহা না হইলে হইবে না। যদি বলে আল্লাহ্‌তাআলা তোমার মোকাবেলায় কেফায়েৎ করে না, (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা তোমার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারে না), আমি তোমার সঙ্গে কিরূপে কেফায়েৎ করিতে পারিব? তাহা হইলে সে কাফের হইবে। যদি কাহার ও বেটা মরিয়া যায়, এবং সে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্‌তাআলা উহার মহ্‌তাজ ছিলেন, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কেহ কাহারও উপর জুলুম করে, এবং মজলুম ব্যক্তি বলে যে, আয় খোদা তুমি উহাকে কবুল করিও না, যদি তুমি উহাকে কবুল করিবে, আমি কবুল করিব না, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি আল্লাহ্‌তাআলার আজাব এবং ছওয়াব্‌ হইতে বেজার আছি, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, আল্লাহ্‌তাআলার কছম, এবং তোমার পায়ের কছম, তবে কাফের হইবে। যদি বলে রোজি আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে পাওয়া যাইয়া থাকে, কিন্তু বন্দাদিগকে তালাশ করিয়া লওয়া জরুর চাই, (অর্থাৎ তালাশ করিয়া না লইলে কখনই পাইবে না) এইরূপ বলিলে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, ফলানা ব্যক্তি যদি নবি হয়, তবে আমি তাহার উপর ইমান আনিব না, কিম্বা এমন কথা বলে যে, যদি কেব্‌লা ঐ তরফ হইবে, তবে নামাজ পড়িব না, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন পয়গাম্বর আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের এহানৎ করে, অর্থাৎ তাঁহাকে হেকারৎ (নিন্দা) করে, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, যদি হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালাম গেহু না খাইতেন, তবে আমরা বদ্‌বখ্‌ত হইতাম না, তবে কাফের হইবে।

যদি কেহ বলে যে, পয়গাম্বর আলায়হেচ্ছালাম এইরূপ করিতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, ইহা বে-আদবি হইতেছে ; তবে কাফের হইবে। যদি কেহ বলে, নাখুন তারাশ্না ছুন্নত হইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, যদিও ছুন্নৎ হইতেছে, কিন্তু আমি তারাশিব না, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ আমর্ মারূফ্, অর্থাৎ শরিয়ৎ মত হেদায়েৎ করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার কওল্ অর্থাৎ বাক্যকে রদ্ করিবার জন্য বলে যে, তুমি এ কি শোর ও গোল মাচাইয়াছ ? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ফাছেক ব্যক্তি কোন মুত্তাকিকে বলে যে, আইস মোছলমানির ছায়ের করি, এবং ফেছেকের মজলিশের তরফ এশারা করে (যেমন বেশ্যালয়, মদ গাঁজার দোকান, কিম্বা গান বাজনার মজলিশ ইত্যাদি), তবে কাফের হইবে। যদি কোন স্ত্রীলোক বলে যে, দানেশমন্দ আলেম শওহরের উপর লানৎ হউক, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, যে পর্য্যন্ত আমাকে হারাম মিলে, আমি কেন হালালের তরফ যাইব ? তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বেমারির হালতে বলে, যদি তুমি চাও আমাকে মোছলমান মারো, কিম্বা কাফের মারো, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি এক ব্যক্তি আজান দেয়, অপর এক ব্যক্তি বলে যে, তুমি মিথ্যা বলিলে, তবে কাফের হইবে। যদি কেহ পয়গাম্বরে খোদা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবের আয়েব করিবে, তবে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্তাআলা তুমি আমার উপর যদি রোজি কোশাদাহ না কর, তবে আমার উপর জুলুম করিও না, তাহা হইলে কাফের হইবে। (কারণ আল্লাহ্তাআলার উপর জুলুমের এতেকাদ করা কুফর হইতেছে।) যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে নামাজ পড়িতে বলে, ঐ ব্যক্তি বলে যে, তুমি এত মুদ্দৎ নামাজ পড়িয়া কি হাছেল করিয়াছ ? কিম্বা যদি বলে যে, এত মুদ্দৎ আমি নামাজ পড়িয়া কি হাছেল করিয়াছি ? তবে

কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন আওরতকে বলে, তুমি মর্তেদ্ হইয়া যাও, অর্থাৎ বেদিন হইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি তোমার শওহর হইতে যুদা হইয়া যাইবে, এরূপ বোল্‌নেওয়ালা কাফের হইয়া যাইবে। নিজের জন্য হউক, কিম্বা অন্যের জন্য হউক, কুফরের উপর রাজি হওয়াও কুফর হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি আর্জ্ করে, এবং বলে যে, যদি জেনা কিম্বা জুলুম কিম্বা নাহক্ কতল হালাল হইত, তবে কি উত্তম হইত? তবে কাফের হইবে। মস্তকি মধ্যে লিখিত আছে, বিবি ও খছম্ মধ্যে এক জনা মর্তেদ্, অর্থাৎ বেদিন হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের নেকাহ টুটিয়া যায়, কাজির হুকুমের আবশ্যক করে না। যদি কোন ব্যক্তি আতশ্ পরস্তের মত টুপি মাথায় দেয়, কিম্বা হিন্দুদিগের মত লেবাছ পোশাক করে, বাজে আলেম সকল বলিয়াছেন যে, কাফের হইবে; এবং বাজে আলেম সকল বলিয়াছেন যে, কাফের হইবে না; এবং বাজে মোতাখরিন্ ওলামা বলিয়াছেন যে, যদি জরুরৎ বশতঃ পরিধান করিবে, তবে কাফের হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি ছগিরা কিম্বা কবিরা গোনাহ্ করে, এবং অন্য ব্যক্তি তাহাকে তোবা করিতে বলে, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি যদি বলে, আমি কি করিয়াছি যে তোবা করিব? তবে কাফের হইবে। যদি কেহ হারাম মাল দ্বারা ছদ্‌কা করে, এবং ছওয়াবের উমেদ রাখে, তবে কাফের হইবে। ছদ্‌কা লেনেওয়ালা যদি জানে যে, ঐ ছদ্‌কা হারাম মাল হইতে দিয়াছে, ইহা জানা সত্বেও যদি দোওয়া করে, এবং ছদ্‌কা দেনেওয়ালা আমিন বলে, তাহা হইলে উভয়ে কাফের হইবে। যদি এক ব্যক্তি বলন্দ স্থানে বসিয়া যায়, এবং অন্যান্য লোক সকল, উহাকে হাসি তামাশা করিয়া শরিয়তের মছআলা জিজ্ঞাসা করে, এবং ঐ ব্যক্তি হাসি ঠাট্টার ন্যায় তাহার জওয়াব দেয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। (যেমন এক তাড়ি পিনেওয়ালা বলে "লাল্ কেতাব্ মে লিখ্‌খা হায় ইয়ুঁ; তাড়ি পিয়েজে

নেহি কেঁও।) দিন এছলামের অলুমের সঙ্গে (অর্থাৎ কোরাণ হাদিছের সঙ্গে) হাসি তামাশা করা, হাসি কর্ণেওয়ালা বলন্দ স্থানে হউক, কিম্বা নিম্ন স্থানে হউক, কুফর হইতেছে। যদি কেহ বলে যে, আলেমের মজলিশে আমার কি কাজ আছে? কিম্বা যদি বলে, যেসকল কথা আলেমগণ করিতে বলে, তাহা কে করিতে পারে? কিম্বা বলে যে, আমি আলেম-দিগের হিলা মানি না, (ইহাতে হাদিছ ও কোরাণের এঙ্কার হইল) তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি বলে যে, টাকা আবশ্যক, এলেম (দিনের এলেম) কি কাজে আসিবে, তবে কাফের হইবে। যদি বলে যে, এ এলেম সকলকে (দিনের এলেম) কে শেখে? ইহা তো কেচ্ছা কাহিনী হইতেছে, কিম্বা এমন বলে যে, ইহা তো মকর ও ফেরেব হইতেছে, তবে কাফের হইবে। কোরাণ মজিদের আয়েৎ শরিফের সঙ্গে হাসি তামাসা করা কুফর হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি বিছ্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া শরাব পান করিবে, কিম্বা জেনা করিবে, তবে কাফের হইবে। যদি বিছ্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া হারাম খাইবে, তাহা হইলেও কাফের হইবে। কোন কোন নাদান মোছল্‌মান খানা মেজ্‌মানিতে নিমক দিতে বিলম্ব হইলে হাসি তামাসা ঠাট্টা করিয়া বলে "বিছ্‌মিল্লাহ্‌র গুড়ী দেও" এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। যদি রমজান মোবারক আইসে, এবং বলে যে, কি রাঞ্জ্‌ মাথার উপর আসিল, তবে কাফের হইবে। দস্তরুল্‌ কুজ্জাৎ মধ্যে এমাম হজরৎ জাহেদ আবুবকর (র) হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাফেরদিগের ইদের দিন, যেমন মজুছ্‌ (আতশ্‌ পরস্ত) দিগের নওরোজ, এবং এই প্রকার যে ব্যক্তি হিন্দুদিগের হুলি, দেওয়ালি এবং দশহরা ইত্যাদিতে যাইবে, (অর্থাৎ বেদিনের পর্ব্ব মধ্যে যাইবে) এবং কাফেরদিগের সঙ্গে বাজির মধ্যে শরিক হইবে (অর্থাৎ ঐ পর্ব্বের খেলা, রঙ্গ, তামাশা মধ্যে শরিক হইবে) তাহা হইলে কাফের হইবে। যে মালাউন, পয়গাম্বর

ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহেবকে গালি দেয়, কিম্বা এহানৎ করে, কিম্বা উনার দিনের হুকুমের মধ্যে, (অর্থাৎ সরিয়তের কোন হুকুমকে) কিম্বা উনার ছুন্নত মোবারক মধ্যে, কিম্বা উনার ছেফাৎ সকলের মধ্যে কোন ছেফাতের আয়েব করে, যদিও হাসি তামাশার মত করে, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইতেছে। সমস্ত ওম্মৎ এই কথার উপর একিন রাখে যে, নবিদিগের মধ্যে যিনিই হউন, উনার যনাবে বে-আদবি করা, এবং উনাকে খফিফ্ জানা (অর্থাৎ হাকির জানা) কুফর হইতেছে। বে-আদবি কর্ণেওয়ালা যদি হালাল জানিয়া করিয়া থাকে, কিম্বা হারাম জানিয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে বলে, নবির চলন মত চল, তাহার উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলে যে, নবির চাল্ বে-আন্দাজ, (অর্থাৎ নবির তরিকা হদ্ হইতে বাহের) তবে কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি জুলুম করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি বলে, আল্লাহ্‌তাআলা কানা হইতেছেন যে দেখেন না (অর্থাৎ ঐ জালেমের উপর গজব নাজেল করেন না), তবে কাফের হইবে। কোন ব্যক্তি কাহাকে বলে, তোর সঙ্গে কেউ পারে না, আমিও পারি না, আল্লাহ্ ও পারেন না ? তবে কাফের হইবে।

এক ব্যক্তির কথা কোন মজলেছ মধ্যে হইতেছে, এমন সময় সেই ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, অনেক নাদান লোকে এতেকাদ করে ও বলে, তোমার খুব হয়াৎ আছে, এইরূপ এতেকাদ করা ও বলা কুফর হইতেছে। হয়াৎ আছে কি না এক আল্লাহ্‌পাক ভিন্ন কেহ জানে না ; সুতরাং এইরূপ কথা বলা গায়েবের কথা বলা হইল, আর যে গায়েব কথা বলিবে মোশ্রেক হইয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ কালাম কেহ বলিবেন না। নিজের শরীরের উপর বেশী মাছি পড়িলে, ও বেঙ্গ ডাক দিলে, এবং বাতাস বেশী চলিলে, ও দাড়ি পাখী (যাহাকে

দাইয়কা পাখী বলে) সারি ধরিয়া (লাইন ধরিয়া) এক দিক হইতে অন্য দিকে উড়িয়া গেলে, এবং গোওালিয়া পোকা উড়িলে, ও উলি পোকা দলে দলে মাটীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া উড়িলে, এবং আমাবস্যা ও পুর্নিমা নিকটে আসিলে, এবং শরীরে দাউদ খুজ্‌লাইলে অনেকে বলে যে, বৃষ্টি ও ঝড়ি হইবে, এইরূপ বলা ও এতেকাদ্‌ করা কুফর হইতেছে। বৃষ্টি না হইলে অনেক নাদান লোকে বলে কল্লাপাতের বোড়ায়, বা নাগভাষানির বোড়ায়, বা কাচ্চা ডোলানির বোড়ায়, বা আড়ংগের ডাওরে বা বুড়া বুড়ীর ডাওরে বৃষ্টি হইবে, এইরূপ এতেকাদ করা, ও বলা কুফর হইতেছে; এইরূপ বোল্‌নেওয়ালা ও এতেকাদ কর্নেওয়ালা মোশ্রেক হইবে, কারণ গায়েব কথা বলা হইল। বতের ভাত, বা হিন্দু বথ পূজার ভাত, কোন কোন স্থানে আশ্বিন মাসের শেষ তারিখে রন্ধন করে, ও কার্ত্তিক মাসের প্রথম তারিখে খায়, বাজে নাদান মোছল্‌মানের স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এতেকাদ করে যে, এই ভাত খাইলে সন্তান হবে, এইরূপ এতেকাদ করিয়া তাহা ভক্ষন করা, এবং ঐ ভাত আনিয়া মুরগ মুর্গিকে এই এতেকাদ করিয়া খাওয়ায় যে, বৎসরের মধ্যে আপদ বালা হইবে না, এইরূপ এতেকাদ করা, ও ইহার উপরে আমল করা কুফর হইতেছে। পূজার যোগ উপস্থিত হইলে, অনেক গ্রাম্য লোকে মনস্থ করিয়া কাল পাঠা, ছাগল ও কলা ইত্যাদি সকল সময়ে বিক্রয় না করিয়া, সেই পূজার সময় বিক্রয় করিব বলিয়া রাখিয়া দেয়, ও পূজার সময় আসিলে বিক্রয় করে, এবং বলে যে, পূজা আসিয়াছে ভাল হইয়াছে, মূল্য বেশী পাওয়া যাইবে, ইহাতে শেরেকের তাইদ ও মদদগারি হইল, বোৎপরস্তি উপলক্ষে অন্তকরণে খোশ্‌ ও রাজি হওয়াও পাওয়া গেল, ইহা কুফর হইতেছে। অনেক নাদান মোছল্‌মানেরা কথা বলিতে বলিতে বলিয়া

কোন মনুষ্যকে গয়া, সীতাকুণ্ড তীর্থ করিতে উপদেশ দেওয়া কুফর হইতেছে। মনসা পুজার সময় কোন মোছলমানকে বলিয়া দেওয়া, যে নাগ পূজা কর, অর্থাৎ মনসা পূজা কর, বা তাহার সাহায্য কর, তাহা হইলে শাপে কামড়াইবে না, এইরূপ উপদেশ দেওয়া কুফর হইতেছে। চীচকের বেমার হইলে শীতলার ডালা দেওয়া, মাছ গোস্ত ঐ বাড়িতে আনিতে ও খাইতে নিষেধ করা কুফর হইতেছে। ফাছেক বদমাইশ নামাজ পড়াকে ঠাট্টা করিয়া পশ্চিম মুখে আছাড় খাওয়া বলে, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে, এমন কথা বোল্‌নে ওয়ালা কাফের হইবে, সুতরাং তাহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে। ফাছেক বদমাইশ রমজান শরীফে রোজাকে মুখে কামইর (ঠুলি) লাগিয়াছে বলিয়া ঠাট্টা করে, এইরূপ ঠাট্টা করিয়া বলা কুফর হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি হজ করাকে গয়া বা সীতাকুণ্ড যাওয়া বলে, কিম্বা এইরূপ বলে যে, হজ করিলে মানুষ চোর ও মিথ্যাবাদী হয়, কিম্বা বলে হজ করা ভাল নহে, তবে কাফের হইবে, ও তাহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, হিন্দু জাতির মধ্যে তালাক নাই, ইহা খুব ভাল, মোছলমান জাতির মধ্যে তালাক আছে, তদ্‌জন্য মৌলবিরা কত হিলা করে, এইরূপ যে বলিবে কাফের হইবে, ও তাহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে। যদি কেহ বলে মোছলমান এক ব্যক্তি মরিলে বহু লোক তর্কা পায় (তর্কা মানে অংশ) সুতরাং ঘরটা বিরানা হইয়া যায়, হিন্দু জাতির মেয়েরা তর্কা (অংশ) পায় না, ইহা কি ভাল প্রথা ! অর্থাৎ এই প্রথাকে ভাল বলা কুফর হইতেছে, এমন ব্যক্তি দিন এছলাম হইতে খারেজ হইয়া যাইবে, তাহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে। যদি কেহ বলে শুদ খাইলে মোছলমান ধনবান হইতে পারিত, শুদ না খাওয়াতে মোছলমানেরা অধপাতে যাইতেছে, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ।

যদি কেহ তুচ্ছ ভাবে বলে, নামাজ রোজা না করিলে কি হয়, তবে কাফের হইবে। কোন পয়গাম্বর আলায়হেচ্ছালামকে অস্বিকার করা, কিম্বা রছুলগণের কোন ছুন্নতকে নাপছন্দ করা কুফর হইতেছে। মোছল্‌মানগণ এয়াদ রাখিবেন, দাড়ি লম্বা করিয়া রাখাও রছুল দিগের ছুন্নতের মধ্যে এক ছুন্নত হইতেছে, মোছল্‌মান ব্যক্তি দাড়ি নাজায়েজ ভাবে কাটা ছাটার অগ্রে, ও খুর দিয়া কামানের অগ্রে, তাহার ইমানের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। কোন প্রকারের ছুন্নত, যেমন দাড়ি রাখাকে এহানৎ করিয়া, দাড়ি মোড়াণকে ভাল জানিয়া, দাড়ি মোড়ান ও খুর দ্বারা কামানো কুফর হইতেছে। যদি কেহ দাড়ি রাখা, লম্বা কোর্ত্তা, পাগ্‌ড়ী, মেছ্‌ওয়াক, ঢেলা কুলুখ ইত্যাদি ব্যবহার করা খারাপ প্রথা, মনে করিবে, ও এই সকল কেবল মাত্র খোনকারি দস্তর বা মোল্লাগিরি বলিবে, তবে কাফের হইবে। লম্বা পিরান ও চোগা পরিধান করিলে আলামতারা ও লীলাফে গায় দিয়াছে বলা, কোরান কিম্বা আরবী পড়াইলে কি লাভ হইবে, আজকাল ইংরাজি না পড়িলে ভাত পাইবে না, এই সকল কথা বলা কুফর হইতেছে। কিন্তু আরবী, পার্শি, বাঙ্গলা, ইংরাজি, উর্দ্দু, নাগরি, কোন রকম ভাষা পড়া নিষেধ নহে, সকলই পড়িতে পারেন। কতক চুল্লাফকির নামাজ, রোজা, জাকাৎ ইত্যাদি আহ্‌কাম শরিয়ৎকে এন্‌কার করে, ও নাচ গান হল্কা করিয়া মানুষকে ছিজ্‌দা করে, ও মানুষকে ছিজ্‌দা করা দুরস্ত আছে বলে, ইহারা কাফের হইতেছে, ইহাদিগের সহিত মোছল্‌মানগণ খানা পিনা, শাদি বিবাহ তরক করিবেন, যদি বেতৌবা মরিয়া যায়, ইহাদিগের জানাজার নামাজ পড়িবেন না, এবং মোছল্‌মানের কবরস্থানে দাফন করিবেন না। আলেম ও তহবন পরিধানকারী মুত্তকিদিগকে বামন, বৈরাগী ঠাকুর, গোসাই, কাঠমোল্লা ইত্যাদি বলিয়া তীরস্কার করা কুফর হইতেছে। গণকের

নিকট রাশী ও ভাল মন্দ দশা দশী, বিবাহ ইত্যাদিতে শুভ অশুভ জিজ্ঞাসা করা, ও তাহারা গনিয়া যাহা বলে, তাহা বিশ্বাষ করা, ও গনকদ্বারা কুষ্টি পত্র তৈয়ার করা, ও তাহাতে হয়াৎ মওৎ দশাদশী ভাল মন্দ লেখাকে বিশ্বাষ করা কুফর হইতেছে। ফলানা ঠাকুরের গণনা ঠিক, মগ বামনের কথা নড়ে না, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। শেরেক তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা জিন চালা দেওয়া, ও হাজিরা চাহিয়া ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করা, ও তাহা বিশ্বাষ করা কুফর হইতেছে। শেরেক তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা লাঠি চালান, বাটী চালান দিয়া হারানো জিনিষ তালাশ করা, ও তাহা বিশ্বাষ করা কুফর হইতেছে। ফকির দরবেশ গায়েবী কথা বলিতে পারে মনে বিশ্বাস করা, ও আমরা যাহা বলিতেছি, তাহারা তাহা দূর দেশ থাকিলেও জানিতে পারে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। বাজে নাদান মোছল্‌মান চিঠি লিখিতে হইলে আল্লাহ্ নামের স্থানে "৺ (চন্দ্রবিন্দু) কৃপায়" লিখিয়া থাকে, এইরূপ লেখা কুফর হইতেছে, কারণ ইহা আল্লাহ্ নাম নহে, ইহার (৺) মা'নি হইতেছে স্বর্গীয় বা মৃত। কোন মোছল্‌মানের নামের আগে শ্রী, বা শ্রীযুক্ত, বা শ্রীমান লেখা কুফর হইতেছে, কারণ শ্রী শব্দের অর্থ নারায়ণী বা লক্ষ্মী হইতেছে। শয়তান ছেফাতের বেদাতি খোনকারগণ যে গণা পড়া করে, তাল্ নামা ফাল্ নামা দেখিয়া যে সব লোক গণা পড়া করে, বেবাজিয়া বা বাদিয়াগণ যে গণা পড়া করিয়া গায়েব বলে, প্রকৃত পক্ষে ইহারা মোশ্রেক হইতেছে। বহু নাদান মোছলমানগণ বানরের দ্বারায়ও গণা পড়া করায় ও তাহা বিশ্বাষ করে, এইজন্য বানর ওয়ালাকে পয়শা দেয়, নিশ্চয় এমন লোক সকল মোশ্রেক হইতেছে, তাহারা এছলাম হইতে খারেজ হইতেছে। ইহাদিগের বুদ্ধি বিবেচনা বানর জাতি হইতেও বদ্‌তর হইতেছে।

বাজে নাদান মোছল্‌মানগণ টনা শাহ্‌র নামে, জমির শাহ্‌র নামে, আজিম শাহ্‌র নামে, মাদা খাঁর নামে, মির্গান শাহ্‌র নামে, শেখ ফরিদের

নামে, বদর পিরের নামে, মাইজ ভাণ্ডারের নামে, বার আওলিয়ার নামে, গাজি মিয়ার নামে দোহাই দেয়, ও নজর নেয়াজ মানৎ করে, ইহাদিগের নামে বা অন্য কোন পির ফকিরের নামে নজর ও নেয়াজ মানৎ করা, চাউল, দুধ, কলা, নূতন গাছের পহেলা ফল, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি মানৎ করা, ও ইহাদিগের দোহাই দেওয়া কুফর হইতেছে। কতক নালায়েক মোছলমান কলরা, হায়জা বেমার দফে জন্য, এবং মোছলমানের বেটীকে জিনে ধরিলে, জিন ছাড়াইবার জন্য ছোলায়মান আলায়হেচ্ছালামের দোহাই দিয়া ঝাড়িয়া থাকে, এইরূপ দোহাই দেওয়া কুফর হইতেছে। মোছলমানগণ এয়াদ রাখিবেন, আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন, কাহারও দোহাই দেওয়া জায়েজ নহে।

মাইজ ভাণ্ডারের নামে নজর নেয়াজ মানৎ করা, ও দোহাই দেওয়া কুফর হইতেছে, এবং ভাণ্ডারি দিলে খাইমু, ভাণ্ডারি বলিলে যাইমু, ভাণ্ডারি দিলে করিমু, ভাণ্ডারির হুকুম হইলে নামাজ পড়িমু, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। সুতরাং মোছলমান সকল এমন কথা কখনও বলিবেন না, আল্লাহ্ তাআলাকে বহুৎ ডরাইবেন, আপন আপন ইমান দুরুস্তির জন্য বড় কোশেশ করিবেন। আল্লাহ্ তাআলা ইমানের বদ্‌লা আখেরাতে বেহেস্ত দিবেন। বে-ইমানকে আল্লাহ্ তাআলা হামেশার জন্য দোজখের মধ্যে আজাবে রাখিবেন, বে-ইমান কখনও দোজখ হইতে খালাছী পাইবে না। মানুষ, পির, দরবেশ, কবর, ফকিরের বসিবার স্থানকে ছিজ্‌দা করা কুফুর হইতেছে। আল্লাহ্ পাক ভিন্ন অন্যকে ছিজ্‌দা করিলে কাফের হইবে। দরগার নামে ছেলে মেয়ের মাথায় মানৎ করিয়া চুল রাখে, টিক্‌লী রাখে, যে ছেলে মেয়ে মরিবে না, বাঁচিয়া থাকিবে, এইরূপ মানৎ করা, এবং প্রত্যেক রকমের মানৎ আল্লাহ্ পাক ভিন্ন অপরের জন্য করা কুফর হইতেছে। বদ্‌লা বা বদৈল্লা (মাঠের কাজ করার লোক) ও মাটী কাটিবার লোকেরা, যে সময় মাটী কাটে (পুকুর খনন ইত্যাদি), তখন তাহারা বার বার

চিৎকার করিয়া "জাগার মালীক পির বদর" কহিয়া মাটী কাটা আরম্ভ করে, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। আল্লাহ্ পাকের নাম লইয়া মাটী কাটিবে, পির বদরের নাম লইয়া মাটী কাটিবে না। মা, বাপ, পির, ওস্তাদ, শওহরকে অনেক নাদান লোকে জাহেরী খোদা বলে, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। অনেক নাদান লোকে আগুণ, মাটী, বেটা, বেটীর কছম করিতে বলে, যে ইহাদের কছম কর তবে বিশ্বাস করিব, ইহাদের কছম করা কুফর হইতেছে। কছম করিতে হইলে আল্লাহ্ তাআলার কছম করিবে, আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন অন্য কাহারও কছম করা কুফর হইতেছে। প্রথম প্রথম কোন নূতন চরে (দ্বিপে) আবাদ করিতে গেলে, ঐ চরে কোন ফকির আছে ধারণা করিয়া, ফকিরের জন্য গাঁজা শাজাই করিয়া দেয়, নচেৎ অমঙ্গল হইবে, ও বর্কৎ হইবে না মনে করে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। আল্লাহ্ ও রছুলকে হাজের নাজের জানিয়া কছম করা কুফর হইতেছে। কছম করিতে হইলে আল্লাহ্ তাআলাকে হাজের নাজের জানিয়া কছম করিবেন। কারণ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামকে সর্ব্ব স্থানে হাজের নাজের জানা, আল্লাহ্ তাআলার ছেফাতের মত হাজের নাজের জানা কুফর হইতেছে। কাহাকে বাতাস দিতে যদি পাখা গায় লাগে, তবে এই নিয়তে মাটীতে ঠোকা দেয় যে, যদি মাটীতে ঠোকা না দেওয়া হয়, তবে উহার উপর বিপদ হবে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। পচা মিঞা, ফেজা, ফোরা, ঝারু, পিছা, হাইছলি, দাইনি ইত্যাদি ঘৃণা সুচক নাম রাখিলে মরিবে না, বাঁচিয়া থাকিবে মনে করিয়া ভাল নাম না রাখিয়া, এইরূপ নাম রাখা কুফর হইতেছে। কোন কোন স্ত্রীলোকের প্রথম সন্তান মরিয়া গেলে, পরে পুনঃ সন্তান হইলে, তাহা তিন কড়া পাঁচ কড়া মূল্যে দাইর নিকট, কিম্বা অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করে, পরে ঐ সন্তান চাহিয়া রাখে, এবং মনে ধারণা করিয়া থাকে, এইরূপ করিলে সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা করিয়া

সন্তান বিক্রয় করা ও পুনঃ তাহা চাহিয়া রাখা কুফর হইতেছে। যাহাদিগের বংশে পূর্ব্বে কেহ নারিকেল, কিম্বা বাঁশ গাছ কিম্বা কোন লতা গাছ, যেমন পান ইত্যাদি লাগায় নাই, তাহাদিগের মধ্যে ধারণা ঐ সমস্ত গাছ লাগাইলে নাশ হইবে, এইরূপ ধারণা করিয়া ঐ সমস্ত গাছ রোপণ করে না, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। কোন কোন স্থানে নূতন বৌ ঘরে আনিলে ছেলের মাতা, বৌ ও দুলাকে কোলে করিয়া ওজন করে, যদি বৌ ভার হয়, তবে ধারণা করে যে, দুলাকে টানিবে, অর্থাৎ দুলা আগে মরিবে, এবং যদি দুলা ভার হয় তবে ধারণা করে যে, বৌকে লইবে, অর্থাৎ বৌ আগে মরিবে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। কোন কবর হইতে মাটী টানিলে, ও ওলাউটার সময় বাড়ি হইতে কাহাকে ডাকিলে, ও সেই সময় কোন খাদ্য বস্তু তেলে ভাজিবার জন্য খোলা (রান্না করিবার পাত্র) চুলার উপর দিয়া তাহা তেলে ভাজিলে, মৌৎকে ডাকিয়া আনা হইবে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। যে বাড়িতে লোক মরে, অনেক লোকে বলে, এই বাড়িতে পুষ্করালী দোষ লাগিয়াছে, তদ্জন্য লোক মরিতেছে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। ওলাউটা বেমারের সময় বাড়ির দরওয়াজাতে ঢেকি, কাটা, পিছা (ঝাড়ু) শীল, চাই, মাছ মারিবার যন্ত্র ইত্যাদি রাখিয়া দিলে, ও লটকাইয়া দিলে, মৌৎ আসিবে না, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। চৈত্র মাশে, জ্যৈষ্ঠ মাশে, পৌষ মাশে, মহরমের চাঁদে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সময়, শনি, মঙ্গলবারে বিবাহ হইলে অমঙ্গল হইবে, এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। বর্ত্তমান বাড়ি ঘরে দোষ পাইয়াছে, তদ্জন্য ছেলে মেয়ে মরিয়া যায় মনে করিয়া, অন্য স্থানে বাড়ি করিলে বাঁচিবে, এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। কোন বাড়িতে ঘরের চালের উপর, কিম্বা গাছের উপর বসিয়া রাত্রে পেঁচা বা কুলী ডাকিলে, মনে করে বাড়ি বিরানা হইবে, অমঙ্গল হইবে, এইরূপ

এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। শওহর আগে মরিবে, না স্ত্রী আগে মরিবে, ইহা উভয়ের নামের অক্ষরের হিসাব করিয়া তাহা বলিয়া থাকে, এইরূপ মৃত্যু বিষয় হিসাব করিয়া বলা, ও তাহা এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। কোন স্থানে যাইতে হইলে যাত্রা কালে মাথায় ঢুশ লাগিলে, কিম্বা পায়ে ঠোকর লাগিলে, কিম্বা খালি ঠিল্লা (কলশী) দেখিলে, কিম্বা সেই সময় টিকটিকি ডাকিলে, কিম্বা কেহ হাঁচিলে, কিম্বা কেহ পিছে হইতে ডাকিলে, মনে করে যে অমঙ্গল হইবে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। ছোট ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বাঁচিবা নি ? কিম্বা ফলানা বাড়িতে আসিবে নি ? সেই ছোট ছেলে মেয়েকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা, ও তাহারা যাহা বলে, তাহা বিশ্বাস করা কুফর হইতেছে। পানির মধ্যে দুধ কলা ভোগ দিলে, ছেলে মেয়ে পানিতে পড়িয়া মরিবে না, মনে করিয়া, পানিতে দুধ কলা দেওয়া কুফর হইতেছে। মা বাপ জীবিত থাকিতে বেটা, বেটী মুরগের মাথা খায় না, এই ধারণা করে যে; মুরগের মাথা খাইলে পিতা মাতাকে মৃত্যু সময় দেখিতে পাইবে না, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। প্রথম ও শেষ পিঠা, ও হাড়ির নিংরাণী জিনিষ খাইলে ছেলে হইবে না, মেয়ে হইবে, এইরূপ এতেকাদ করিয়া উহা খায় না, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। শন্দিপের লোক পয়গাম্বর হইলেও বিশ্বাষ নাই, এইরূপ ঠাট্টা বা তীরস্কার করিয়া বলা কুফর হইতেছে। যে সময়ে ধানের জালা তুলিয়া বর্ষাকালে খেতে রোপণ করে, ঐ রোপণ করিবার প্রথম দিন বদৈল্লাদিগকে মাঠে পাঠাইবার সময়, খুব বেশী করিয়া তাহাদের শরীরে তেল মালিশ করিতে দেয়, তাহারা তেল মালীশ করিয়া জালা রোপণ করিতে যায়, খেতে যাইয়া প্রথমতঃ এক হাতা জালা হাতে লইয়া, খেতে নামিয়া ঐ জালার সহিত কাল কচুর গাছ, ও নারিচ গাছ (পাটের গাছ) একত্র করিয়া ক্ষেত্রে, এক এক গোছা করিয়া রোপণ

করে, পরে ঐ রোপণ করা গোছাগুলীকে এই ভাবে গণনা করিতে আরম্ভ করে "দিয়া, নন্দা, কড়া" শেষ গোছা যদি "দিয়া" হয়, তবে বলে যে, এই বৎসর বিয়া হবে, আর যদি শেষ গোছা "নন্দা" হয়, তবে বলে কান্দাই হবে, অর্থাৎ ধান ভাল হবে না, সে জন্য কাঁদিতে হবে, আর শেষ গোছা যদি কড়া হয়, তবে বলে যে, এই বৎসর ঘর ভরাইবে, এইরূপ বলা গায়েব কথা বলা হইতেছে, দ্বিতীয়ত বদেল্লাদিগের শরীরে বেশী তেল মালিশ এই জন্য করে যে, ধান তেল্‌তেলে হবে, কচু ও নারিচ গাছ এইজন্য রোপণ করে যে, জালা কচু গাছের মত কাল হবে, ও নারিচ গাছের মত লম্বা হবে, রোপণ সমাধা করিয়া যখন বদেল্লারা বাড়িতে আইসে, তখন খাছ করিয়া সেই দিন কচু শাক রাঁধিয়া খাওয়ায়, এই সকল কার্য্য, এই জন্য করে যে, ধান্য তেল্‌তেলে হবে, লম্বা হবে, কাল তরূতাজা হবে, এইরূপ গোছা গণনা করিয়া গায়েব বলা, ও কচু গাছ, নারিচ গাছ, কচু শাক খাওয়ার উপর এতেকাদ রাখে যে, এইরূপ করিলে ধান্য তেল্‌তেলে, কাল, লম্বা ও অধিক পরিমাণে হবে, ইহা কুফর হইতেছে। মোছল্‌মান ভাইগণ জালা রোপণের দিন, মাঠে আল্লাহ্‌ পাক্‌কে এয়াদ করত, আল্লাহ্‌ পাকের উপর ভরশা স্থাপন করিয়া জালা রোপণ করিবেন, ইহাতে আপনাদিগের দিন ও ইমান দুরস্ত থাকিবে, এবং ধান্যে আল্লাহ্‌ পাক বর্কৎ এনায়েৎ করিতে কাদের আছেন। তবে কচু শাক খাইতে আমি কাহাকেও নিষেধ করিতেছি না, কচু শাক বার মাশ আপনারা খাইতে পারেন, কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট জালা রোপণের দিন, ঐরূপ নিয়তে কেহ খাইবেন না, আমি কেবল মাত্র ইহাই নিষেধ করিতেছি। প্রাতঃকালে ঘরে ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার না করিলে, ও মগ্রেবের সময় শিঘ্র ঘরে বাতি না দিলে, লক্ষী থাকিবে না, লক্ষী বেজার হইয়া চলিয়া যাইবে বলা, ও এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। বদেল্লা নৌকা চালকগণ, নৌকা ছাড়িবার সময় প্রথমতঃ

আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ উচ্চেশ্বরে বলিয়া, পরে এক ব্যক্তি বলে লা এলাহা, আর বাকি সকলে বলে ইল্লাল্লাহ্‌ অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি লা এলাহা শব্দের পরে আর ইল্লাল্লাহ, বলে না, ইহা কুফর হইতেছে। সকলেই লা এলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবেন। খাইবার সময় কোন জিনিষ নাকে কিম্বা মস্তিষ্কে উঠিলে বলে যে, কে যেন তোমার কথা উঠাইয়াছে, এইরূপ গায়েব বলা কুফর হইতেছে। বৎসরের প্রথম দিন বদৈল্লা দিলে সমস্ত বৎসর বদৈল্লা দিতে হইবে, এবং রোজগারে বর্কৎ হইবে না, মনে করিয়া অনেকে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে বদৈল্লা দেয় না, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। কোরান শরিফের দ্বিতীয় পারা "ছায়াকুল" পড়িলে দুই কুলের এক কুল হইবে, উহা পড়ানো খারাব মনে করিয়া, কেহ কেহ ছেলেদিগকে ঐ পারাটী পড়ায় না, ইহা কুফর হইতেছে। রবিবারে বাঁশ কাটিলে বাঁশ হইবে না, এবং বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হইবে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। বাঁশ যখন ও যে দিনে কাটা দরকার হয় কাটিবেন, জেহালতের জমানার চাল চলন ও প্রথা মোছল্‌মানগণ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ছাড়িয়া দিবেন। বিবাহ শাদিতে বাজে বাজে স্থানে স্ত্রীলোকেরা গান করে, ইহা হারাম, এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের গান করা হালাল বুঝা কুফর হইতেছে। দেখুন হানফি মজ্‌হাবের প্রধান ফেক্‌হার কেতাব হেদায়ার ৪৩৯ পৃষ্ঠায় আছে :—

وَدَلَّتِ الْمَسْئَلَةُ عَلَى اَنَّ الْمَلَاهِىَ كُلَّهَا حَرَامٌ حَتَّى

التَّغَنِّىْ بِضَرْبِ الْقَضِيْبِ •

ভাবার্থ এই :—অর্থাৎ সকল প্রকার গান বাদ্যাদি হারাম হইতেছে, এমন কি বাঁশের উপর বাঁশ বাড়ি দিয়া গান করাও হারাম হইতেছে।

এবং হাদিছ শরিফের মধ্যে আসিয়াছে যে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন :—

اُمِرْتُ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ ●

"বাদ্য যন্ত্রাদি ও বাজনাদী আমি মিটাইবার জন্য আদেশিত হইয়াছি।" আয়ে ভাই মোছলমান সকল বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে, ও আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে, কেহ গান বাজনা করিবেন না। দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার খাওফ্ দেলের মধ্যে রাখিয়া দুনিয়ার কারবার করিবেন।

মরিচ গাছ খেতে রোপন করিবার সময়, হাতের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিলে, মরিচ হইলে ঝরিয়া যাইবে, এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। মরদের জন্য রেশমী লেবাছ, ও শোনার অঙ্গুরি হাতে দেওয়া হারাম হইতেছে, মরদের জন্য ইহা ব্যবহার করা হালাল বিবেচনা করা কুফর হইতেছে। কবরস্থান বাঁধিয়া দিলে কবরে টানিবে, অর্থাৎ মরিয়া যাইবে, ও মছজেদ উঠাইলে ঐ বাড়ি বিরানা হইয়া যাইবে, এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। নূতন গরু, মহিষের গায়ে শোনা রূপা ভিজানো পানি দেয়, ও এতেকাদ করে যে, এইরূপ করিলে এই গরু, মহিষ হইতে আমার সৌভাগ্য হইবে, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। ওলাউঠা হইয়া কোন কোন বাড়িতে মানুষ মরিলে, সে বাড়িতে গেলে ওলাউঠা হইয়া মরিবে মনে করিয়া, কাফন দাফন করিতে যায় না, ও তাহাদিগকে বদৈল্লা দেয় না, এইরূপ এতেকাদ করা কুফর হইতেছে। বিবাহের জন্য ভাল মেয়ে কোন্ দিকে গেলে মিলিবে, ও হারানো যাওয়া বস্তু, মহিষ, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি কোন্দিকে গেলে মিলিয়া যাইবে, ইহা গণকের নিকট জিজ্ঞাসা করা কুফর হইতেছে। দেশে বালা আসিলে বাজ্ নাদান লোকে কোরবানি করাকেও খারাব বিবেচনা করে, এইরূপ বিবেচনা করা কুফর হইতেছে। কোন

বেমারে, বালায়, মামলা মোকর্দ্দমায় পড়িলে, চাট্‌ গাঁয়ের কোন পিরের কবরে কিছু মানৎ করা, বা ঢাকায় হাফেজ আহ্‌মদ্ (র) র মাজারে কিছু মানৎ করা, কুফর হইতেছে। এইরূপ মছিবতে পড়িয়া, সকল রকম কবরে কোন বস্তু মানৎ করা কুফর হইতেছে। গাজির গান দেওয়া, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা এমাম হাছেন হোছায়েন (রা) গণের জারিগান দেওয়া, ও করা হারাম হইতেছে, এবং উহা করা হালাল জানা কুফর হইতেছে। হুশিয়ার থাকিবেন, এমন কার্য্য মোছলমান হইয়া কেহ করিবেন না। আছমান নাই বলা কুফর হইতেছে। কারণ ৭ তবক আছমান আছে, ইহা কোরান মজিদ হইতে ছাবেৎ আছে। যদি দোহাই দেওয়া আবশ্যক হয়, তবে এক আল্লাহ্‌ তাআলার দোহাই দিবেন, আল্লাহ্‌তাআলা ভিন্ন অন্যের দোহাই দেওয়া কুফর হইতেছে। গাভী দোহন করিয়া, গোয়াল ঘরের দ্বারে ভগবতীর নামে, কিছু দুধ ঢালিয়া দেওয়া কুফর হইতেছে। খাজুরের রশ জ্বাল দিবার আগে, বর্কৎ হইবার জন্য শেখ্ ফরিদের নামে চুলার উপর কিছু রশ ঢালিয়া দেওয়া কুফর হইতেছে। পৌষ মাস যাইবার দিন, কিম্বা তাহার কএকদিন পরে, জশহর জেলার বাহর্‌বা গ্রামে, ও অন্যান্য স্থানে লোকেরা তাহাদিগের ঘোড়া আনিয়া, ঘোড়া দাব্‌ড়াইয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশ ঘোড়ার মালেক, আপন ঘোড়াকে জিতাইবার জন্য, একজনা বেশরা ফকিরকে নিযুক্ত করে, ঐ বেশরা ফকির ঘোড়া জিতাইবার জন্য শেরেক তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, ঘোড়া দাবড়ের পরে, ঘোড়ার মালেকের নিকট সেই বেশরা ফকির পুরস্কার পায়। এইরূপ শেরেক তন্ত্র মন্ত্র পড়াইয়া, যে সকল ঘোড়া-ওয়ালা লোকেরা তাহাদের ঘোড়া জিতাইবার চেষ্টা করে, এবং যে সমস্ত লেখা পড়া জানা লোকেরা মাতুব্বারি করিয়া, এইরূপ ঘোড় দাবড় করিতে লোকদিগকে উত্তেজিত করে, তাহারা মোশ্রেক হইয়া যায়, এবং তাহাদিগের বিবি তালাক হইয়া যায়। এইরূপ গর্হিৎ কার্য্য হইতে সমস্ত

মোছলমান বাঁচিয়া চলিবেন। সকলেই অবগত হইবেন, ঘোড়া নামের জন্য খরিদ করা হারাম, কেবল মাত্র তেজারৎ ও ছোওয়ারির জন্য খরিদ করা দুরস্ত আছে, সুতরাং নাম নামির জন্য কেহ ঘোড়া খরিদ করিবেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, ঘরের মধ্যে শালের খুটী ও তালের পাইড় লাগাইলে অমঙ্গল হয়, মানুষ মরিয়া যায়, ঐ ঘরে বর্কৎ হয় না, এইরূপ এতেকাদ্ করিয়া উহার উপর আমল করে, অর্থাৎ খুটী কিম্বা পাইড় বদ্‌লো-ইয়া ফেলিয়া দেয়, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। শেরেকের মেলা, পূজা, পার্ব্বন ইত্যাদি উপলক্ষে জশহর জেলার ও পাবনা জেলার লোকে, তাহাদিগের নৌকা লইয়া বাহিছ দিয়া, ঐ শেরেকের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে শরিক হয়, ও যোগদান করত আমোদ আহ্লাদ করে, ইহা কুফর হইতেছে। কেহ কেহ সন্তান হইলে পরে, ঘরের দরওয়াজার উপরে, কাটা কুমরে লতা বাঁধিয়া দেয়, এবং ছেলের বিছানার নিচে, ছিরানায় একখানা লোহা কিম্বা দাও, কিম্বা জুতা রাখিয়া দেয়, আর এতেকাদ্ করে যে, এইরূপ করিলে এই ছেলে নিরাপদে থাকিবে, ইহার উপরে আর কোন আপদ বালা বেমারি আসিবে না, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। বহুলোক মধুর চাক্ ভাঙ্গিবার সময়, শেরেক মন্ত্র তন্ত্র পড়িয়া মধুর চাক ভাঙ্গিয়া থাকে, শেরেক মন্ত্র তন্ত্র, সকল রকম কার্য্যে ব্যবহার করা, শেরেক ও কুফর হইতেছে। কতক স্ত্রীলোকদিগের শন্তান হইলে, ঘরের দরওয়াজায় একটা আগুনের কুণ্ড করে, কিম্বা কোন হাড়ির মধ্যে আগুন রাখে, ছেলের মা বাহিরে আসিলে, পুনশ্চ ঘরে প্রবেশ করিতে, ঐ আগুন দ্বারা হাত পাও ইত্যাদি না ছেকিয়া, ঘরে প্রবেশ করে না, এবং এতেকাদ্ রাখে যে, আমার শরীরে, যে বাও বাতাস, দোষ ইত্যাদি হইল, তাহা এই আগুনে কাটিয়া গেল, ইহা কুফর হইবার ভয় আছে; সুতরাং এইরূপ কার্য্য বর্জন করিবেন। শীতের জন্য কিম্বা ঘর গরম রাখিবার

জন্য, যদি আগুনের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা ঘরের দরওয়াজায়, কিম্বা ঘরের ভিতরে আবশ্যক সময়ে রাখিবেন। মোছল্‌মানের হর হালতে আল্লাহ্ তাআলার উপরে ভরশা রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, ও কামেল ইমানের লক্ষণ জানিবেন। বাজে মোছল্‌মান মেয়েকে, বৌকে, গাইকে বলিয়া থাকে, আমার লক্ষী মেয়ে, লক্ষী বৌ, লক্ষী গাই, (অর্থাৎ লক্ষী সমতুল্য) এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। বাজে মোছল্‌মান কাহাকে তীরস্কার করিতে বলিয়া ফেলে, বেটা অলক্ষী, অর্থাৎ লক্ষীর দৃষ্টী তাহার উপরে নাই, এইরূপ কালাম বলা কুফর হইতেছে। পাকা ধান প্রথম কাটিবার সময়, এক মুট ধান কাটিয়া, তাহা মাটিতে না লাগাইয়া বাড়িতে আনিয়া ঘরের মধ্যে তাহা আল্‌গা বাঁধিয়া রাখে, লোকে ইহাকে লক্ষী ধান বলে, এইরূপ রাখিলে ধানে বহুৎ বর্কৎ হইবে এতেকাদ্ করে, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইবার ভয় আছে। মছ্‌জেদ খড়ের ঘর থাকিলে, তাহা পাকা এই জন্য অনেকে করে না, যে পাকা করিলেই পাকা কর্ণেওয়ালা মরিয়া যাইবে, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। ভিন্ন জাতির কোন কোন দোকানদার তাহার জিনিষ মাপিতে, প্রথমত বলে "রাম", কেহ কেহ বলে "লাভে লাভ" তাহার পরে বলে দুই, তিন ইত্যাদি, তাহাদিগের ধারণা, এক বলিলে কারবারে লোকছানি হইবে। এই ভাবে কোন মোছল্‌মানের তাহার জিনিষ মাপা কুফর হইতেছে। মোছল্‌মান তাহার জিনিষ মাপিতে ১, ২, ৩ এইরূপ বলিবেন। নচেৎ বলিবেন :—

بسم الله الرحمن الرحيم

এক, দুই, তিন। এইরূপ ভাবে মাপিলে ইন্‌শা আল্লাহ্ কারবারে বর্কৎ হইবে। জোমক্ (যোড়) পেয়ারা, জোমক্ কলা, জোমক্ শুপারি, এবং অন্যান্য ফল যাহা জোম্‌ক পয়দা হয়, তাহা অনেক স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা খায়না, এবং এতেকাদ্ করে যে, ইহা খাইলে জোমক্ ছেলে হইবে, এইরূপ

এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। কতক নাদান মোছল্‌মান শ্রীপঞ্চমীর দিন, একটী ঘটীতে পানি ভরিয়া, তাহার মুখে কচি পাতা বিশিষ্ট একটী আমের ডাল রাখে, তদ্‌পর উহা মাঠে লইয়া যায়, এবং যে জমিতে চাষ করিবে, তাহার নিকট রাখিয়া, জমি চষিতে আরম্ভ করে, আড়াই পাক চষা হইয়া গেলে, হাল ছাড়িয়া বাড়িতে চলিয়া যায়, এই চাষের সময়, যে ছিপা দ্বারা গরু খেদাইয়াছিল, তাহা ঘরের মধ্যে এক স্থানে যত্ন করিয়া উঠাইয়া রাখে, ঐ ঘটীর ডালসহ আম পাতা চালের কোণে যত্ন করিয়া গুজিয়া রাখে, ঐ ঘটীর পানি বাড়ির সকল ঘরের চালের উপর ছিটাইয়া দেয়, মনে ধারণা করে যে, এইরূপ করিলে খুব ফশল হইবে, যে গরুর দ্বারা চাষ করে, ঐ গরু যদি চাষের সময় লাদে, তবে এতেকাদ্ করে যে, এই বৎসর পানি সুবিধামত বর্ষণ হইবে না ; আর যদি চোনায়, তবে এতেকাদ্ করে যে, এ বৎসর পানি বেশী হইবে ও ধলোটে যাইবে, এইরূপ কার্য্য করা, ও এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

কোন কোন স্থানে, এই প্রকার কুপ্রথা আছে যে, খুব জোরে বান্ তুফান্ আসিতে দেখিলে, মেয়ে লোকেরা তৎক্ষণাৎ একখানা পীড়া (বসিবার জিনিষ) উঠানের মধ্যে ফেলাইয়া দিয়া বলিতে থাকে, "বান্‌কুরিরমা ফিরিয়া বয়, আমাদিগকে রক্ষা করে যা, পানাহ্ দিয়ে যা," (অর্থাৎ আমি তোমাকে সন্মান করিয়া বসিতে আশন দিলাম, তুমি বসিয়া বিশ্রাম করতঃ আমাদিগকে পানাহ্ দিয়া চলিয়া যাও, আমার বাড়ি ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিও না। ইহাতে তাহারা এইরূপ এতেকাদ্ করে যে, বান্ তুফানের মা, ঐরূপ সন্মান পাইয়া, খোশ্ হইয়া স্থির হইবে, তাহাদের বাড়ি ঘর ফেলিবে না। মোছল্‌মানদিগকে স্মরণ রাখা চাই যে, বান্ তুফান্, ঝড় বৃষ্টি আল্লাহ্‌তাআলর হুকুম মত হইয়া থাকে, আল্লাহ্‌তাআলার নিকট পানাহ্ না চাহিয়া ; বান্ তুফানের নিকট পানাহ্ চাওয়া কুফর হইতেছে।

চাঁন্দ সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তাআলার এই কুদরৎ নমাই দেখিয়া মোছলমানদিগের জানানা, মর্দকে চাই যে, তাহারা এই সময়ে নফল নামাজ পড়েন। ইহাতে তাহারা আজীম ছওয়াব পাইবেন, কিন্তু কোন কোন স্থানের নাদান মোছলমানেরা, ও কতক স্ত্রীলোকেরা এই এতেকাদ্ করে যে, চাঁন্দের মা, রাহু চাড়ালের নিকট হইতে আড়াই তোলা শুন্টা করজ লইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিতে পারে নাই বলিয়া, তাহার জন্য তাহাকে রাহু চাড়াল আসিয়া গ্রাশ করিয়া থাকে, এই সময়ে তাহারা কিছু খায় না, এবং এতেকাদ্ করে যে, তখন কেহ কিছু খাইলে তাহার গ্রহনী বেমার হইবে, এবং কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক তখন কিছু খাইলে, পেটের সন্তান কানা, খোড়া, কিম্বা কোন প্রকার আয়েবদার হইবে, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। কোন কোন স্থানে এই প্রকার কুপ্রথা আছে যে, বিবাহের দিন, যে কন্যার বিবাহ হইবে, তাহার নিকট কোন বিধবা স্ত্রীলোককে আসিতে দেয় না, এবং এতেকাদ্ করে যে, বিধবা স্ত্রীলোক নিকটে আসিলে ঐ কন্যাটীও বিধবা হইয়া যাইবে; এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা মোহাম্মদ্।

কতক নাদান মোছলমান গরুকে মানিক পিরের ধন মনে করে, এবং গরুর ভাল মন্দ হয়য়াৎ মোউৎ মানিক পিরের এক্তেয়ার মধ্যে আছে এতেকাদ্ করে, এবং কথায় কথায় গরুর নেছবৎ বলে যে, মানিক পিরে ফেলে গেলে হয়, নচেৎ কোন চাঁরা নাই, এইরূপ এতেকাদ্ করা ও বলা কুফর হইতেছে। কোন কোন স্থানে এ রকম কুপ্রথা প্রচলিত আছে যে, কাহারও প্রথম শন্তান যদি মরিয়া যায়, তবে তাহাকে কবরস্থানে দাফন না করিয়া, কোন রাস্তার পার্শ্বে দাফন করে, এবং এতেকাদ্ করে যে, কবরস্থানে দাফন করিলে ভবিষ্যতে যে শন্তান হইবে, তাহাও মরিয়া যাইবে, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। যদি খোশামদের জন্য কেহ কাহাকে বলে, যে চিজ

আল্লাহ্ তাআলা চাহেন, এবং আপনি চাহেন, তাহা হইয়া যাইবে, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে। কোন কোন মুরিদ আপন পিরকে বলিয়া থাকেন, আল্লাহ্‌র ফজলে ও আপনার দোওয়ার বর্কতে হইয়া যাইবে, এইরূপ বলা, কুফর কালাম হইতেছে, সুতরাং এইরূপ কথা কেহ বলিবেন না। ইহার পরিবর্ত্তে এইরূপ বলিবেন যে, "আল্লাহ্ তাআলার ফজলে হইয়া যাইবে," ইহারই উপর বছ করিবেন, আর যদি পির ছাহেবকে - একেবারেই ছাড়িতে না চান, তবে এইরূপ কথা মাত্র বলিয়াই বছ্ করিবেন যে, "হুজুরের দোওয়ার বর্কতে হইয়া যাইবে"। এইরূপ বলায় পির ও মুরিদ উভয়ের ছালামতি আছে। যদি কোন মুরিদ ভুল বশত এইরূপ বলে, তবে তাহাকে আদব শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যে পির তাহার মুরিদের জন্য গোনাহ্ মধ্যে গেরেপ্তার না হইয়া পড়েন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা মোহাম্মদ্।

হজরৎ নেছাই এবং এব্‌নে মাজা (র) হজরৎ এব্‌নে আব্বাছ (রা) হইতে রওয়ায়েৎ করিয়াছেন, একদিন এক ব্যক্তি হজরৎ জনাব নবি করিম ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া ছাল্লামকে বলিলেন :—

مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ *

ترجمہ — جو چیز کہ خدا نے چاہی اور تم چاہو ہوجاویگی *

অর্থাৎ যে চিজ আল্লাহ্‌তাআলা চাহেন, আর আপনি চাহেন, উহা হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া, জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন---

جَعَلْتَنِیْ لِلّٰہِ نِدًّا - بَلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَہٗ *

ترجمہ — مقرر کیا تو نے مجھکو اللہ کا شریک - بلکہ خدا کی ہی مشیت سے ہر چیز ہوتی ہے *

ইহার ভাবার্থ এই :—তুমি আমাকে আল্লাহ্ তাআলার শরিক মকরর করিলে, কারণ আল্লাহ্ তাআলারই মশিয়াৎ, অর্থাৎ এরাদা ও ইচ্ছা হইতে প্রত্যেক বস্তু হইয়া থাকে। (তফ্ ছির আজিজি)

কোন কোন স্থানে খড়ি চাওয়ার কুপ্রথা প্রচলিত আছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কোন মকছুদ পূরা হইবে কি না, যথা-ছেলে মেয়ের বিবাহ কোন দিকে হইবে, ছেলে কি আত্মিয় বিদেশ হইতে আসিবে কি না, গরুটী যাহা হারাইয়াছে তাহা কোন দিকে গিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি, এইরূপ মকছুদ জানিবার জন্য, খড়ি চাওয়া ব্যক্তির নিকট যাইয়া, মকছুদ্ জানিতে চায়, তখন খড়ি চাওয়া ব্যক্তি মাটীতে কএকটী আক্ চোক্ দিয়া, ঘর ঘর বানাইয়া, তাহার মধ্যে হাত দিতে বলে, এবং হাত দেওয়ার পর, তাহার মকছুদের কথা বলিয়া দেয়, যে এইরূপ, এইরূপ হইবে, এই রকম খড়ি চাওয়া, ও ঐ খড়ির উপর এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে। কারণ গায়েব বলা হইল। আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

بسم الله الرحمن الرحيم *

আয়ে বেরাদর, "বন্দে মাতরম্" বলা মোছলমানের জন্য কুফর হইতেছে, সুতরাং হরগেজ কোন মোছলমান "বন্দে মাতরম্" বলিবে না। ইহার অর্থ এই, "বন্দে", বন্দ ধাতু উত্তম পুরুষের বর্ত্তমান কালে, এক বচনে বন্দ শব্দের সহিত (বন্দ+এ) এ বিভক্তি যোগে "বন্দে" হইয়াছে, আর "মাতৃ" শব্দ দ্বিতীয়ার এক বচনে "মাতরম্" হইয়াছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে। "বন্দে" শব্দের অর্থ হইতেছে, স্তব, স্তুতি করিতেছি, পূজা করিতেছি, বন্দনা করিতেছি ইত্যাদি, অর্থাৎ বন্দিগী করিতেছি। "মাতরম্" ইহার অর্থ হইতেছে মাতা, জননী, পৃথিবী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, গৌ, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, বারুণী, জটামাংশী, দুর্গা, ভগবতী, পার্ব্বতী ইত্যাদি। সুতরাং উভয়

শব্দ মিলিত হইয়া "বন্দে মাতরম্" হইয়াছে। ইহার মাইনি হইতেছে, আমি মাতাকে পূজা করিতেছি, আরাধনা করিতেছি। আমি "বন্দে" এবং "মাতা" শব্দের অর্থ উপরে লিখিয়াছি। প্রকৃতি বোধ অভিধান, শব্দ কল্পদ্রুম; অমরকোশ, ইত্যাদি অভিধান দেখুন। সংস্কৃত অভিধান, কিম্বা বাঙ্গালা অন্যান্য অভিধান, যাহা দেখিবেন, তাহাতেই আপনার সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। আমরা মোছলমান এক আল্লাহ্‌তাআলা ব্যতীত অন্য কাহারও বন্দিগী করি না, এবং করিতে পারি না। যদি কোন মোছলমান ভুলবশত, ইহার মাইনি না জানার জন্য, অজানিত ভাবে, "বন্দে মাতরম্" শব্দ বলিয়া থাকেন, তবে তিনি তৌবা করিবেন, এবং তাহার বিবি সহ নেকাহ্ দোহ্‌রাইয়া লইবেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লেম।

আয়ে বেরাদর, বেশক আপনি জানেন, "বন্দে মাতরম্" সংস্কৃত শব্দ হইতেছে। এই সংস্কৃত শব্দ মোছলমান জাতির মধ্যে কখনও কোন জমানায় কেহ বলেন নাই, ব্যবহার করেন নাই। কখনও কোন জমানায়, এই সংস্কৃত শব্দ দিন এছলামের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। আর দিন এছলামের মধ্যে, যে ব্যক্তি কোন নূতন কথা পয়দা করিবে, তাহার নেছবৎ জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন :—

مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ

لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰئِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

ইহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি নূতন কথা দিনে (দিন এছলাম মধ্যে) ইজাদ্ করে অথবা কোন বেদয়াতি ব্যক্তিকে জায়গা দেয়, তাহার উপর আল্লাহ্‌তাআলা, এবং ফেরেস্তাগণ, এবং সমস্ত মনুষ্যগণের লানৎ হউক।

এই স্থানে আমি আমার পির মুর্শিদ বুজুর্গ ছাহেবের নছিহৎ পত্রখানি, সমস্ত মোছলমান সমাজের অবগতির জন্য নকল করিয়া দিতেছি। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ, ওয়া আলা আলিহি, ওয়া আছহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লেম।

জনাব হজরৎ কুতুবুল্ আক্‌তাব্ হাজিয়ল্ হেরেমাইন শরিফায়েন্ মৌলানা মুর্শিদানা শাহ্ মোহাম্মদ্ আবুবকার ছাহেবের নছিহৎ পত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم *

এই কেতাব খানি আমার আদেশ অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে। আমি আশা করি, ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণ মোছলমানগণের, এবং তরিকতের ছালেকগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। আমি আমার মুরিদদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যে, তাহারা এই কেতাব খানি মহব্বতের সহিত পড়িবেন, এবং ইহার উপর আমল করিবেন।

আমি বিশেষরূপে আমার মুরিদ বর্গকে, এবং সর্ব্বসাধারণ মোছলমান ছাহেবগণকে নছিহত করিতেছি, যে, আপনারা "আল্লাহো আক্‌বার" এই লফ্‌জ্ সতত মুখে উচ্চারণ করিবেন, এবং কখনও "বন্দে মাতরম্" শব্দ কোন কারণ বশত বলিবেন না, এবং ব্যবহার করিবেন না। কারণ মোছলমানের জন্য "বন্দে মাতরম্" বলা কুফর হইতেছে। এই কুফর লফ্‌জ্ বলা জায়েজ আছে. এইরূপ এতেকাদ্ কর্ণেওয়ালা, ও বোল্‌নেওয়ালা কাফের হইবে, তাহার বিবি তালাক হইয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি আখেরাতে নাজাৎ কামনা করেন, বেহেস্ত, এবং আল্লাহ্-তাআলার দিদারের উমেদ রাখেন, তবে সর্ব্বপ্রকার কুফরি বাক্য, ও কুফরি কার্য্য বর্জ্জন করিয়া, এবং তাহা হইতে তৌবা করিয়া, আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ বন্দিগী কর্ণেওয়ালা খালেছ বান্দা মুমিন হইয়া যাইবেন। বর্ত্তমান

জামানার বাজ্ বাজ্ শরিয়ৎ অনভিজ্ঞ, হাল ফ্যাসনের লোকদিগের চিক্না চিক্না কথায়, আপনার দিন ও ইমান বর্বাদ করিবেন না।

دستخط :— محمد ابو بکر عفی عنہ

پھرپھرہ شریف - ضلع ھوگلی

আয়ে আমার দোস্ত, আপনি দুনিয়াতে যত কাল জীবিত থাকিবেন, সতত নেককার পরহেজগার লোকদিগের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবেন, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ অনুযায়ি আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ বন্দিগী মধ্যে মশগুল থাকিবেন, এবং হরগেজ কোন বদ লোকের ছোহ্‌বৎ এক্তেয়ার করিবেন না; এবং তাহার নাজায়েজ কথায় কর্ণপাত করিবেন না; বরং তাহাকে সর্প সমতুল্য মনে করিয়া, তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবেন। মৌলানা ফর্ম্মাইয়াছেন :—

ای برادر میگریز از یار بد
یار بد بدتر بود از مار بد
مار بد تنہا ترا بر جان زند
یار بد برجان و برایمان زند *

ইহার ভাবার্থ এই :—আয় ভাই, এয়ার বদ হইতে দূরে পলাও, কারণ বদ্‌এয়ার বিশধর শর্প হইতেও খারাপ হইতেছে। কারণ বিশধর শর্প কেবল তোমার জানের ক্ষতি করিতে পারে মাত্র, কিন্তু বদ এয়ার তোমার জান ও ইমান উভয়কে বিনাশ করিয়া দিতে পারে।

بسم الله الرحمن الرحيم *

জনাব হজরৎ মাহ্‌বুব্ ছোব্‌হানি, কুতুব্ রব্বানি, গাওছ আজম, শেখ আবু মোহাম্মাদ মহিউদ্দীন ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (রা) বলিয়াছেন :—মনুষ্য চারি প্রকার হইয়া থাকে, এক প্রকার মনুষ্য

এই রকম হইয়া থাকে যে, না তাহাদিগের জবান আছে, না তাহাদিগের দেল আছে। তাহারা অন্ধ, বোকা, অকর্ম্মণ্য হইতেছে, আল্লাহ্‌তাআলার নজদিগ তাহাদিগের কিছু মাত্রও মর্তবা নাই, আর তাহাদিগের জন্য কোন বেহ্‌তরিও নাই, কিন্তু যদি আল্লাহ্‌তাআলা তাহাদিগের উপর রহমৎ নাজেল করেন, আর তাহাদিগকে ইমান আনিবার তৌফিক নছিব করিয়া হেদায়েৎ করেন, এবং আপন ফজল রহ্‌মতে তাহাদিগকে এবাদৎ বন্দিগী করিবার তৌফিক দান করেন। অতএব আল্লাহ্‌তাআলাকে ভয় করা চাই, এবং বাঁচিয়া চলা চাই, যেন এই প্রকার মনুষ্য শ্রেণীভূক্ত না হয়ে যায়। কারণ তাহাদিগের কোন এৎবার নাই, আর তাহারা আল্লাহ্‌তাআলার গজব, ও নারাজির লায়েক হইতেছে, তাহাদিগের থাকিবার স্থান দোজখ হইতেছে। আল্লাহ্‌তাআলা ইহা হইতে আমাদিগের সকলকে পানাহ্‌ দান করেন। যদি তুমি আলেম, বা হাদি, বা কাওমের পেশ্‌ওয়া হও, তবে তুমি তাহাদিগের মধ্যে যাও, তাহাদিগের সহিত মিলা মিশা কর, আর তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তাআলার রাহে আনিবার জন্য কোশেষ কর, আর তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তাআলার নাফর্ম্মানি হইতে ডরাও, তাহা হইলে ঐ সময়ে তুমি আল্লাহ্‌তাআলার নজ্‌দিগ্‌ বাহাদুর আলেম হইয়া যাইবে, আর তুমি রছুল ও নবিদিগের ছোওয়াব পাইবে, যেমন জনাব হজরৎ রছুল করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম জনাব হজরৎ আলী (রা) কে ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—যদি আল্লাহ্‌-তাআলা তোমার তালিমের দ্বারা, কোন মনুষ্যকে হেদায়েৎ করেন, তবে এই কার্য্য তোমার জন্য, ঐ সকল বস্তু হইতে বেহতর হইবে, যে সকল বস্তুর উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের মনুষ্য এই রকম, যে তাহাদিগের জবান আছে বটে, কিন্তু দেল নাই, অর্থাৎ তাহারা লোক দিগকে তো নছিহৎ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু নিজেরা তাহার উপর আমল

করে না, তাহারা অন্যান্য মনুষ্যদিগকে তো আল্লাহ্ তাআলার তরফ ডাকে, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ্ তাআলার রাস্তা হইতে পলায়ন করে, অন্যান্য লোক দিগের আয়েব সমূহকে মন্দ বিবেচনা করে, আর তাহারা তাহাদিগের নিজের আয়েব সমূহের উপর খেয়াল ও করে না, লোকদিগের মধ্যে, তাহারা আপন এবাদৎ ও লেয়াকৎ জাহের করে, এবং নিজেরা আল্লাহ্-তাআলার নাফর্ম্মানি করিতে রত থাকে, আর যখন তাহারা একেলা হয়, তখন যেন, তাহারা মনুষ্যের ছুরতে ব্যাঘ্র বিশেষ হয়। এই শ্রেণীর লোক হইতে জনাব হজরৎ রছুল কারিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ও আমা-দিগকে ডরাইয়াছেন। হজরৎ জনাব নবি কারিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—আমার ওম্মৎদিগের মধ্যে বুরা আলেমগণ অতি ভয়ঙ্কর হইতেছে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগের সংশ্রব হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং তাহাদিগের নিকট হইতে দূরি এক্তেয়ার করা, এবং পলাইয়া যাওয়াই বেহ্তর হইতেছে। কারণ এমন যেন না হয়, যে, তাহাদিগের মিষ্ট মিষ্ট কথায়, তোমরা তাহাদিগের ফান্দে পড়িয়া যাও, আর যেন, তাহাদিগের নাফর্ম্মানির আগুন, তোমাদিগের জানের হালাকির কারণ না হয়, আর তাহাদিগের বাতেনের পচা ভট্‌ভটে বদ্‌বো যেন, তোমাদিগকে হালাক করিয়া না ফেলে।

এই স্থানে ফকির হাকির ছদরউদ্দীন আহমদ্ বলেন, যদি কেহ তোমাকে হাছাদ করিয়া কাফের, বেদিন বলে, তবে ছবর এক্তেয়ার করিবে, চুপ করিয়া থাকিবে, নেহায়েৎ খোশ হইবে, কখন ও রাগ করিবে না, একিনান জানিয়া রাখিবে, আল্লাহ্ তাআলা বেহেতর বদ্‌লা দেনেওয়ালা হইতেছেন।

তৃতীয় প্রকারের মনুষ্য এই রকম হইতেছে, যে, তাঁহাদিগের দেল তো আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের জবান নাই, আর ইহারাই দিন এছলামের

বান্দা মোমেন হইতেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে আপন রহ্‌মতের দামনের ছায়াতলে পানাহ্‌ দিয়াছেন, আর আপনার রহমৎ তাঁহাদিগের উপর নাজেল করিয়াছেন, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে বিনা (বাতেনের চক্ষুদান) করিয়াছেন, যেন তাঁহারা নিজেদের আয়েব দেখিতে পারে। তাঁহাদিগের দেল রোশন হইতেছে, আর তাঁহারা আওয়ামোন্নাছের ছোহ্‌বতের খারাবি জানিতে পারেন, আর আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে এল্‌হামের দ্বারা খবরদার করিয়া দিয়াছেন, আর তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, যে, চুপ থাকা ও একাকি থাকা বেহ্‌তর হইতেছে, যেমন জনাব হজরৎ নবি কারিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই:—যে চুপ থাকিল, সে নাজাৎ পাইল, আরো ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই, যে, এবাদতের দশ অংশ আছে, যাহার ৯ (নয়) অংশ খামোশী মধ্যে আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর মনুষ্য আল্লাহ্‌-তাআলার দোস্ত হইতেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে আপন মার্ফৎ নছিব করিয়া শরফরাজ করিয়াছেন। তামাম দুনিয়ার ভালাই তাঁহাদিগের নিকটে আছে। সুতরাং তাঁহাদিগের ছোহ্‌বৎ এক্তেয়ার করা বেহ্‌তর হইতেছে, অর্থাৎ তাঁহাদিগের খেদমৎ কর, তাঁহাদিগের সহিত দোস্তি রাখ, আর তাঁহাদিগের হাজৎ পূরা কর, তাঁহাদিগের উপকার করিতে থাক, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগের তোফায়েলে তোমাকেও আপন দোস্তি মধ্যে দাখেল করিবেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদ্‌।

চৌথা শ্রেণীর ঐ সকল মনুষ্য হইতেছে, যাঁহাদিগের জবান ও আছে, দেল ও আছে, আর ইঁহারা ঐ সমস্ত মনুষ্য হইতেছেন, যাঁহাদিগকে আলমে মালাকুৎ মধ্যে আজমতের সহিত ডাকা যাইয়া থাকে। চুনাঞ্চে হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই, যে ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করত, তাহার উপর আমল করিয়াছে, এবং অন্যান্য লোকদিগকে

ও শিক্ষা দান করিয়াছে, তাঁহাদিগকে আলমে মালাকুৎ মধ্যে আজিম (আজ্‌মৎওয়ালা) বলা যাইয়া থাকে, আর তাঁহারা আল্লাহ্‌তাআলার মার্ফতের, এবং তাঁহার আমানতের রাজদার হইতেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগের দেলের মধ্যে আপন এলেমের আজায়েবাৎ আমানৎ রাখিয়াছেন, আর তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত আছ্‌রার জানাইয়া দিয়াছেন, যাহা অন্যান্য লোক সমুহ হইতে পুশিদা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাদিগকে আপন ফজল রহ্‌মতে মক্‌বুল ও বর্গুজিদাহ্‌ করিয়াছেন; আর তাঁহাদিগকে আপন নজদিগি নছিব করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে হেদায়েৎ করিয়াছেন,আর আপনার তরফ তরক্কি আতা ফর্মাইয়াছেন। তাঁহাদিগের ছিনাকে পুশিদা ভেদ, এবং এলেম সমুহের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌-তাআলা তাঁহাদিগকে বহুৎ নেয়ামতিন আতা করিয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌-তাআলার বান্দাদিগকে নেকির তরফ ডাকিয়া থাকেন; আর তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌তাআলার নাফর্মানি হইতে বাজ থাকিবার জন্য তাম্বি করিয়া থাকেন, আর আল্লাহ্‌তাআলার জাৎপাক, ও ছেফাৎ পাক দলিলের দ্বারা ছাবেৎ করিয়া, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া ছম্‌ঝাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা হেদায়েৎ কর্ণেওয়ালা হইতেছেন, আর তাঁহারা হেদায়েৎ পাইয়াছেন, তাঁহারা শাফায়াৎ কর্ণেওয়ালা হইতেছেন, এবং তাঁহারা শাফায়াৎ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ছাচ্চা মনুষ্য হইতেছেন, আর তাঁহারা সত্য কথাই বলিয়া থাকেন, আর তাঁহারা নায়েব রছুল, এবং ওয়ারেছ আম্বিয়া হইতেছেন। এনছানের ইহাই আখেরি ও বলন্দ দর্জা হইতেছে, যাহা হইতে উচ্চ দর্জা নবুওৎ ভিন্ন আর কিছু নাই। সুতরাং তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাক; আর তাঁহাদিগের নিকট হইতে আলাহেদা হইও না, এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে ভাগিও না, কিম্বা তাঁহাদিগের সহিত দুশ্মনি করিতে কোশেশ করিও না। এমন না হয়, যে তুমি তাঁহাদিগের কথা কবুল

না কর, এবং তাঁহাদিগের নছিহৎ কান লাগাইয়া শ্রবণ না কর, যাহা তাঁহারা বলেন, বহু উহাতে ছালামতি আছে, এবং অন্যান্য লোকের কথার মধ্যে হালাকি ও গুমরাহি ভরা রহিয়াছে, কিন্তু যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তাআলা তৌফিক আতা করেন, এবং রাছ্তি ও রহ্মতের দ্বারা মদদ্গারি করেন। আমি মনুষ্যদিগকে এইরূপ ত্কছিম্ করিয়া দিলাম। এখন লোকদিগের উচিৎ হুসিয়ার ও সাবধান হইয়া যায়, এবং তাহাদিগের আকেলকে কামে লাগায়, তাহা হইলে তাহারা আপন নাফ্ছকে বাঁচাইতে সক্ষম হইবে, এবং তাহারা তাহাদিগের উপর শাফাকাৎ কর্ণেওয়ালা লোকদিগকে, এবং মেহেরবাণি কর্ণেওয়ালা লোকদিগকে চিনিয়া লইতে পারিবে। আল্লাহ্ তাআলা আপন ফজল রহ্মতে আমাদিগের সকলকে, উহার তরফ হেদায়েৎ করেন, যাহা তিনি দোস্ত রাখেন, এবং তাঁহার রেজামন্দির রাহে চলিবার তৌফিক নছিব করেন।

আয়ে আমার প্রাণের ভাই মোছলমান সকল, আপনারা মোছল্মান হইয়া কখনও কোন ফাছেকের, কোন কাফেরের, কিম্বা কোন মোশ্রেকের জয়ধ্বনি দিবেন না, এবং জয় ঘোষনা করিবেন না; কারণ কোন ফাছেকের, কোন কাফেরের, কিম্বা মোশ্রেকের জয় ঘোষনা করা, মোছল্মানের জন্য শরিয়তে হরগেজ জায়েজ নহে। এয়াদ রাখিবেন, জনাব হজরৎ নবি কারিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন :—

اَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَنَسٍ (رض)

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا مُدِحَ

الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ *

ইহার ভাবার্থ এই :—মেস্কাৎ শরিফ মধ্যে লিখিত আছে, জনাব হজরৎ এমাম বায়হকি (র) আপন কেতাব স্থবল ইমান মধ্যে, জনাব হজরৎ আনেছ (রা) হইতে একটি হাদিছ নকল করিয়াছেন যে, জনাব হজরৎ রছুল কারিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যখন কোন ফাছেক লোকের তারিফ করা হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা গজবে আইসেন, এবং তাহাতে তাঁহার আরশ মোয়াল্লা কাঁপিতে থাকে। এই হাদিছ হইতে পরিষ্কার মালুম হইতেছে, যে সমস্ত লোক দাড়ি মুড়াইয়া থাকে, খুর দ্বারা দাড়ি কামাইয়া থাকে, কিম্বা নামাজ পড়ে না, অথবা জাকাৎ দেয় না, বা শরাব পান করে, অথবা জেনা করে, অথবা গান করা, ও বাজ্না বাজানোকে এবাদতের অঙ্গ মনে করে, অথবা কবর পুজা কর্ণে-ওয়ালাদিগের, পির ছিজ্দা কর্ণেওয়ালাদিগের তারিফ করে, এই সমস্ত লোক আল্লাহ তাআলার গজবের মধ্যে গেরেফ্তার হয়, এবং উহাদিগের তারিফ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার আরশ মোয়াল্লা কাঁপিতে থাকে। এইরূপ গজব এলাহি বেশরাই মোছলমানদিগের জন্য হইতেছে, তবে যদি কেহ কোন কাফেরের কিম্বা মোশ্রেকের, বা বেদিনের তারিফ করে, তবে সেই তারিফ কর্ণেওয়ালার কি অবস্থা হইবে? তাহা আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন কেহই জানে না। আয় ভাই মোছল্মান সকল এয়াদ রাখিবেন যে, মৌতের পরে আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহু জাল্লা শানুহুর হুজুরে হেছাবের জন্য হাজের হইতে হইবে। সুতরাং দুনিয়ার কারবার করিতে আপনারা সাবধানের সহিত ইমান বাঁচাইয়া কারবার করিয়া বেড়াইবেন। যদি কখন ও কোন কঠিন বিষয় দরপেশ হয়, তবে তাহা আল্লাহ্ তালার বর্গুজিদাহ্ খাছ্ লোক, যাঁহারা নায়েব রছুল হইতেছেন, তরিকতের পির হইতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইবেন, ও তদনুযায়ী আমল করিবেন, আম্ লোকের নাজায়েজ কথা শুনিয়া; এবং বুরা আমেলগণের কথা বিশ্বাস করিয়া, তাহার উপর আমল করিবেন না।

আয়ে নির্দয় নিষ্ঠুর শরিয়ত অনভিজ্ঞ নামের মোছলমানগণ, তোমরা আপন নাফ্ছের উপর রহম কর, আর কুফর গোনাহ্র মধ্যে লিপ্ত হইও না ; তোমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যে, তোমাদিগের বাপ দাদা পোছ্‌তু পোছ্‌তানের মধ্যে, কেহ কখন ও মোছলমানের জন্য কুফর লফ্জ্ "বন্দেমাতরম্" বলা জায়েজ আছে, এইরূপ এতেকাদ্ করেন নাই, এবং বলেন নাই, এবং কেহ কখনও ইহা মোছলমান সমাজের মধ্যে প্রচলন করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। তোমরা তোমাদিগের নিজের মস্তকে কুড়ালি মারিও না, আপন নাফ্ছের প্রতি রহম কর। তোবা করিয়া, খালেছ বান্দা মোমেন হইয়া, আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ বন্দিগী মধ্যে মশগুল থাক। মোছলমান হইয়া, আর কখনও "বন্দেমাতরম্" বলিও না, কোন ফাছেকের কোন মোশ্রেকের, কোন কাফেরের জয় ঘোষনা করিও না। সাবধান সহকারে স্মরণ রাখ, জনাব হজরৎ নবি কারিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন :—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ *

ইহার ভাবার্থ এই :—যে ব্যক্তি যে কাওমের হাব্, ভাব্, রাহ্, ও রছুম এখ্তেয়ার করিবে, সেই ব্যক্তি (আখেরাতে) সেই কাওমের সহিত হইবে। আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

সুতরাং আয়ে বেরাদরঁ, এখন সময় থাকিতে সমস্ত গোনাহ্র কার্য্য হইতে তৌবা করিয়া ; একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলারই এবাদৎ বন্দিগী কর, এবং ছুন্নৎ তরিকা অনুযায়ি আমল করিতে মশগুল থাক।

আমার প্রাণের ভাই মোছলমান সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শেরেক করিলে, ও কালাম কুফর বলিলে, মোছল্মান কাফেরের দর্জায় দাখেল হয়,

তাহার বিবি তালাক হইয়া যায়, অর্থাৎ নেকাহ্ টুটিয়া যায়। যদি তাহার পর নেকাহ্ না দোহ্রাইয়া বিবির সঙ্গে ছোহবৎ করিবে, তবে জেনা হইবে। তাহা হইতে শন্তানাদী পয়দা হইলে হারামজাদা হইবে, এবং শন্তানাদী হারামজাদা হইলে, মা বাপের নাফর্মান, ও আল্লাহ্তাআলার নাফর্মান হইবার ভয় আছে। সুতরাং শেরেক ও কুফর হইতে বহুৎই পরহেজ করিয়া চলিবে। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে :—

اِذَا لَقِيْتَ الْفَاجِرَ فَالْقِهٖ بِوَجْهٍ خَشِنٍ •

ترجمه—جب ملاقات کر تو فاجر کی یعنے مشرک یا بدعتی کی تو ملاقات کر ترش روئی سے *

ইহার ভাবার্থ এই :—যখন তুমি মোলাকাৎ কর ফাজেরের সঙ্গে, অর্থাৎ মোশ্রেক মনুষ্যদিগের সহিত, কিম্বা বেদয়াতি মনুষ্যদিগের সহিত, তো তরশ-রুয়ি, অর্থাৎ বেজার মুখে মোলাকাৎ কর, এবং হাকাএকোত্তনজিল্ মধ্যে লিখিত আছে, জনাব হজরৎ ছেহেল তছ্তরি (র) বলিতেন :—

مَنْ صَحَّحَ اِيْمَانَهٗ وَ اَخْلَصَ تَوْحِيْدَهٗ فَاِنَّهٗ لَا يَانِسُ اِلَى مُبْتَدِعٍ وَلَا يُجَالِسُهٗ وَلَا يُوَاكِلُهٗ وَلَا يُشَارِبُهٗ وَ يَظْهَرُ لَهٗ مِنْ نَفْسِهٖ الْعَدَاوَةَ - وَمَنْ دَاهَنَ بِمُبْتَدِعٍ سَلَبَهُ اللّٰهُ تَعَالَى حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ - وَمَنْ يُّحِبَّ اِلَى مُبْتَدِعٍ نُزِعَ نُوْرُ الْاِيْمَانِ مِنْ قَلْبِهٖ *

ترجمه — مرد صحیح الایمان کو چاهئے که بدعتی لوگون سے محبت اور الفت نرکہے - اور اُنکے ساته بیٹهنے اورکہانے اور پینے کی عادت نڈالے اور دل سے اُنکے ساته عداوت رکہے - اورجو شخص بدعتی لوگون سے ملتا هے اور اُنکی خاطر سے دین کی بات مین سستی کرتا هے تو اُس سے ایمان کی حلاوت الله تعالیٰ لے لیتا هے - اور جو بدعتی لوگون سے دل سے دوستی رکہتا هے تو اُسکے دل سے ایمان کا نور نکال لیا جاتا هے ●

অর্থাৎ ছাচ্চা ইমানদারের উচিৎ যে, বেদ্‌য়াতি লোকদিগের সহিত দোস্তি মহব্বৎ না রাখে, এবং তাহাদিগের সহিত খানা পিনা, উঠা বসা, ও ওলা মেলা না করে, এবং দেলের সহিত তাহাদিগের সঙ্গে আদাওতি রাখে। যে ব্যক্তি বেদ্‌য়াতি লোকদিগের সহিত মিশা মিশি করে, এবং তাহাদিগের খাতিরে, দিন এছ্‌লামের কোন কাজে ছুস্থি করে, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার দেল হইতে ইমানের হালাওয়াৎ (মজা) লইয়া যান। যে ব্যক্তি বেদ্‌য়াতি লোকদিগের সহিত দেলের সহিত মহব্বৎ রাখে, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার দেল হইতে ইমানের নূর বাহির করিয়া লইয়া যান। (তফ্‌ছির আজিজি।) আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা মোহাম্মদ্‌।

আয়ে বেরাদর, তফ্‌ছির কাদেরিয়া মধ্যে লিখিয়াছেন, আগে জমানায় বোত পরস্তদিগের এই রেছম ছিল যে, বোত সকলের মধ্যে মধু ও খোশবু লাগাইয়া, বোত পরস্তগণ দরওয়াজা বন্দ করিয়া চলিয়া যাইত। মাছি সকল বোত খানায় জানালা দ্বারা প্রবেশ করিয়া ঐ শহদ ও খোসবু চাটিয়া খাইয়া যাইত। কতক দিন পরে, যখন বোত পরস্তগণ বোতের মধ্যে শহদ্‌, এবং খোশবুর নেশান পাইত না, তখন খুশী করিত যে,

তাহাদিগের বোত শহদ্ ও খোশবু খাইয়াছে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাআলা বোত সকলের আজিজি ও জয়িফির বিষয় কোরাণ ছুরা হজ্ মধ্যে খবর দিয়াছেন।

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْاً لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ *

ترجمه — لوگو - ایک کهاوت کهی هے اوسکو کان رکهو - جنکو تم پوجتے هو الله کے سواے هرگز نه بنا سکین ایک مکهی اگرچه سارے جمع هون اور اگر کچهه چهین لے اونسے مکهی چهڑا نه سکین وه اوس سے *

ভাবার্থ এই:—আয়ে মনুষ্য জাতি, আল্লাহ্ তাআলা উদাহরণ স্বরূপ এক মেছাল কোরাণশরিফ মধ্যে ফর্মাইয়াছেন, তাহা তোমরা কাণ লাগাইয়া শোন:—আল্লাহ্ পাক্ ব্যতীত, যে সমস্ত বোতদিগকে তোমরা পুজা করিতেছ, হরগেজ (কখনও) উহারা এক মাছি বানাইতে পারে না, যদ্যপি দুনিয়ার যাবতীয় বোত সকলও একত্র মিলিত হয়। এবং যদ্যপি উহাদিগের নিকট হইতে কোন বস্তু মাছিতে কাড়িয়া লয়, তাহা হইতে উহারা উহা কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যদি পৃথিবীর যাবতীয় বোত একত্র মিলিত হয়, তবুও সামান্য একটী মাছি ও পয়দা করিতে পারে না, কিম্বা তাহাদিগের শরীরের উপর হইতে মাছিকে উড়াইয়া দিবার ক্ষমতাও রাখে না। বরং কতক মনুষ্য উহাদিগকে গড়িতেছে, এবং এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইতেছে, এবং বোতপরস্তগণ, যে উহাদিগকে

ডাকে, উহারা ঐ ডাকা ও শুনিতে পায় না। আল্লাহ্ তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা আহ্ কাফ্ মধ্যে ফর্ম্মাইয়াছেন।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ * وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ *

ترجمہ—اور اوس سے بہکا کون جو پکارے اللہ کے سوا ے ایسے کو کہ نہ پونچہے اوسکی پکار کو دن قیامت تک اور اونکو خبر نہین اونکی پکارنے کی اور جب لوگ جمع ہونگے وہ ہونگے اونکے دشمن اور ہونگے اونکے پوجنے سے منکر *

তফ্ছির কাদেরিয়া মধ্যে লিখিয়াছেন, দুনিয়ার মধ্যে ঐ ব্যক্তি হইতে জেয়াদা গুমরাহ কেহ নাই, যে আল্লাহ্ পাক্ ভিন্ন এমন বেকদর বস্তুকে ডাকে এবং পূজা করে—যে তাহাকে জওয়াব দিতে পারে না, এবং তাহার দোওয়া কবুল করে না। যদি বোতপরস্তগণ তাহাদিগের বোতদিগকে দুনিয়ার মুদ্দৎ বরাবর ডাকে, তাহা হইলে ও ঐ বোত সকল হইতে বোত-পরস্তদিগের ডাকের জওয়াব দিবার আছোর প্রকাশ হইবে না, এবং ঐ বোত সকল বোতপরস্তদিগের ডাকা হইতে গাফেল এবং বে-খবর হইতেছে, কারণ উহাদিগের ডাক যখন শুনিতে পায় না, তখন তাহার জওয়াব কেমন করিয়া দিবে? পছ্, বদবখত ঐ ব্যক্তি হইতেছে, যে ছুন্নেওয়ালা, কবুল কর্ণেওয়ালা,

খোদাওন্দ করিমের, এবাদত বন্দিগী তরক করিয়া, কতকগুলি ইন্দ্রিয় বিহীন বস্তু (যেমন কঙ্কর, প্রস্তর, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, ধাতু ইত্যাদি)—যাহারা দেখিতে পারে না, শুনিতে পারে না, তাহার তরফ মতওয়াজ্জা হয় ? এবং লোক সকলকে যখন হশর করা যাইবে (কেয়ামতের ময়দানে) তখন বোতপরস্তগণ তাহাদের বাতেল মাআবুদ সকলের প্রতি যে শাফায়াৎ ও মদদগারির গুমান রাখিত, তাহার পরিবর্ত্তে ঐ বোত সকল বোতপরস্তদিগের দুশমন হইবে, এবং বোত সকল বলিবে যে, উহারা আমার পরস্তশ্ করে নাই। (কোরাণ তফ্ছির কাদেরিয়া, ছুরা আহ্কাফ্।) আল্লাহ্তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা ইউনুছ মধ্যে ফর্ম্মইয়াছেন।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ *

ترجمه — اور جسدن جمع کرینگے هم اون سب کو پهر کهینگے شریک والونکو کهڑے هو اپنی اپنی جگهه تم اور تمهارے شریک پهرتو ڑا وینگے آپس مین اونکو اور کهینگے اونکے شریک تم همکو بندگی نه کرتے تهے *

ভাবার্থ এই :—এবং আমি যে দিন জমা করিব, হশরের জন্য নেক ও বদ সমস্ত লোকদিগকে। ফের বলিব উহাদিগকে যাহারা শেরেক করিয়াছে। তোমরা এবং তোমাদিগের বাতেল মাবুদ আপন আপন মোকাম মধ্যে খাড়া থাক। ফের আমি যুদা করিব, কাফেরদিগকে তাহাদিগের মাবুদ সকল হইতে, এবং আমি জিজ্ঞাসা করিব কাফেরদিগকে, যে

তোমরা বোতের পূজা কি জন্ত করিয়াছ ? কাফেরগণ বলিবে, এই বোত-সকল আমাদিগকে তাহাদিগের পূজা করিবার হুকুম করিয়াছিল। হক্‌তা-আলা ঐ সকল বোতদিগকে বলিবার ক্ষমতা এনায়েত করিবেন, এবং বোত সকল বলিবে, তোমরা আমার পূজা করিতে না, বরং তোমাদিগের খাহেশের পূজা করিতে। ইয়ানাবি মধ্যে লেখা আছে যে, কাফেরগণ ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিবে, এবং বলিবে এমন কখন ও নহে—বরং তোমরা আমাদিগকে পূজা করিবার হুকুম করিয়াছিলে। ঐ সময় বোত সকল বলিবে যে, পছ্, আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলা সাক্ষী বছ্‌ হইতেছেন। তহ্‌কিক আমরা তোমাদিগের পূজা হইতে বে-খবর ছিলাম, কারণ আমরা দেখিতাম না, শুনিতাম না—আকেল্‌ ও ফহম্‌ রাখিতাম না। (তফ্‌ছির কাদেরিয়া ছুরা ইউনুছ) আল্লাহ্‌তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা আম্বিয়া মধ্যে অপর এক স্থানে ফর্মাইয়াছেন।

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط
اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ * لَوْكَانَ هٰٓؤُلَاۤءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ط
وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

ترجمہ — تم اور جو کچھ پوجتے ہو اللہ کے سوائے جھونکنا ہے دوزخ میں تمکو اسپر پہونچنا ہے اگر ہوتے یہ لوگ ٹھاکر نہ پہونچتے اوسپر اور سارے اوس میں پڑے رہینگے *

ভাবার্থ এই :—তোমরা এবং তোমরা আল্লাহ্‌ পাক্‌ ব্যতীত যাহা কিছু (অর্থাৎ বোতদিগকে) পূজা করিতেছ, উহারা দোজখের লাকড়ি

হইতেছে, এবং তোমাদিগকে ও ঐ দোজখ মধ্যে যাইতে হইবে। যদি এই সমস্ত বোত সত্য মাবুদ হইত, যে প্রকার তোমরা গুমান করিয়াছ, তাহা হইলে দোজখ মধ্যে যাইত না, এবং সকলে উহার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে। তোবান মধ্যে লেখা আছে, বোত সকলকে যে দোজখের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইবে, উহাতে এই হেকমৎ আছে যে, বোতপরস্ত-দিগের আরো জেয়াদা আজাব হয়। কারণ বোতদিগের দ্বারা আরো আগুণ তেজ হইয়া যাইবে, এবং বোতপরস্তগণ আরো জেয়াদা জলিতে থাকিবে, এবং বোতপরস্তদিগের নাদানি খুলিয়া যাইবে এবং দেখিবে যে, যাহাদিগকে উহারা পূজা করিত, তাহারাও উহাদিগের সঙ্গে আগুণ মধ্যে জ্বলিতেছে। ঐ সমস্ত বোত—যাহাদিগকে উহারা খোদা গুমান করিত, যদি খোদা হইত, তবে দোজখ মধ্যে দাখেল হইত না। কারণ খোদা তো অন্যান্যকে আজাব করেন, তাঁহাকে কেহ আজাব করিতে পারে না। এবং সমস্ত বোতপরস্তগণ দোজখ মধ্যে হামেশা থাকিবে—কদাচ খালাস পাইবে না। (তফ্ছির কাদেরিয়া ছুরা আম্বিয়া।)

আয়ে বেরাদরান মুমিনিন, কতক জাহেল মোছলমান সকল জাহালত বশতঃ বোতপরস্তির মদদ্গারি করিয়া, এবং বেমার বালাতে বোতের মানত করিয়া, দায়রা এছ্লাম হইতে খারেজ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদিগের ইমান ও একিন মজবুৎ করিবার জন্য, আমি কোরাণ ও তফ্ছির হইতে আয়েৎ শরিফ উদ্ধৃত করিয়া বোতের দুনিয়ার অবস্থা, এবং আখেরাতের অবস্থা, যেরূপ কোরাণ ও তফ্ছির মধ্যে আসিয়াছে, তাহা আমি সংক্ষেপে বয়ান করিয়াছি। ভরসা করি, ইহার পর কোন মোছলমান ব্যক্তি বোতের মানত মানিবে না, এবং বোতপরস্তির মদদ্-গারি করিবে না। এখন আল্লাহ্ তাআলার উপর ইমান আনিয়া ছাবেৎ কদম থাকিলে, এবং আল্লাহ্ পাক্ বেনেয়াজের উপর ভরসা করিলে,

আল্লাহ্ তাআলার নজদিক্ কি পরিমাণ ইমানদার ব্যক্তি রহমতের মস্তাহাক্ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমি হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের বিবরণ কোরাণ ও মোতাবর কেতাব হইতে সংক্ষেপে লিখিতেছি। আমি বড় আর্জু রাখি, আমার মোছলমান বেরাদর সকল, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম যেরূপ আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করিতেন, ঐরূপ ভরসা স্থাপন করিবেন; এবং একিন জানিবেন যে, ইহাতেই মোছলমান ব্যক্তির দোনো জাহানের বেহ্তরী নিহিত রহিয়াছে। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

একদা যখন কাফের নামরূদ, এবং তাহার কওমের লোকসকল, তাহাদিগের পর্ব্ব উপলক্ষে ময়দানে চলিয়া গিয়াছিল, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম্ আলায়হেচ্ছালাম ঐ সময় কাফের নামরূদের বোতখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আল্লাহ্ তাআলা কোরাণ শরিফ মধ্যে তাহার বিষয় ফর্ম্মাইয়াছেন :—

فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ *

ترجمه — پهر جا گهسا اونكے بتوں ميں - پهر بولا تم كيوں نہيں كهاتے - تمكو كيا ہے كه نہيں بولتے *

ভাবার্থ এই :—ফের পুশিদা ফিরিলেন, হজরৎ এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম উহাদিগের বোত সকলের তরফ, এবং বোত সকলকে দেখিলেন বস্ত্র অলঙ্কারে সজ্জিত আছে, এবং খাইবার সামগ্রীর খান্চা উহাদিগের সম্মুখে মৌজুদ রহিয়াছে। তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম হাসি করিয়া বলিলেন, কি জন্য তোমরা এই সমস্ত খানা খাইতেছ না? যখন বোত সকল হইতে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন হাসি করিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন, তোমাদিগকে কি হইয়াছে, যে তোমরা কথা

বলিতেছ না ? এবং আমার কথায় জওাব দিতেছ না ? তফ্ছির কাদেরিয়া। আল্লাহ্তাআলা কোরাণ মজিদ ছুরা আম্বিয়া মধ্যে ফর্মাই-য়াছেন :—

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّاكَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ *

ترجمه — پھر کرڈالا اونکو ٹکڑے مگر ایک بڑا اونکا کہ شاید اوس کے پاس پھر آویں *

ভাবার্থ এই :—ফের হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম বোত সকলকে তবরের দ্বারা (অর্থাৎ কুড়ালি দ্বারা) টুক্রা করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু এক বড় বোতকে টুক্রা করিলেন না। বরং তাহার গর্দ্দানের উপর কুড়ালি রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সায়েদ কাফের নামরূদের লোক ঐ বড় বোতের তরফ পুনঃ আসিতে পারে, এবং জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, উহাদিগকে কে টুক্রা টুক্রা করিয়াছে। (তফ্ছির কাদেরিয়া)। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

ইহা দেখিয়া শয়তান মর্দ্দ ময়দানে কাফের নামরূদ, এবং তাহার লস্করের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া হাজের হইল, এবং চীৎকার করিয়া বলিল যে, তোমাদিগের বোতদিগকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জের ও জবর্ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা শুনিয়া ঐ মর্দ্দ সকল মৎহির হইয়া সহরে ফিরিয়া আসিল, এবং বোত সকলের দুরবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল, যে ব্যক্তি আমাদিগের বোত সকলের সঙ্গে এই অকর্ম্ম করিয়াছে, নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি কোন বে-এন্ছাফ হইবে, তাহার আমরা বদ্লা লইব। আয়ে বেরাদর, তাহার পর কাফের নামরূদ, এবং তাহার কওম হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামকে আগুণে জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিল। কাফের নামরূদ হুকুম করিল যে, বারো ক্রোশ বিস্তৃত, এবং

একশত গজ উচা, এক পোক্তা চারি দেওয়ারি প্রস্তুত কর। সুতরাং তাহার হুকুম অনুসারে ঐ প্রকার চারি দেওয়ারি প্রস্তুত হইল। তাহার পর সমস্ত মুলুক মধ্যে কাফের নামরূদ শোহরৎ করিয়া দিল যে, তাহার যত দোস্ত আছে, লাক্ড়ি কাটিয়া ঐ চারি দেওয়ারি মধ্যে জমা করে। তখন নামরূদ কাফেরের হুকুমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার মক্দুর মত লাক্ড়ি আনিয়া জমা করতঃ তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। ঐ আগুণের শোলা (অগ্নি-শিখা) এত বড় উচা হইল যে, ঐ স্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে যে জানোয়ার উড়িত, তাহা উহার তাপশে জলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত। ইহা দেখিয়া কাফের সকল ফিকিরমন্দ হইল যে, উহার মধ্যে কি উপায়ে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবকে ফেলিয়া দিবে। ইতিমধ্যে ইব্‌লিছ মর্দ্দ আসিয়া, ঐ কাফেরদিগকে হেক্মৎ বাতাইয়া দিল, এবং বলিল যে, তোমরা এক উচা স্থান বানাও। তাহার পর উহারা ছুতারদিগকে ডাকাইয়া এক গোফন্ বানাইল, ইহার আগে কেহ গোফন্ বানাইয়াছিল না, এবং কেহ দেখিয়াছিল না। ঐ মর্দ্দ যখন গোফন্‌কে ঠিক ঠাক্ করিয়া দুরস্ত করিল, তখন আল্লাহ্‌তাআলা হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালামকে হুকুম করিলেন, আছ্‌মানের দরজা সকল খুলিয়া দেও, যে ফেরেশ্‌তা সকল আমার খলিল্‌কে দেখিতে পারে যে, আমি তাঁহাকে দুশমনের হাতে দিয়াছি—যাহারা উঁহাকে জ্বালাইতেছে। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আছ্‌মানের দরওয়াজা সকল খুলিয়া দিলেন। তখন সমস্ত ফেরেশ্‌তা এই অবস্থা দেখিয়া ছিজ্‌দায় গেলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—আয় পাক্ বেনেয়াজ, এই ময়দান মধ্যে এক মোয়াহেদ আছেন, যিনি তোমার বন্দিগী করিয়া থাকেন, দুশমনে তাঁহাকে জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে হুকুম হইল যে, আয় ফেরেশ্‌তা সকল, তোমরা যদি মর্জি কর উঁহাকে

আমান দেও। শয়তান মর্দ্দ গোফন্‌কে দুরস্ত করিয়া, তাহাতে চারি শত রসি লাগাইল। উজির নামরূদ মর্দ্দকে বলিল যে, তোমার পিরহান্ উঁহার শরীরে দিয়া দেও, কারণ যদি উনি আগুণে না জ্বলেন, তবে লোক সকল বলিবে যে, হজরৎ এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম নামরূদের পিরহানের বর্কতে আগুণে জ্বলেন নাই। ইহাই সৎযুক্তি বিবেচনা করিয়া নামরূদ্ মর্দ্দের পিরহান্ হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের শরীরে পরাইয়া দিল। হাত পাও বান্ধিয়া গোফন্ মধ্যে রাখিয়া, চারিশত লোক একেবারে জোর করিল, কিন্তু গোফন্ জাগাহ্ হইতে নাড়াইতে পারিল না, এবং হজরৎ (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের পিতা আজর আসিয়া বলিল, আমাকেও এক রসি দেও, যে আমি উহা টানি। যদিও উনি আমার বেটা হইতেছেন, কিন্তু আমার দিনের দুশমন্ হইতেছেন। ইহা বলিয়া এক রসি ধরিয়া টানিতে লাগিল। হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম নিজের পিতাকে রসি ধরিয়া টানিতে দেখিলেন, তখন বলিলেন এলাহি, আমার পিতাও আমার দুশমন হইয়াছে। আয় পাক বেনেয়াজ, আজ্ আমি সকলের বেগানা হইয়াছি। তুমি ভিন্ন কেহ আমাকে পানাহ্ দেনেওয়ালা নাই। পছ্ তাহার পর বহুসংখ্যক লোক বহু কষ্ট করিয়া, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামকে গোফনে করিয়া উঠাইয়া মযাল্লক আগুণ মধ্যে ডালিয়া দিল। (ঐ সমস্ত কাফেরদিগের উপর লানত হইক।) ঐ সময়ে আছ্মানের সমস্ত ফেরেশ্‌তা এই অবস্থা দেখিয়া ছিজ্‌দা মধ্যে পড়িয়া গেলেন এবং বলিলেন, এয়া আল্লাহ্ তোমার খলিল্ আলায়হেচ্ছালামকে কাফের সকল আগুণের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা সঙ্গে করিয়া, হজরৎ এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের নজ্‌দিক আসিয়া পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, আয়ে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম

(আলায়হেচ্ছালাম) আপনি যদি মর্জি করেন, তবে আমি এক পর্ আগুণের উপর মারি, এবং দরিয়া মহিৎ মধ্যে সমস্ত আগুণ ফেলিয়া দেই ? হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন, আয়ে জিব্রাইল (আলায়হেচ্ছালাম), আল্লাহ্ তাআলা ইহা করিতে বলিয়াছেন কি না ? হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম উত্তর করিলেন, না। তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন, আয়ে জিব্রাইল (আলায়হেচ্ছালাম) যাহা আমার পয়দা কর্ণেওয়ালা করিতে বলিয়াছেন, আপনি তাহাই করুন, পুনশ্চ হজরৎ জিব্রাইল (আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন, আয়ে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম), আপনার যদি কোন আবশুক থাকে, তবে আমাকে বলুন, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) উত্তর করিলেন, আমার আবশুক আছে, কিন্তু আপনার নিকট কোন আবশুক নাই, আমার আবশুক ঐ পাক বেনেয়াজ খোদাওন্দ করিম নিকট আছে—সমস্ত আলম যাঁহার মহ্তাজ্ হইতেছে। যখন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) আগুণের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন, তখন নাপাক নামরূদ মর্দুদের ঐ পিরহান যাহা হজরৎ (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের শরীরে ছিল, তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া গেল, এবং আল্লাহ্ তাআলার ফজলে হজরৎ এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবকে কোন প্রকার তথ্লিফ পৌঁছিল না। ঐ সময় খোশ্ এলহানের সহিত আল্লাহ্ তাআলার পাকীও আজ্মৎ বয়ান কর্ণেওয়ালা বুল্‌বুল্ পক্ষী সকল হজরৎ ছৈয়েদোনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের সঙ্গে আসিয়া ঐ আগুণের বাগান মধ্যে বসিল, এবং ঐ সময় গায়েব হইতে এই আওয়াজ আসিল।

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

ترجمہ — ہمنے کہا ای آگ ٹھنڈھک ھوجا اور آرام ابراھیم پر *

ভাবার্থ এই :—আয় আগুণ ঠাণ্ডা হইয়া যাও এব্রাহিমের (আলায়হে-চ্ছালাম) উপর, এবং উঁহাকে ছালামৎ রাখ। যখন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবকে আগুনে ফেলিল, তখন তাহাতে আল্লাহ্ তাআলা এক পানির চশ্মা জারি করিলেন, এবং হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বেহেশ্ত হইতে এক নুরের তক্ত আনিয়া দিলেন, এবং বেহেশ্তের লেবাছ আনিয়া হজরৎ (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবকে পরাইয়া দিলেন, এবং তক্তের উপর বসাইলেন। যে রশিতে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের হাত পাও বান্ধিয়া আগুণ মধ্যে ফেলিয়াছিল, উহা আগুণে জলিয়া গিয়াছিল, এবং হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবকে এক জারা আগুণের ছাদ্মা ও পৌছিয়াছিল না। উহা দেখিয়া হজরত জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম মৎহির হইয়া হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের তরফ দেখিতে ছিলেন। হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) বলিলেন, আয়ে ভাই আপনি কি দেখিলেন, যে এমন তাজ্জবের নজরে আমাকে দেখিতেছেন ? হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম বলিলেন, আমাকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে, এবং আপনার ছবরকেও দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি, যে এমন দহ্শতের মোকামে আপনি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কাহারও নিকট হাজত চাহেন নাই, এবং কাহাকেও কিছু বলেন নাই, এবং কাহারও নিকট কোন প্রকার মদদ্ তলব করেন নাই। এই কারণ বশত আল্লাহ্ তাআলা আপনার উপর এই কেরামৎ, এবং রহ্মৎ বখ্শেশ্ করিয়াছেন, এবং আপনার অগ্রে এমন কেরামৎ ও রহমৎ কাহাকেও এনায়েৎ হয় নাই।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٭

আয়ে আমার দোস্ত, আল্লাহ্ তাআলার উপর এইরূপ তোয়কল করুন, যেমন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম করিয়াছিলেন; এবং স্মরণ রাখুন তরিকতের পির বুজুর্গ হজরৎ জুনায়েদ বোগ্দাদি (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন আমলকে সনদ ধরিল, তাহার পাও পিছ্লিয়া গেল, যে ব্যক্তি আপন মাল্কে ওছিলা মনে করিল, ঐ ব্যক্তি মফ্লিছি মধ্যে পড়িল, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলাকে এৎমাদ করিল, ঐ ব্যক্তি বুজুর্গ এবং বুজুর্গোয়ার হইল। ইহা মশহুর আছে, যে বৃক্ষ সকল ঐ আগুণে জলিয়া গিয়াছিল, ঐ সমস্ত বৃক্ষের জড় জমিনে লাগান ছিল, এবং তাহার ডাল সকল তর্ ও তাজা হইয়া তাহাতে মেওয়া ধরিয়াছিল। নামরূদ্ এক মেনারার উপর চড়িয়া হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হে-চ্ছালাম ছাহেবের তরফ নেগাহ্ করিয়া দেখিতেছিল, যে নানাবিধ প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্যে, ছায়াদার বৃক্ষের নীচে, হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হে-চ্ছালাম) তক্তের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ঐ মর্দুদ বলিল, আফ্ছোছ্ আমার সমস্ত মেহ্নৎ বর্বাদ হইল। তখন ঐ মর্দুদ হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবকে পাথর ফেলিয়া মারিতে লাগিল। আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে, ঐ পাথর সকল শূন্যের উপর মর্য়াল্লক হইয়া গেল, এবং বসন্তকালের মেঘের ন্যায় হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের মাথার উপর ছায়া করিল, এবং এত পানি বর্ষিল যে, নামরূদ মর্দুদের সমস্ত আগুণ নিবিয়া গেল। নামরূদ মর্দুদের বেটী বালাখানার উপর হইতে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবকে দেখিতেছিলেন, এমন সময় নামরূদ মর্দুদ আপন বেটীকে বলিল,

তুমি হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালামকে দেখিয়াছ? ঐ বেটী বলিলেন, হাঁ, আমি দেখিয়াছি, কিন্তু বাবাজান তুমি এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছ, কেন বলিতেছ না যে, হজরৎ ছৈয়েদানা এব্রাহিম (আলায়হে-চ্ছালাম) ছাহেবের খোদা বর্হক হইতেছেন? তখন নামরুদ মর্দুদ ঝিড়্কী মারিয়া বেটীকে বলিল, তুই চুপ কর, এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তাহার পর উহার বেটী হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হে-চ্ছালাম ছাহেবের নিকটে আসিয়া বলিল, আয়ে হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম আপনি আমার উপর করম করুন। আমি আপনার আল্লাহ্ পাকের উপর ইমান আনিতেছি। তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা এব্রাহিম আলায়হেচ্ছালাম উঁহাকে ইমানের রাস্তা বাতাইয়া দিলেন, এবং ঐ বেটী এই কলেমা পড়িতে লাগিলেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

এবং মোছলমান হইলেন। হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে :—

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ

উহার মাইনি ইহা হইতেছে, যে, বেশথ্ জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে আল্লাহ্তাআলা হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হে-চ্ছালামের উম্দাহ্ ও মথ্ছুছ্ ছুরতে বানাইয়াছেন, যে ছুরতে তাঁহাকে বানানো এলেম এলাহি মধ্যে করার পাইয়াছিল, অর্থাৎ যে মথ্ছুছ্ ছুরতে আল্লাহ্তাআলা হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামকে বানাইতে এরাদা করিয়াছিলেন, যাহা এলেম এলাহি মধ্যে স্থিরিকৃত ছিল, সেই উম্দাহ্ ও মথ্ছুছ্ ছুরতে আল্লাহ্তাআলা তাঁহাকে বানাইয়াছেন। উহার মাইনি ইহা নহে, যে আল্লাহ্তাআলা হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হে-

ছালামকে আপন ছুরতের মত বানাইয়াছেন, অথবা আল্লাহ্ তাআলার ও হজরৎ ছৈয়েদেনা আদম আলায়হেচ্ছালামের মত ছুরৎ হইতেছে, এইরূপ হরগেজ কেহ বুঝিবে না, ও এতেকাদ্ করিবে না; এইরূপ যে ব্যক্তি বুঝিবে, ও এতেকাদ্ করিবে, সে কাফের হইবে। কারণ আল্লাহ্ তাআলার জাতপাক্ কাহার ও মোশাব্বা ও কাহার ও মত নহে, যেমন কোরাণশরিফ মধ্যে আসিয়াছে। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ কোয়ীউছ্ কি মেছাল নেহি, বাল্‌কে ছব্ ছে আলগ হায়, এইরূপ তাঁহার আওছাফ ও কাহার ও আওছাফের মোশাব্বা নহে, মানিন্দ নহে। জনাব হজরৎ মৌলানা মৌলবি আবু মোহাম্মদ আব্দুল্ হক ছাহেব তফ্ছির হাকানি (র) প্রণীত আকাএদল্ এছ্‌লাম্ হইতে লিখিত।

কোন কোন ওয়ায়েজ, তাহার ওয়াজের মধ্যে বলিয়া থাকেন :—

قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَرْشُ اللّٰهِ تَعَالٰى

এবং ইহার ব্যখ্যা এইরূপ করিয়া লোকদিগকে বলেন, মুমিনের কলব্ আল্লাহ্ তাআলার আরশ হইতেছে, এবং ইহাকে হাদিছ বলিয়া বয়ান করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা হাদিছ নহে, বোধ হয় কোন জমানায় কোন দরবেশ, ইহা বলিয়া থাকিবেন। ইহার মাইনি জাহেরা যাহা বুঝা যায়, তাহা নহে, বরং ইহার প্রকৃত মাইনি ইহা হইতেছে, যে, মুমিনের কলব্ আল্লাহ্‌তাআলার মার্ফৎ থাকিবার তক্ত হইতেছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার জাত ও ছেফাতের এলেম থাকিবার তক্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি ইহা হইতে বুঝিবে, যে, মুমিনের কলবের মধ্যে আল্লাহ্ আছেন, বা মুমিনের কলবের মধ্যে আল্লাহ্ থাকেন, তবে ঐ ব্যক্তি কাফের হইবে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা কোন বস্তুর মধ্যে হলুল করেন না, এবং আল্লাহ্ তাআলার মধ্যে কোন বস্তু হলুল করে না। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ্।

কতক লোক মোছলমান জাতির দাবি করে, কিন্তু এ প্রকার আকিদা রাখে যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে আল্লাহ্ আছে, এবং বলে যে, "যত কল্লা তত আল্লাহ্" এবং ইহা হইতে এই মোরাদ লয় যে, সকলেই খোদা, কিম্বা খোদার অংশ হইতেছে, এইরূপ বলা কুফর হইতেছে, এবং এই প্রকার বোল্‌নেওয়ালা, এবং বিশ্বাস কর্ণেওয়ালা কাফের হইতেছে।

কোন কোন দেশে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে, যে, কোন লোক কোন কার্য্যে যাইবার সময়, যদি তাহার বামদিকে শাপ দেখে, কিম্বা ডাইন দিকে শিয়াল দেখে, তবে সে বিশ্বাষ করে যে, এ যাত্রায় নিশ্চয় অমঙ্গল হইবে, এইরূপ এতেকাদ্ করা কুফর হইতেছে।

বিবি ও শওহরের দশম আদব।

আয়ে বেরাদর, সাধ্য পক্ষে বিনা কছুরে বিবিকে তালাক দিবে না। কারণ যদিও তালাক দেওয়া মোবাহ্ হইতেছে, কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা উহাতে রাজি নহেন। কারণ বিবিকে তালাক লফ্‌জ্ বলিলে নিতান্ত দুঃখিত করা হয়, এবং কাহাকে রঞ্জ দেওয়া উচিত নহে। লেকিন যদি নিতান্ত দরকার হইয়া পড়ে, তবে তালাক দেওয়া রওয়া আছে। যদি তালাক দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে উচিত যে, এক তালাক হইতে জেয়াদা না দেয়। কারণ একেবারে তিন তালাক দেওয়া মক্রূহ হইতেছে, এবং হায়েজের হালতে তালাক দেওয়া হারাম হইতেছে। এবং মর্দকে উচিত যে, তালাক দিতে হইলে, মেহেরবানির সহিত তালাক দেওয়ার কারণ কোন ওজর বয়ান করে। রাগ করিয়া কিম্বা হেকারতের সঙ্গে তালাক না দেয়। এবং তালাকের বাদ আওরতকে তোহ্‌ফা দেয়, যাহাতে তাহার দেল সন্তুষ্ট হয়। এবং আওরতের পুষিদা বিষয় কাহাকে না বলে।

এবং যে কারণ বশতঃ তালাক দিতেছে, তাহা জাহের না করে। বিবিদিগের কর্ত্তব্য যে, শওহর যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজের নিকটেও না যায়, এবং প্রত্যেক শওহরের কর্ত্তব্য যে, সামান্য অপরাধে বিবিকে তালাক না দেয়। যদি কাহার ও তালাক দিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে শীঘ্র পুনঃ বিবাহ করিবে, কারণ বিবাহ করা অতি উত্তম, এবং ফজিলতের কার্য্য হইতেছে। হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই যে :– যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াস্তে বিবাহ করে, কিম্বা অন্যের বিবাহ করাইয়া দেয়, এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার বেলায়েতের (দোস্তির) মস্তাহাক্ হয়। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্।

মেজাকাল আৰ্ফিন মধ্যে লিখিত আছে যে, বিবাহিত ব্যক্তির ফজিলৎ, বিবি বিহীন ব্যক্তির উপর এমন হইতেছে, যেমন জেহাদ কর্ণেওয়ালা ব্যক্তির ফজিলৎ, জেহাদে না জানেওয়ালা ব্যক্তির উপর হইতেছে, এবং বিবিওয়ালা ব্যক্তির এক রাকাত নামাজ, বিবি বিহীন ব্যক্তির ৭০ সত্তর রাকাৎ নামাজ হইতে বেহ্‌তর হইতেছে। আয়ে আমার দোস্ত, বিবি যদি আল্লাহ্‌র রাহে চলিতে বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করে, এবং তাহার আচার ব্যবহারে শওহরকে দাইউছ্ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহাকে তালাক দেওয়া ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? বাজ্ আল্লাহ্‌তাআলার নেক্‌বান্দা তাহার খেলাফ্ মর্জ্জি কাজ করিবার জন্য, ও ঝগড়া বচশা করিবার জন্য আপনার বিবিকে চির বিদায় প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

মোতাবর কেতাবের মধ্যে লিখিত আছে, আরেফ রব্বানি ছুফি হাক্কানি জনাব হজরৎ আবদুল্লাহ্ এব্‌নে মোবারক (র) আপনার জেন্দেগানির মধ্যে, তাঁহার সমস্ত মাল দরবেশদিগের মধ্যে তক্‌ছিম করিয়া দিয়াছিলেন। একদা জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) ছাহেবের বাড়ীতে এক মেহ্‌মান

আইসেন। মেহ্মানের খাতেরদারির জন্য তাঁহার নিকট যাহা কিছু মৌজুদ ছিল, তাহা তিনি সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, মেহ্মান্ আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত হইয়া থাকে, যত দূর ক্ষমতা থাকে, তাঁহার খাতেরদারি করা আবশ্যক, এবং তাঁহার সঙ্গে তোয়াজুর সহিত পেশ আইসা একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) ছাহেবের এই কথা, তাঁহার বিবি ছাহেবার খেলাফ্ মর্জ্জি হইল, তিনি আপন শওহরের সহিত ঝগড়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) অতীব দুঃখীত হইয়া বলিলেন, যে বিবি আপন শওহরের মর্জির খেলাফ্ কার্য্য করে, এবং আপন শওহরের সহিত ঝগড়া কলহ করে, ঐ বিবি হরগেজ কাবেল নহে, যে তাহাকে ঘরে রাখা যাইতে পারে। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মোহরানা আদায় করিয়া, তাঁহাকে তালাক প্রদান করিলেন। আল্লাহ্তাআলাকে মন্জুর ছিল, এই ঘটনার পর, তিনি এক ওয়াজ মজলেছ্ মধ্যে ওয়াজ বয়াণ করিলেন, ঐ ওয়াজ মজ্লেছ্ মধ্যে ওয়াজ শুনিবার জন্য, ঐ স্থানের ছরদারের এক ছাহেবযাদি আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) ছাহেবের ওয়াজ শ্রবণ করতঃ তাঁহার মহব্বতে ফেরিফ্তা হইয়া গেলেন। ঐ ছরদারের ছাহেব-যাদী অবিবাহিতা ছিলেন, যখন তিনি ওয়াজ মজ্লেছ্ সমাধা হইলে, আপ-নার বাটীতে পৌছিলেন, তখন আপন পিতার নিকট আরোজ করিলেন, যে জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) ছাহেবের সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব করুন। ঐ দানেশমন্দ ছরদার তাঁহার বেটীর এই প্রস্তাব শুনিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি বেটীকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) দিনার প্রদান করিলেন, এবং জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) ছাহেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন। জনাব হজরৎ আব্দুল্লাহ্ (র) ইহার পর যখন নিদ্রিত হইলেন, তখন শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার প্রতি এর্শাদ হইতেছে, যাঁহার

মজ্মুন এই :—তুমি আমার জন্ত তোমার বিবিকে তালাক দিয়াছ, আমি তাহার পরিবর্ত্তে তোমাকে এই বিবি প্রদান করিয়াছি, যে তুমি জানিতে পার, আমার জন্ত কার্য্য করিয়া, কাহাকে ও নোক্ছানি উঠাইতে হয় না। আয়ে থাক্ছার গোণাহ্গার ছদরউদ্দীন, দুনিয়ার জেন্দেগানিতে যে কার্য্য কর, তাহা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আজিজি, ও এন্কেছারির সঙ্গে কর, ইন্শা আল্লাহ্তাআলা দোনো জাহানে তুমি তাহার সুফল প্রাপ্ত হইবে। মৌলানা নছিহতান্ কি উৎকৃষ্ট পাকিজা কালাম ফর্মাইয়াছেন :—

تا توانی عجز لازم ست
قدرت و اختیار از آن خداست
کارها بحکم راست کند
او تواناست هرچه خواهد آن کند

ইহার ভাবার্থ এই :—তুমি যতই পার আল্লাহ্তাআলার নিকট আজিজি ও এন্কেছারি কর, আল্লাহ্তাআলারই সমস্ত কুদরৎ ও ক্ষমতা। সমস্ত কার্য্য আল্লাহ্তাআলারই হুকুম মত হইয়া থাকে, আল্লাহ্তাআলা কাদের হইতেছেন, যাহা তিনি ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা দৈয়েদেনা ওয়া মৌলানা মোহাম্মদ্ ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লেম। ছদরউদ্দীন আহ্মদ্।

بسم الله الرحمن الرحيم *

আয়ে বেরাদর, আপনার নিজের বিষয়ে, এবং আল্লাহ্তাআলার এহ্ছান ও মেহেরবানি মধ্যে বহুৎই ফেকের করিতে থাকিবেন, কারন এ সকল বিষয়ে ফেকের করিলে, আল্লাহ্তাআলা আপন ফজল রহ্মতে আপন বান্দাকে মার্ফৎ এনায়েৎ করেন, বান্দা মার্ফৎ পাইলে আপন খালেক পরওয়ারদেগার-আলমকে তাজিম করিতে থাকে, এবং তাজিমের সহিত এবাদৎ বন্দিগী

করিতে করিতে, তাহার অন্তঃকরণ মহব্বৎ এলাহিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং ফেকের করাই মার্ফৎ এলাহি পাইবার, ও মহব্বৎ এলাহি লাভ করিবার চাবি স্বরূপ হইতেছে। এই ফেকের করিবার নানাবিধ শাখা প্রশাখা আছে, তাহা কোন তরিকতের ছাহেব কামেল পির মুর্শিদ বুজুর্গ হইতে অবগত হইবেন, তবে প্রথম অবস্থায় আপনি এইরূপ ফেকের করিতে থাকিলে, আপনার জন্য ইহা এক মোবারক আমল হইবে। মৌলানা ফর্মাইয়াছেন, আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ :—

نظرے بسوے خود کن کہ تو جان دلربائی
مفگن بخاک خود را کہ تو از بلند جائی
تو زچشم خود نہانی تو کمال خود چہ دانی
چون در از صدف برون آے کہ تو بس گران بہائی

ইহার ভাবার্থ এই :—তুমি তোমার নিজের তরফ নজর, ও চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, যে তুমি এক আজব, মহবুব্ মনমুগ্ধকারী বস্তু হইতেছ। তুমি নিজেকে নিজে মাটীর মধ্যে ফেলাইয়া দিও না, কারণ তুমি বহুৎ বলন্দ স্থান হইতে, বহুৎ উচ্চ জায়গা হইতে আসিয়াছ। তুমি আপন চক্ষু হইতে পুশিদা আছ, অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের বিষয় চিন্তা করিতেছ না, সুতরাং তুমি তোমার নিজ কামালিয়াতের বিষয়ে কি খবর রাখিবে ? তুমি মতির ন্যায় ঝিনুক হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আইস, তুমি বেশী কিম্মতি ও কদরদান বস্তু হইতেছ।

আয় আল্লাহ্‌র বান্দা, দেখ আল্লাহ্‌তাআলা কেমন পয়দা কর্ণেওয়ালা হইতেছেন। তুমি তোমার মায়ের বাচ্চাদান মধ্যে অতি সামান্য এক নাচিজ পানির কাৎরা ছিলে। ঐ নাচিজ পানির কাৎরা মধ্যে নাক, চোখ, মুখ, কান, হাত, পাও, বুদ্ধি, বিবেচনা কিছুই ছিলনা। আল্লাহ্‌তাআলা

সেই নাচিজ পানির কাৎরাকে মায়ের পেটের মধ্যে, রক্তের টুক্‌রা করিয়াছেন। তাহাকে গোস্তের টুক্‌রা করিয়াছেন, তাহাকে হাড় করিয়াছেন, হাড়ের উপর গোস্ত পরাইয়া দিয়াছেন, অসংখ্য রগ ও রেশার দ্বারা হাড়গুলিকে মজবুতির সঙ্গে বন্ধন করিয়াছেন ; যে এক অপর হইতে জুদা হইয়া যাইতে না পারে, গোস্তের উপর চামড়া পরাইয়া দিয়াছেন। নাক, চোখ, মুখ, কান, হাত, পাও, যেখানে যাহা কিছু দরকার ছিল, সমস্ত আন্দাজার সহিত ঠিক ঠাক করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন। তাহার পর জেন্দা করিয়াছেন। কাহাকে মেয়েছেলে করিয়া, কাহাকে বেটাছেলে করিয়া, দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, এই জন্য যে, তুমি দুনিয়ায় আসিয়া আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ বন্দীগী করিবে। আয়ে বেরাদর, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে কিরূপ খবছুরৎ করিয়া পয়দা করিয়াছেন, একবার তুমি তাহা চিন্তা করিয়া দেখ, একবার তুমি তোমার দেল্‌কে দুনিয়ার চিন্তা হইতে খালি করিয়া, নিজ মোবারক চেহারার তরফ উত্তম রূপ নজর করিয়া দেখ, তুমি কি ছিলে ? আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকে কি বানাইয়া দিয়াছেন ? তাহা হইলে আজমৎ এলাহিতে, মহব্বৎ এলাহিতে তোমার দেল ভরিয়া যাইবে।

আয় আল্লাহ্‌র বান্দা, দেখ আল্লাহ্‌তাআলা কেমন রেজেক দেনেওয়ালা হইতেছেন, যখন তুমি তোমার মায়ের পেটে ছিলে, তুমি দুনিয়াতে আসিয়া কি খাইবে, আগে থাকিতে আল্লাহ্‌তাআলা তোমার মায়ের বক্ষস্থলে, তোমার জন্য দুধ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তুমি মায়ের পেট হইতে দুনিয়ায় আসিয়া, মায়ের কোলে বসিয়া, মায়ের পেস্তান হইতে, দুধ চুষে চুষে পান করিয়া পরওয়ারেশ হইয়াছ, ঐ দুধ তোমার মা তৈয়ার করিয়াছিলেন না, তোমার বাপ তৈয়ার করিয়াছিলেন না, আল্লাহ্‌তাআলা তোমার জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই তুমি এমন নিঃস্বহায় অবস্থায়, পান করিয়া পরওয়ারেশ হইয়াছ, যে সময় তুমি বসিতে পারিতে না, মুখে দাঁৎ ছিলনা,

দুনিয়ার কোন কঠিন জিনিষ খাইবার ক্ষমতা ছিল না; এমন সময় তুমি মায়ের কোলে বসিয়া, মায়ের পেস্তান হইতে, দুধ চুষে চুষে পান করিয়া পরওয়ারেশ হইয়াছ, এখন বড় হইয়া, এমন মেহেরবান আল্লাহ্ তাআলাকে কখনও ভুলিয়া যাইও না। যতকাল দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিবে, পেয়ার মহব্বতের সঙ্গে, আল্লাহ্ পাকের হুকুম সমুহকে এক এক করিয়া প্রতি-পালন করিবে, আল্লাহ্ তাআলার নাফর্ম্মানির নজদিগে কখন ও যাইবে না।

আয় আল্লাহ্‌র বান্দা, দেখ আল্লাহ্ তাআলা জাল্লাজালালুহু জাল্লাশানুহু কেমন মহব্বৎ কর্ণেওয়ালা হইতেছেন। যদি তুমি তোমার মায়ের পেস্তানের তরফ নজর করিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, তাহাতে তোমার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অতি আশ্চর্য্য জনক মহব্বতের নেশানি। তোমার মায়ের পেস্তানটীকে আল্লাহ্ তাআলা তৈয়ার করিয়াছেন, উপরের দিকে মোটা করিয়া, নিচের দিকে চিকন সরু করিয়া, পেস্তানের বোটের মাথাটীকে এমন করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন, যে তোমার ছোট মুখে ঠিক লাগিত। পেস্তানের বোটের মাথা যেমন নরম ছিল; তোমার মুখ তেমন নরম ছিল, আল্লাহ্ তাআলা ঐ বোটের মুখে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়াছেন, তাহা আল্‌গা ভাবে এমন করিয়া বন্ধ করিয়াছেন যে, তাহার ভিতর হইতে দুধ পড়িয়া যাইতে পারে নাই, পেস্তানের ভিতরে দুধ আমানৎ করিয়া রাখিতেন, তোমার দুধ খাইবার জমানায়, আল্লাহ্ তাআলা তোমার জন্য সতত তোমার মায়ের পেস্তান মধ্যে দুধ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতেন, তাহাই তোমার ছোট মুখে চুষে চুষে পান করিয়া তুমি পরওয়ারেশ হইয়াছ। এমন আল্লাহ্ পাকের তরফ, মহব্বৎ কর্ণেওয়ালা, রেজেক দেনেওয়ালা, মেহেরবান খোদাওন্দ করিমের তরফ হিম্মতের সঙ্গে, পেয়ার ও মহব্বতের সঙ্গে দৌড়। আয়ে বেরাদর, তুমি এই কএকটী কথা তোমার অন্তকরণের মধ্যে খুদিয়া রাখ, যে তুমি যখন তোমার মায়ের বাচ্চাদান মধ্যে ছিলে, আল্লাহ্ তাআলা

সেইস্থানে তোমাকে জেন্দা করিয়া, তোমাকে তোমার নাভীর রাস্তায় রেজেক দিয়া পরওয়ারেশ করিয়াছেন, তুমি দুনিয়ায় আসিয়া, কি উপায়ে পরওয়ারেশ পাইবে, তোমার পিতা মাতা তাহার কোন ছামানা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন না, আল্লাহ্‌তাআলাই তোমার পরওয়ারেশের জন্ম তোমার মায়ের পেস্তানটী দুধে ভরিয়া রাখিয়া দিতেন। মৌলানা ফর্ম্মাইয়াছেন :—

رساند رزق بروجہے کہ شاید
بسازد کارہا نوعے کہ باید
بروزی بے نوایان را نوازد
برحمت بیکسان را کار سازد

ইহার ভাবার্থ এই :—আল্লাহ্‌তাআলা যাহার জন্ম যেরূপ রেজেক দেওয়া লায়েক বুঝেন, তাহাকে তদনুরূপ রেজেক পৌছাইয়া থাকেন, এবং যে কাজ, যেরূপ করা তিনি পছন্দ করেন. তাহাই তিনি করিয়া থাকেন। তিনি নিঃস্বহায় জীবদিগকে রেজেক দিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তিনি আপন রহমৎ কামেলা হইতে অনুপযুক্ত লোকদিগের কার্য্য ও আঞ্জাম করিয়া দিতেছেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ্ ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লেম।

"ছুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বেহাম্‌দিহি" দুনিয়াতে আমরা নানাবিধ ফল ফুল মেওয়া বৃক্ষ দেখিতে পাই, মেওয়াগুলী পাকিলে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায়, এবং লোকে তাহা খাইয়া ফেলে, আমাদিগের আম্মাজানের পেস্তানটী আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগের জন্ম কি উৎকৃষ্ট মেওয়া তৈয়ার করিয়াছেন! যে আমরা কএকটী ভাই ভগ্নি, ঐ একই পেস্তান হইতে, দুধ পান করিয়া পরওয়ারেশ পাইয়াছি, এক ভাই দুধ ছাড়িলে আম্মাজানের পেস্তানের দুধ শুখাইয়া গিয়াছে, যখন অপর ভাই ভগ্নি পয়দা হইয়াছে, তখন তাহার

পরওয়ারেশের জন্য আম্মাজানের সেই দুধ শুষ্ক সুখ্না পেস্তানটী আল্লাহ্-তাআলা পুনঃ দুধে পরিপূর্ণ করিয়া,অন্য ভাই ভগ্নিকে পরওয়ারেশ করিয়াছেন। আমাদিগের এই শিশুকালের মেওয়া, কেহ কখন ও আম্মাজানদিগের বক্ষ হইতে, অন্য মেওয়ার ন্যায় খশিয়া পড়িতে দেখে নাই, বরং আম্মা ছাহেবাগণ এই মেওয়া (পেস্তান) মৃত্যু কালে সঙ্গে করিয়া কবরে লইয়া গিয়াছেন। আয় আমার পরওয়ার দেগার, যদি আমার সমস্ত শরীরের চুল জিহ্বা হইয়া যায়, তবু ও আমি আপনার একটী মাত্র নেয়ামতের ও শোকর গুজারি করিতে পারি না। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য নেয়ামতিন আমার উপর আপনার আছে, আমি তদ্দারা আপনার লায়েক কোন এবাদৎ বন্দিগী করি নাই, বরং কুফ্রানে নেয়ামৎ করিয়াছি, আল্লাহ্ তাআলা আপন ফজল রহমতে আমাকে মাফ করুন। আমি গাওয়াহি দিতেছি, এয়া আল্লাহ্ আপনি ভিন্ন এবাদৎ বন্দিগীর লায়েক আর কেহই নাই, আপনি একা হইতেছেন, আপনার কেহ শরিক নাই, আপনার জাত, পাক হইতেছে, বেচু, বেমানিন্দ, ও বে-মেছাল হইতেছে। এবং আমি গাওয়াহি দিতেছি, জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম আপনার বান্দা হইতেছেন, আপনার রছুল হইতেছেন, আপনার বর্গুজিদাহ্ নবি হইতেছেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ্।

আয় আমার প্রাণের ভাই মোছলমান সকল, তোমরা এই কথা একিনান জানিয়া রাখ, পৃথিবীতে আমাদিগের যাবতীয় মহব্বতের বস্তু আছে, সকল হইতে আল্লাহ্ তাআলা আমাদিগের বড় মহব্বতের বস্তু হইতেছেন। এমন মেহেরবান পয়দা কর্ণেওয়ালা, রেজেক দেনেওয়ালা, মহব্বৎ কর্ণেওয়ালা খোদাওন্দ করিমকে এয়াদ করিতে, তাঁহার এবাদৎ বন্দিগী করিতে, তাঁহার ফর্ম্মাবরদারি করিতে, তোমরা কাহিলি করিও না, ভুলিয়া যাইওনা। আল্লাহোম্মা ছাল্লেআলা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ্।

আয়ে বেরাদর, জনাব হজরৎ মৌলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ দেল্হবি (র) এক আয়েৎ কোরানের তফ্ছির করিয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই, আল্লাহ্ পাক ফর্মাইয়াছেন:—এয়াদ কর তুমি আমাকে ফর্মাবরদারির সঙ্গে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে রহমৎ ও মগ্ফিরাতের সঙ্গে, এয়াদ কর তুমি আমাকে মোজাহেদার সঙ্গে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে মোশাহেদার সঙ্গে। এয়াদ কর তুমি আমাকে দোওয়ার সঙ্গে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে কবুলের সঙ্গে। এয়াদ কর তুমি আমাকে জলিল হইয়া, এয়াদ করিব আমি তোমাকে ফজিলৎ দিয়া। এয়াদ কর তুমি আমাকে মানুষ ভরা মজ্লেছ্ মধ্যে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে ফেরেস্তাদিগের মজ্লেছ্ মধ্যে। এয়াদ কর তুমি আমাকে ফারগৎ হালতে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে তোমার তঙ্গির হালতে, এয়াদ কর তুমি আমাকে তোমার জেন্দেগানির মধ্যে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে তোমার মৌতের পরে। এয়াদ কর তুমি আমাকে দুনিয়া মধ্যে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে আখেরাতে। এয়াদ কর তুমি আমাকে বন্দিগীর সঙ্গে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে পরওয়ারেশের সঙ্গে। এয়াদ কর তুমি আমাকে ছেদেক্ ও এখ্লাছের সঙ্গে, এয়াদ করিব আমি তোমাকে খাছ করিয়া জেয়াদা মহব্বতের সঙ্গে। আয়ে বেরাদর, আল্লাহ্তাআলাই আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহব্বতের বস্তু হইতেছেন; সুতরাং আমাদিগের কর্ত্তব্য কোন নেক তরিকতের পির বুজুর্গ ছাহেব কামেলের নিকট মুরিদ হইয়া, এখ্লাছের সহিত আমরা আল্লাহ্তাআলার মার্ফৎ ও মহব্বৎ হাছেল করিবার জন্য অহ রহ কোশেশ করিতে থাকি।

মহব্বৎ কি মধুর কথাটী, শুনিলে প্রাণ শীতল হয়, শ্রবণ জুড়াইয়া যায়। খাছ করিয়া মহব্বৎ এলাহি অমূল্য কদরদান বস্তু হইতেছে। ইহা সহজ প্রাপ্য নহে। অতি অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান্ মানবের কলব ভিন্ন,

কোন স্থানে ইহার পাতা পাওয়া যায় না। আয়ে বেরাদর, তুমি স্মরণ রাখ যে, আল্লাহ্ তাআলার মহব্বৎ আলাতরিণ মোকামাৎ হইতেছে। বরং তরিকতের সমস্ত দায়রা হাছেল করিবার কেবল ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য যে, মহব্বৎ এলাহি লাভ হইবে। ইহাই দিন এছ্‌লাম মধ্যে সর্ব্বজন সঙ্গত যে, আল্লাহ্ তাআলার মহব্বৎ ফরজ হইতেছে। এবং হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—বান্দা যে পর্য্যন্ত খোদা, এবং রছুলকে আর সমস্ত বস্তু হইতে জেয়াদা দোস্ত না রাখে, সে পর্যন্ত তাহার ইমান কামেল হয় না। এক দিন এক এরাবি, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ছাহে-বের খেদমত শরিফে উপস্থিত হইয়া আরোজ করিলেন, এয়া রাছুলাল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম) কেয়া-মত কখন হইবে? হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম ফর্ম্মাইলেন, আয়ে এরাবি, তুমি ঐ দিনের জন্য কি রাখিয়াছ? ঐ এরাবি আরোজ করিলেন, এয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, নামাজ রোজাতো আমি জেয়াদা রাখি না, কিন্তু খোদা এবং রছুলকে দোস্ত রাখিয়া থাকি। ফর্ম্মাইলেন হজরৎ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লাম, কল্য কেয়ামতে তুমি উহার সঙ্গী হইবে, যাহাকে তুমি দোস্ত রাখিয়া থাক। এবং হজরৎ ছিদ্দিক আকবর (রা) ফর্ম্মাইয়াছেন যাহার ভাবার্থ এই :— যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার খালেছ মহব্বতের মজা চাখিয়াছে, ঐ ব্যক্তি দুনিয়া হইতে বাজ রহিয়াছে, এবং যাবতীয় সৃষ্টি হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছে। হজরৎ ছোহায়েল এব্‌নে আব্দুল্লাহ্ তছ্‌তরী (র) নকল করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন মহব্বৎকে পয়দা করিলেন, তখন

চারি হাজার বৎসর মহব্বৎ ক্রন্দন ও মিনতি করিতে রহিলেন, এবং মোনাজাত করিতেছিলেন যে, আয় আল্লাহ্ তাআলা তুমি প্রত্যেক বস্তুর জন্য এক মোকাম মকরর করিয়াছ, আমি জানি না আমার মোকাম কোন স্থানে মকরর করিয়াছ? আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে এর্শাদ হইল যে, আমার খাছ আশেকান দিগের দেল তোমার থাকিবার মোকাম হইতেছে। মহব্বৎ আরোজ করিল, আয় আল্লাহ্ তাআলা তোমার বান্দা আমার ভার বহন করিবার ক্ষমতা রাখিবে না। আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে খেতাব হইল যে, আমার ঐ সমস্ত বান্দা এমন হইতেছে যে, যদি আছ্মান সমতুল্য বালা ও গম্ উহাদিগের মাথার উপর পড়ে, তাহা হইলে ও তাঁহারা খোদা প্রাপ্তি পথ হইতে পশ্চাদ পদ হইবে না। তুমি এই মোকামে থাকিয়া প্রত্যেক তালেবে রাহ্মানের দেল ও খাহেশ অনুযায়ী তাহাকে লজ্জৎ প্রদান করিতে থাকিও। আহা এই কারণ বশতঃ, অধিক রাত্রে যখন তালেবে রাহ্মান্ আল্লাহ্ তাআলার মহব্বৎ পান করিবার জন্য প্রিয় বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া উঠে, এবং ওজু তেহারৎ পরে বসিয়া বলে, "আমি আমার কলবের তরফ মতায়াজ্জা আছি, আমার কলব আর্শের তরফ মতয়াজ্জা আছে।" আর তাঁহাকে কিছু বলিবার আবশ্যক হয় না; মুহূর্ত্ত মধ্যে আরশ আজিম হইতে ফয়েজ নাজেল হয়, এবং ছালেকের দেল্কে মহব্বৎ এলাহিতে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, ছালেক দুনিয়া ও আখেরাৎ হইতে বে-খবর হইয়া কদিম রফিক খোদাওন্দ করিমের মহব্বৎ পান করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে। আল্লাহ্র আওলিয়া বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতে যে মজা আছে, সে প্রকার মজা বেহেস্তের কোন বস্তুর মধ্যে নাই, হুর ও কছুর ও খানার লজিজ বস্তু সকল, এবং হাউজ কওছর ইত্যাদি সমস্ত নেয়ামতের মজা আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের নজদিক কিছুই নহে। হজরৎ ছাবি ছাক্তি (র) বলিয়াছেন, রোজ কেয়ামতে

যাহার দেলে মহব্বৎ এলাহি গালেব হইবে না, তাহাকে তাহার নবি (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের নামে ডাকিবেন, যেমন আয়ে উম্মৎ মুছা (আলায়হেচ্ছালাম), আয়ে উম্মৎ ইছা (আলায়হেচ্ছালাম), আয়ে উম্মৎ মোহাম্মদ্ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্হাবিহি ওয়া ছাল্লাম, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মহবুব্দিগকে এইভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিবেন, আয়ে আল্লাহ্র আওলিয়া সকল, আপন আল্লাহ্ পাক্ পরওয়ার-দেগার আলমের তরফ চলো। ইহা শুনিয়া তাহাদিগের দেল খুশিতে বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। হজরৎ হরম এব্নে হাব্বান (র) ফর্ম্মাইয়াছেন যে, ইমান দার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্ তাআলাকে জানিতে পারে, তখন আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করে, যখন আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করে, তখন আল্লাহ্ তাআলার তরফ মতায়াজ্জা হয়, যখন আল্লাহ্-তাআলার তরফ মতয়াজ্জা হয়, তখন দুনিয়ার তরফ খাহেশের নজরে দেখে না, এবং আখেরাতের তরফ ও কাহিলির নজরে দেখে না, আপন শরীর দিয়া দুনিয়ায় থাকে, এবং রূহ দ্বারা আখেরাতে থাকে। হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের আখ্বার মধ্যে রওায়েৎ আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা উনাকে এর্শাদ ফর্ম্মাইয়াছেন; যাহার ভাবার্থ এই :— আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) আমার জমিন ওয়ালাদিগকে শুনাইয়া দেও, যে আমাকে মহব্বৎ করিবে, আমি তাহার দোস্ত হইতেছি, এবং যে আমার নিকট বসিবে, আমি তাহার হাম্নশিন হইতেছি, অর্থাৎ যে, ব্যক্তি আমার নজ্দীগী হাছেল করিবার জন্য বসিয়া আমাকে এয়াদ করিবে, আমার রহমৎ নেগাহ্ তাহার উপর থাকিবে। এবং যে আমার জিকিরের দ্বারা মহব্বৎ হাছেল করিবে, আমি তাহার আনিছ (দোস্ত) হইতেছি, এবং যে আমার সঙ্গে থাকিবে, আমি তাহার সঙ্গে থাকিব, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি হামেশা আমার ধেয়ানে মগ্ন থাকিবে, আমার রহমৎ নজর তাহার

উপর থাকিবে) এবং যে আমাকে এক্কেয়ার করিবে, আমি তাহাকে এক্কেয়ার করিব, এবং যে আমার কথা মানিবে, আমি তাহার কথা মানিব, অর্থাৎ তাহার দোওয়া কবুল করিব, এবং যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বৎ করিয়া থাকে, এবং তাহার দেলি মহব্বৎ আমাকে উত্তমরূপ মালুম হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার জন্য মকবুল করিয়া থাকি, এবং উহার সঙ্গে এমন মহব্বৎ রাখি যে, যাবতীয় সৃষ্টি মধ্যে কেহ উহার উপর মকাদ্দম (শ্রেষ্ঠ) হয় না। যে ব্যক্তি সত্য সত্য আমাকে তলব করিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি গয়েরকে তলব করে, সে আমাকে পায় না। সুতরাং আয়ে জমিনের বাসেন্দা সকল, তোমরা এখন যে প্রকার অবস্থায় আছ, যে দুনিয়ার ফেরেব মধ্যে ফেরিফ্‌তা রহিয়াছ, উহা ছাড়িয়া দেও, এবং আমার কারামৎ ছোহবৎ এবং আমার নিকট বসিবার তরফ চল (অর্থাৎ আমার নজ্‌দিগী হাছেল করিবার জন্য আমাকে এয়াদ করিতে প্রবৃত্ত হও) এবং আমার সঙ্গে মহব্বৎ কর, আমি তোমাকে মহব্বৎ করিব, এবং তোমার মহব্বতের তরফ জল্‌দি করিব। কারণ আমি আমার দোস্ত দিগের খামির, এব্রাহিম, (আলায়হেচ্ছালাম) আপন খলিল, এবং মুছা (আলায়হেচ্ছালাম) আপন কলিম, এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লাম) আপন হবিবের খামির দ্বারা বানাইয়াছি, এবং আমি মস্তাকদিগের দেল আপন চমকের দ্বারা বানাইয়াছি, এবং আপন জালালের দ্বারা উহাদিগকে পরওয়ারেশ করিয়াছি।

আয়ে বেরাদর, জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) ছাহেবের আখ্‌বার মধ্যে লিখিত আছে, যাহার ভাবার্থ এই :— আল্লাহ্‌তাআলা উনার উপর ওহি নাজেল করেন; আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) বেহেশ্‌তকে কি পর্য্যন্ত এয়াদ করিবে? এবং আমার তরফ শওকের দরখাস্ত করিতে কত দিন বিরত থাকিবে?

হজরৎ দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) আরোজ করিলেন, এলাহি তোমার মস্তাক কে হইতেছে ? এর্শাদ হইল, ঐ সমস্ত লোক আমার মস্তাক হইতেছে, যাহাদিগের দেল হইতে আমি সর্ব্ব প্রকার ময়লা বাহির করিয়া রৌশন করিয়া দিয়াছি, এবং আমার ডর হইতে খবরদার করিয়া দিয়াছি, উহাদিগের দেলের মধ্যে আমার তরফ্ ছুরাখ্ করিয়া দিয়াছি, যাহার দ্বারা উহারা আমার তরফ দেখিয়া থাকে। আমি তাহাদিগের দেল সমূহকে লইয়া আপন আছ্মানের উপর রাখিয়া থাকি, ফের উম্দাহ্ ফেরেশ্তাদিগকে ডাকিয়া থাকি, যখন তাহারা একত্র হয়, তখন তাহারা আমাকে ছিজ্দা করে। আমি উহাদিগকে এর্শাদ করি যে, আমি তোমাদিগকে ছিজ্দা করিবার জন্য ডাকি নাই, বরং এই জন্য ডাকিয়াছি যে, আমার মস্তাক দিগের দেল সমূহকে তোমাদিগকে দেখাই, এবং উহাদিগের জন্য তোমাদিগের উপর গৌরব করি। উহাদিগের দেল আছ্মান মধ্যে ফেরেশ্তাদিগকে এমন নুর প্রদান করে, যেমন সূর্য্য জমিন ওয়ালাদিগকে রৌশ্নি প্রদান করিয়া থাকে। আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) আমি মস্তাকদিগের দেল আপন রেজা (সন্তুষ্টি) দ্বারা বানাইয়াছি, এবং আপন নুর তাজল্লি দ্বারায় উহাদিগকে হেদায়েৎ করিয়াছি, উহাদিগকে আপন জাত মকছুদের জন্য তছ্বিহ এবং তহ্লিল্ পড়্হ্নেওয়ালা বানাইয়াছি, এবং উহাদিগে শরীর সকলকে জমিনের মধ্য হইতে আপন নজর করিবার জাগাহ্ মকরর করিয়াছি, এবং উহাদিগের দেল মধ্যে এক রাস্তা রাখিয়া দিয়াছি, যাহা দ্বারা তাহারা আমার তরফ দেখিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক দিন উহাদিগের খাহেশ জেয়াদা হইয়া যাইতে থাকে। হজরৎ দাউদ আলায়হে-চ্ছালাম আরোজ করিলেন, এলাহি আমাকে তোমার আশেকদিগের জেয়ারৎ করাইয়া দেও। হুকুম হইল লবনান্ পাহাড়ের উপর

যাও, ঐ স্থানে জোয়ান, বুড়া, অর্দ্ধ বয়সী, চৌদ্দ (১৪) জনা লোক আছে, উহাদিগের নিকট যাইয়া আমার ছালাম বলিও, এবং বলিও যে, তোমাদিগের রব্ ছালাম বাদ তোমাদিগকে বলিতেছেন, তোমরা কেন আমার নিকট কোন হাজৎ চাও না ? তোমরা তো আমার দোস্ত এবং বর্গুজিদাহ, এবং ওলি হইতেছ ? আমি তোমাদিগের খুশীতে রাজি হইয়া থাকি, এবং তোমাদিগের মহব্বতের তরফ ছবকৎ করিয়া থাকি, (অর্থাৎ যে পরিমান মহব্বৎ তোমরা আমাকে কর, তাহা হইতে অধিক পরিমানে আমি তোমাদিগকে মহব্বৎ করি।) হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম এর্শাদ অনুযায়ী পাহাড় লবণানে গেলেন, এবং ঐ সমস্ত লোকদিগকে এক চশ্মার নিকট দেখিতে পাইলেন, আল্লাহ্ তাআলার আজ্মতের ধেয়ানে মশ্গুল আছেন। যখন উঁহারা হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালামকে দেখিলেন, তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে, উঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবেন। তখন হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ফর্মাইলেন ; আয়ে মনুষ্য সকল আমি আল্লাহ্ তাআলার রছুল হইতেছি, তোমাদিগের নিকট এক পয়গাম রব্বানি পৌছাইতে আসিয়াছি। উঁহারা হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ছাহেবের তরফ মতয়াজ্জা হইয়া কাণ লাগাইয়া দিলেন, এবং চক্ষু নীচে করিয়া লইলেন। হজরৎ ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম ফর্মাইলেন, আমি তোমাদিগের নিকট এই খবর আনিয়াছি, যে আল্লাহ্ তাআলা ছালাম বাদ তোমাদিগকে ফর্মাইয়াছেন, কেন তোমরা আমার নিকট কোন হাজৎ চাও না ? কেন তোমরা আমাকে ডাক না, যে আমি তোমাদিগের আওয়াজ শুনি। তোমরা তো আমার দোস্ত, এবং আছ্ফিয়া, (বরগুজিদাহ্) এবং আওলিয়া হইতেছ ? তোমাদিগের খুশীতে আমি রাজি হইয়া থাকি, তোমাদিগের মহব্বতের তরফ আমি জল্দি করিয়া থাকি, এবং যেমন আম্মা মেহেরবান আপন আওলাদকে দেখিয়া থাকে, এই প্রকার আমি প্রত্যেক ঘড়িতে তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া উঁহাদিগের চেহারার উপর মহব্বতের অশ্রু বহিতে লাগিল, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি

আল্লাহ্‌তাআলার নিকট যুদা যুদা দোওয়া চাহিলেন। উহার মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ বলিলেন, এলাহি তুমি পাক হইতেছ, আমি তোমার বান্দা, এবং তোমার বান্দাদিগের আওলাদ হইতেছি, যে পরিমাণ আমার বিগত জীবনে তোমার এয়াদ হইতে গাফেল থাকা বশত গোনাহ্‌ হইয়াছে, তাহা আমাকে মাফ কর। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তুমি পাক হইতেছ, আমি তোমার বান্দা, এবং তোমার গোলামদিগের আওলাদ হইতেছি, যে বিষয় আমার এবং তোমার মধ্যে আছে, তাহাতে এই এহছান কর, যে রহমৎ নজর রাখিও। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তুমি পাক হইতেছ, আমি তোমার বান্দা, এবং তোমার বান্দাদিগের বেটা হইতেছি, আমি তোমার সহিত দোয়া দ্বারা কি বাহাদুরি করিব ? তোমাকে তো মালুম আছে, আমাকে আমার নিজের জন্য কোন বস্তুর আবশ্যক নাই, আমার উপর এই এহ্‌ছান কর, যেন তোমার রাস্তার উপর আমি ছাবেৎ কদম থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমার দ্বারা তোমার রেজা (সন্তুষ্টি) তলব করিতে কছুরি হইয়াছে, তুমি মেহেরবানি করিয়া তাহা আমাকে মাফ্‌ কর। পঞ্চম ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তুমি আমাকে নোত্‌ফা দ্বারা পয়দা করিয়াছ, এবং আপন আজ্‌মৎ মধ্যে ধেয়ান করিতে এহ্‌ছান্‌ করিয়াছ, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমার আজ্‌মৎ মধ্যে মশগুল থাকে, এবং তোমার জালাল মধ্যে ধেয়ান করে, সে কি কখন ও দোয়া দ্বারা বে আদবি করিতে পারে ? আমার তো মকছুদ এই যে, তুমি আমাকে আপন হেদায়েতের নূরের দ্বারা নিকটবর্ত্তী কর। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তুমি আজিমশ্বান হইতেছ, এবং আপন আওলিয়ার উপর রহমৎ বর্ষাইয়া থাক, এবং আপন মহব্বৎ করনেওয়ালাদিগের সহিত বহুৎ এহ্‌ছান করিয়া থাক, এই জন্য আমার জবানের তাকৎ হয় না, যে, তোমার নিকট কোন প্রকার দোওয়া প্রার্থনা করি। সপ্তম ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তুমি যে আমাদিগের দেলকে আপন জেকেরের হেদায়েৎ করিয়াছ, এবং আপন তরফ মশ্‌গুল হইবার এরাদা ও তৌফিক এনায়েৎ করিয়াছ, ইহার শুকুর গুজারি

করিতে আমি যে তক্‌ছির করিয়াছি, তাহা আমাকে মাফ কর। অষ্টম ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমার হাজৎ তো তোমাকে মালুমই আছে, তাহা কেবল মাত্র তোমার তরফ দেখা হইতেছে। নবম ব্যক্তি বলিলেন এলাহি, বান্দা আপন মালেকের সঙ্গে কোন প্রকার বেআদবি করিতে পারে না, কিন্তু তুমি মেহেরবানি করিয়া আমাকে দোওয়া করিতে হুকুম করিয়াছ, এই জন্ম আরোজ করিতেছি, তুমি আমাকে ঐ নূর এনায়েৎ কর, যাহা দ্বারা আছমান সমুহের অন্ধকার তবকের মধ্যে আমাকে রাস্তা মিলিয়া যায়। দশম ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমি তোমার নিকট তোমাকেই চাহিতেছি, তুমি আমার তরফ মতয়াজ্জা হও, এবং হামেশা আমার উপর রহমৎ নেগাহ্ রাখ। একাদশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি যে নেয়ামত তুমি আমাকে এনায়েৎ করিয়াছ, উহা আমাকে পুরা এনায়েৎ কর। দ্বাদশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি তোমার মখ্‌লুক্ মধ্যে আমার তো কোন বস্তুর দরকার নাই। অতএব আপন জামালের উপর নজর করিবার শক্তি আমাকে এনায়েৎ কর। ত্রয়োদশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি দুনিয়া, এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর তরফ দেখা হইতে আমার চক্ষুকে অন্ধ করিয়া দেও, এবং আখেরাৎ মধ্যে মশ্‌গুল হইতে আমার দেলকে অন্ধ করিয়া দেও। চতুর্দ্দশ ব্যক্তি বলিলেন, এলাহি আমি জানি, তুমি তোমার আওলিয়া দিগকে ভালবাসিয়া থাক, অতএব আমার উপর এইটুকু এহ্‌ছান্ কর, যেন তোমাতে মশ্‌গুল থাকা ভিন্ন, অন্য কোন বস্তুর প্রতি আমার দেল আকৃষ্ট না হয়। আল্লহ্‌তাআলা হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলায়হেচ্ছালাম নিকট এই মজমুনের ওহি পাঠাইলেন, উহাদিগকে বলিয়া দেও, আমি তোমাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিলাম, এবং যাহা তোমাদিগকে মহবুব আছে, আমি তাহা কবুল করিলাম। তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক্ হইয়া যাও, এবং নিজের জন্য জমিনের মধ্যে নিরালা ঘর বানাইয়া লও, যে আমি তোমাদিগের, এবং আমার মধ্য হইতে হেজাব্ উঠাইয়া দেই, যে তোমরা আমার নূর তাজল্লি, এবং জালালকে মোশাহেদা করিতে পার। হজরত ছৈয়েদেনা দাউদ আলাহেচ্ছালাম আরোজ করিলেন, এলাহি

এই দর্জ্জাতে ইহারা কেমন করিয়া পৌছিল ? হুকুম হইল, ইহারা আমার সহিত নেক গুমান রাখিত, এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার বাশেন্দাগণ হইতে বিমুখ হইয়া, মহব্বতের সহিত আমাকেই ইয়াদ করিয়াছে, এবং ইহা ঐ রোৎবা হইতেছে, যে, দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যত বস্তু আছে, যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত বস্তুকে তরক করে, এবং উহার স্মরণ হইতে বিরত থাকিয়া, আমার জন্য তাহার দেলকে খালি করিয়া লয়, এবং আমার সমস্ত মখ্‌লুকের উপর আমাকেই এক্তেয়ার করে, সেই ব্যক্তি ভিন্ন এই রোৎবা কাহাকে ও হাছেল হয় না। যখন সে এই প্রকার হইয়া যায়, তখন আমি তাহার প্রতি মেহেরবানি করি, এবং উহার নাফ্‌ছকে সমস্ত বস্তু হইতে ছাড়াইয়া, উহার এবং আমার দর্মিয়ান হইতে পর্দ্দা উঠাইয়া দিয়া থাকি, যেন আমার আজ্‌মতের এমন ভাবে মোশাহেদা করিতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তি কোন বস্তুকে দেখিয়া থাকে, এবং উহাকে আপন নূর তাজল্লি দ্বারা অর্থাৎ কশ্‌ফ ও এলহাম দ্বারা তাহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপন নিকটবর্ত্তী করিতে থাকি। যদি ঐ ব্যক্তি বেমার হইয়া পড়ে, তবে আমি উহার চিকিৎসা এমন ভাবে করিয়া থাকি, যেমন মেহেরবান আম্মা আপন শিশু সন্তানের এলাজ করিয়া থাকে, এবং যদি ঐ ব্যক্তিকে পিপাসা পায়, তবে তাহাকে আপন জেকেরের চাট দ্বারা তাহার পিপাসা নিবারণ করিয়া দিয়া থাকি। ফের ইহার পর আমি উহাকে দুনিয়া, এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তু হইতে অন্ধ করিয়া দিয়া থাকি, দুনিয়ার কোন বস্তু তাহার নজরে মহবুব থাকে না। আমার সহিত মশ্‌গুলি ভিন্ন কোন মুহূর্ত্তে আরাম লয় না। উহার এরূপ অবস্থা হয় যে, আমার নিকট আসিতে জল্‌দি করিতে থাকে, এবং আমি উহাকে মারা বুরা জানি, কারণ যাবতীয় সৃষ্টি মধ্যে আমার রহমৎ নেগাহ্‌ উহারই উপর থাকে। আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) যখন আমি দেখি, যে উহার নাফ্‌ছ গলিয়া গিয়াছে, এবং শরীর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং যখন আমার জেকের শোনে, তখন উহার দেল ঠিকানায় থাকে না, ঐ সময় আমি উহার জন্য আমার ফেরেস্তাদিগের, এবং

আছমানের বাশেন্দাদিগের উপর গৌরব করিয়া থাকি। তখন উহার ভয় জেয়াদা হইয়া যায়, এবং ঐ ব্যক্তি তখন অধিক পরিমাণে আমার এবাদৎ বন্দিগী করিতে থাকে। আয়ে দাউদ (আলায়হেচ্ছালাম) আমি আমার ইজ্জৎ এবং জালালের কছম করিয়া বলিতেছি, আমি উহাকে বেহেস্ত ফেরদৌছ মধ্যে বসাইব, এবং তাহার দেলকে আমার তরফ দেখিতে এত তছল্লি দিব, যে ঐ ব্যক্তি রাজি হইয়া যাইবে। বরং রাজি হইয়া যাওয়া হইতেও ঐ ব্যক্তি জেয়াদা সুখ ও শান্তি ভোগ করিবে। (মেজাকাল আর্ফিন।)

জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন, যাহার ভাবার্থ এই :—আল্লাহ্‌তাআলা রহম করেন ঐ বান্দার উপরে, যে রাত্রে উঠিয়া নামাজ পড়ে, ফের নিজের বিবিকে জাগাইয়া দেয়, এবং সেও নামাজ পড়ে, আর যদি ঐ বিবি না উঠে, তবে তাহার মুখে পানির ছিটা দেয় ; এবং আল্লাহ্‌আআলা রহম করেণ ঐ আওরতের উপরে, যে রাত্রে উঠিয়া নামাজ পড়ে, এবং শওহরকে জাগাইয়া দেয়, এবং সেও নামাজ পড়ে, আর যদি সে না উঠে, তবে তাহার মুখে পানির ছিটা দেয়। আমি অনুরোধ করি প্রত্যেক নেক শওহর, ও নেক বিবি এই হাদিছ অনুযায়ী আমল করিবেন, তাহা হইলে জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের দোওয়ার বর্কৎ পাইবেন। আল্লাহোম্মা ছাল্লেয়ালা ছৈয়েদেনা মোহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছ্‌হাবিহি ওয়া ছাল্লেম্।

আয়ে বেরাদর, এহিয়া উল্ উলুম কেতাবের মধ্যে লিখিত আছে, কোন একটী কবরের উপরস্ত প্রস্তরের উপর এই কএকটী নজম লিখিত আছে, আমি সেই নজমগুলি এই স্থানে আপনার ইয়াদগারির জন্য লিখিয়া দিতেছি :—

أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ لِيْ أَمَلُ * قَصَّرَ بِيْ عَنْ بُلُوْغِهِ الْأَجَلُ

فَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ رَجُلُ * أَمْكَنَهُ فِيْ حَيَاتِهِ الْعَمَلُ

مَا أَنَا وَحْدِيْ نُقِلْتُ حَيْثُ تَرَى * كُلٌّ إِلَى مِثْلِيْ سَيَنْتَقِلُ

ইহার ভাবার্থ এই :—আয়ে মনুষ্য সকল, আমার অন্তঃকরণের মধ্যে নানাবিধ আশা, ও উমেদ ছিল, কিন্তু মৌৎ আমার হয়াৎকে খাটো করিয়া দিয়াছে, তদ্‌জন্য আমার ঐ সকল অন্তঃকরণের আশা ও উমেদ পরিপূর্ণ হয় নাই। সুতরাং যাহাকে আল্লাহ্‌তাআলা জেন্দা রাখিয়াছেন, এবং আমল করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তাআলাকে ভয় করিয়া কার্য্য করা চাই। এই কবরের মধ্যে আমি একেলা মরিয়া আইসি নাই, বরং আমার ন্যায় সকলকেই মরিয়া কবরে আসিতে হইবে। সুতরাং আয়ে ভাই, আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনাকে নছিহৎ করিতেছি, আপনি ছুন্নৎ তরিকা অনুযায়ী সর্ব্বপ্রকার চালচলন এক্তেয়ার করিবেন, এবং বেদায়াৎ তরিকা সকল সাবধান সহকারে বর্জন করিবেন। আল্লাহ্‌-তালার তৌহিদের উপর হামেশা কায়েম থাকিবেন, মুখে সতত আল্লাহো আক্‌বার লফ্‌জ্‌ বলিতে থাকিবেন, এবং হরগেজ হরগেজ "বন্দেমাতরম্‌" বলিয়া, কিম্বা কোন কুফর লফ্‌জ্‌ জবানে বলিয়া কাফের হইয়া যাইবেন না। সাবধান সহকারে সকল প্রকার নাজায়েজ, ও নাপছন্দ কার্য্য হইতে, এবং সেরেক কুফর হইতে, নিজের ইমান বাচাইয়া দুনিয়ার জেন্দেগানি বছর করিবেন। মৌলানা ফর্মাইয়াছেন :—

از هرچه نرو است برو دیدها به بند
وزهرچه ناپسند بود دست باز دار
لوح دل از غبار تعلق بشوے پاک
تا باشدت بحلقۂ اهل قبول بار
بشنو نصیحتے زفقیر خود اے عزیز
تا آیدت بدنیا و عقبی ترا بکار

ইহার ভাবার্থ এই :—তুমি নাজায়েজ কাজ কর্ম্ম হইতে নিজেকে বাচাইয়া রাখ, এবং নাপছন্দ কার্য্য হইতেও নিজেকে দূরে রাখ। তুমি দুনিয়ার তাল্লকের ধুলী হইতে নিজের দেলকে পরিস্কার রাখ, তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌তালার ওলিদিগের জামায়াতের মধ্যে দাখেল হইতে পারিবে।

আয়ে আমার পেয়ারা মুরিদ, আমি গরিবের এই নছিহৎটী তুমি স্মরণ রাখিও, তাহা হইলে, ইহা তোমার দিন ও দুনিয়াতে বড় কার্য্যে আসিবে। আমি এইস্থানে আমার মোছলমান ভাই ছাহেবানদিগের আমল করিবার জন্ত কএকটী বড় নাফাদায়ক ওজিফার বিষয় লিখিয়া দিতেছি। আমি আমার আল্লাহ্ পাকের জনাব কুদ্দুছে প্রার্থনা করি, আমাকে এবং আমার ভাই ছাহেবানদিগকে আল্লাহ্ পাক আপন ফজল রহ্মতে এই সকল নেক আমল করিবার তৌফিক নছিব করেন।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—ফর্মাইয়াছেন জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম "যে ব্যক্তি ছুরা এখ্লাছ্ দশ বার পড়িলেন, তাহার জন্ত বেহেস্ত মধ্যে এক মহল প্রস্তুত করা হইল, আর বিশ বার পড়িলে দুই মহল, এবং ত্রিশ বার পড়িলে তিন মহল প্রস্তুত করা যাইবে, ইহা শুনিয়া হজরৎ ছৈয়েদেনা ওমার (রা) বলিলেন, এখন তো আমার অনেক মহল হইয়া যাইবে ; হুজুর ফর্মাইলেন, আল্লাহ্ তাআলা ইহা হইতে ও ওছৎওয়ালা হইতেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা মর্জ্জি করিলে ইহা হইতে জেয়াদা মহল দিতে পারেন।" আর অন্ত এক হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে ; যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন (২০০) দুই শত বার ছুরা এখ্লাছ্ পড়েন, তাহার ৫০ বৎসরের গোনাহ্ মিটাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ফরজ মিটিবে না। হজরৎ আনেছ (রা) হইতে রেয়ায়েৎ আছে, আমি জঙ্গে তবুক মধ্যে হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, একদিন সূর্য্য এমন চমকের সঙ্গে বাহির হইয়াছিল যে, আমি সেরূপ চমকের সঙ্গে বাহির হইতে আর কখন ও দেখি নাই! পরে জনাব হজরৎ জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম হাজের হইলেন, এবং আরোজ করিলেন, মাবিয়া এবনে মাবিয়া (রা) মদিনা শরিফ মধ্যে এন্তেকাল করিয়াছেন, হুকুম এলাহিতে তাঁহার নামাজের জন্ত ৭০,০০০ হাজার ফেরেস্তা আসিয়াছেন, এই সমস্ত তাঁহাদিগের রৌশনি হইতেছে, ফর্মাইলেন জনাব হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম, এই ফজিলৎ কি জন্ত আতা হইল ? জনাব জিব্রাইল আলায়হেচ্ছালাম আরোজ করিলেন, ঐ ব্যক্তি রাৎ দিন

চলিতে ফিরিতে ছুরা এখ্‌লাছ পড়িতেন। আর আমার দোস্ত, এইরূপে ছুরা এখ্‌লাছ্‌ পড়া আপনি নিজের উপর লাজেম করিয়া লউন, ইন্‌শা আল্লাহ্‌তাআলা আখেরাতে নাজাৎ পাইবেন।

হাদিছ শরিফ মধ্যে আসিয়াছে, যাহার ভাবার্থ এই :—"এই কল্‌মা লাইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর্‌রাছুলুল্লাহ্‌ :—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আফ্‌জাল ও উত্তম জিকির হইতেছে, যে ব্যক্তি ৭০,০০০ শত্তর হাজার মর্তবা আপন সমস্ত জেন্দেগানির মধ্যে ইহাকে পড়িবে, বেশখ ঐ ব্যক্তি জান্নাতি হইবে, আর যদি মা, বাপ, আত্মীয়, স্বজন, এবং বন্ধু বান্ধবের জন্য একবারে এই কল্‌মা শত্তর হাজার (৭০,০০০) বার পড়িয়া বখ্‌শীয়া দিবে, বেশখ ঐ ব্যক্তি জান্নাতি হইয়া যাইবে।"

আহ্‌ওয়ালে আম্বিয়া কেতাব মধ্যে লিখিত আছে। একদিন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম, জুমা নামাজের পূর্ব্বে মছজেদ মধ্যে বসিয়া ছিলেন, হজরৎ বেলাল্‌ (রা) আজান দিতে লাগিলেন, যখন এই কালাম বলিলেন "আশ্‌হাদুয়ান্না মোহাম্মাদার্‌ রাছুলুল্লাহ্‌" তখন হজরৎ আবুবকার ছিদ্দিক (রা) দুই হাতের আঙ্গুঠা, তাঁহার দুই চক্ষুর উপর ফিরাইলেন, এবং বলিলেন :—

قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

কোর্‌রাতো আয়নি বেকা এয়া রাছুলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম। যখন আজান দেওয়া সমাধা হইল, তখন হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, আয়ে আবুবকার (রা) যে ব্যক্তি এইরূপ বলিবে, ও শওক ও মহব্বতের সঙ্গে করিবে; যেমন তুমি বলিয়াছ ও করিয়াছ, আল্লাহ্‌তাআলা তাহার কাদিম্‌ ও জদিদ্‌, আমাদান্‌ ও খাতায়ান, পুশিদা ও জাহের, সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করিবেন, এবং আমি তাহার গোনাহ সকলের শফি বখ্‌শানে ওয়ালা হইতেছি। এইরূপ করা খলিফায়ে রাসেদিন দিগের কার্য্য ও ছুন্নৎ হইতেছে। আর ছালাৎনখ্‌শী কেতাব মধ্যে লিখিত

আছে, হজরৎ নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া ছাল্লাম ফর্মাইয়াছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَانِ وَ وَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْقِيَامَةِ وَقَائِدُهٗ اِلَى الْجَنَّةِ *

যে ব্যক্তি আজান মধ্যে আমার নাম শুনিল, এবং তাহার দোনো আঙ্গুঠা দুই চক্ষুর উপর রাখিল, আমি তাহাকে কেয়ামতের ছফের মধ্যে (কেয়ামতের কাতারের মধ্যে) তালাশ করিব, এবং বেহেস্তের তরফ লইয়া যাইব।

মেজাকাল আর্ফিন মধ্যে লিখিত আছে :—জনাব হজরৎ হোছেন এব্‌নে ছালেহ (র) ছাহেবের এক নেকবক্ত বান্দি ছিলেন, তিনি ঐ বান্দিকে এক কাওমের নিকট আবশ্যক বশত বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া· ছিলেন, যখন অর্দ্ধ রাত্র গুজারিয়া গেল, ঐ নেকবক্ত বান্দি উঠিয়া বলিতে লাগিল, আয়ে বাড়ীর লোক সকল, তোমরা সকলে উঠিয়া নামাজ পড়, ইহা শুনিয়া তাহারা বলিলেন, কি রাত্র ভোর হইয়া গিয়াছে যে নামাজ পড়িব ? ঐ বান্দি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি তোমরা ফরজ নামাজ ভিন্ন অন্ত কোন নামাজ পড় না ? তাহারা উত্তর করিলেন যে, না, আমরা পড়ি না। ফজরের নামাজের পরে, ঐ নেক বক্ত বান্দি তাহাদিগের এজাজৎ লইয়া, জনাব হজরৎ হোছেন (র) ছাহেবের নিকট আসিলেন, এবং বলিলেন "আয় আমার পেয়ারা আকা, আপনি আমাকে এমন লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহারা তাহাজ্জাদ নামাজ পড়ে না, আপনি মেহেরবানি করিয়া আমাকে তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া লউন"। চুনাঞ্চে ইহার পর জনাব হজরৎ হোছেন (র) যাহাদিগের নিকট ঐ নেকবক্ত বান্দিকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মূল্য ফিরাইয়া দিলেন, এবং ঐ নেক বান্দিকে ওয়াপোশ লইয়া আসিলেন।

মেজাকাল আর্ফিন মধ্যে লিখিত আছে, জনাব হজরৎ আজ্‌হর এব্‌নে মগিছ্‌ (র) যিনি এক বড় দর্জার তাহাজ্জাদ গুজার আল্লাহ্‌তাআলার ওলি ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার সপ্ন মধ্যে এক অতি খবছুরৎ

বিবিকে দেখিতে পাই, তিনি দুনিয়ার স্ত্রীলোকদিগের মত ছিলেন না, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে, আপনি কে? তিনি বলেন "আমি হুর হইতেছি" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আপনি আমাকে বিবাহ করুন। তিনি বলিলেন, আপনি আমার মালেকের নিকট বিবাহের পয়গাম করুন, এবং আমার মোহরানা প্রদান করুন, আমি বলিলাম আপনার মোহরানা কি বস্তু হইবে? তিনি উত্তর করিলেন "বহুৎ তাহাজ্জাদ নামাজ পড়া"।

মেজাকাল আর্ফিন মধ্যে লিখিত আছে, এক নেকবক্ত ব্যক্তি দারাজ মুদ্দৎ জেহাদ করিয়া আপন বাড়িতে ওয়াপোশ আসিলে, তাঁহার নেক বিবি তাঁহার আরামের জন্য বিছানা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার এন্তেজার ঘরে বসিয়া থাকেন। তাঁহার ঐ বুজুর্গ নেক শওহর মছজেদে যাইয়া ছোবেহ্ পর্য্যন্ত নামাজ পড়িতে মশগুল থাকেন। ফজর নামাজের পরে যখন আপন বিবি ছাহেবার সঙ্গে তাঁহার মোলাকাৎ হয়, তখন তাঁহার বিবি ছাহেবা তাঁহাকে বলেন, আমি এক দারাজ মুদ্দৎ হইতে আপনার জন্য এন্তেজারি করিতেছি, যে "আপনি বাড়ি আসিতেছেন," "বাড়ি আসিতেছেন," এখন আপনি যে বাড়ি আসিলেন, তো ছোবেহ্ পর্য্যন্ত মছ্জেদ্ মধ্যেই রহিয়া গেলেন? ঐ বুজুর্গ বলিলেন, "আয়ে আমার পেয়ারি বিবি, আমি বেহেস্তের এক হুর বিবির বিষয় চিন্তা করিতে ছিলাম, এবং ঐ চিন্তা মধ্যে এমন গরক্ হইয়া গিয়াছিলাম, যে, তদজন্য সমস্ত রাত্রিই জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ্ তাআলার এবাদৎ বন্দিগী করিতে নিমগ্ন ছিলাম, এই কারণ বশতঃ, আপন ঘর, ও আপন পেয়ারা বিবিকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি দুঃখিত হইও না।

জনাব হজরৎ মালেক এব্নে দিনার (র) ছাহেব বলিয়াছেন, যে, এক রাত্র আমি আমার মামুলী ওজিফা ভুল বশত না পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম, স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম এক পরমা রূপবতী বিবি, তাঁহার হাতে এক রোকা লইয়া আমাকে বলিতেছেন, আপনি কি উত্তম রূপ পড়িতে জানেন? আমি তাঁহার উত্তরে বলিলাম, হা, আমি পড়িতে জানি। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার হাতের রোকা আমাকে পড়িতে দিলেন। আমি ঐ রোকা পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে এই মজমুন বিশিষ্ট কএকটী নজম লেখা ছিল:—

تمھین کیا لهو مین ڈالا لذائذ اور آمانی نے
کہ دھو یا نقش حور جنتی دل کے سفینے سے

بهار عمر دائم هی نهین هے موت جنت مین
ملو حورون سے اور اُنکو لگاؤ اپنے سینے سے
اُٹهو اَب خواب غفلت سے که اِس سونے سے بهتر هے
تهجد مین هو قرآن کی تلاوت کر قرینے سے

ইহার ভাবার্থ এই :—তোমাকে কি দুনিয়ার আর্জু এবং লজ্জৎ, খেল ও তামাশার মধ্যে ফাশাইয়া দিয়াছে ? যে উহা তোমার দেলের ওরক্ হইতে, অন্তঃকরণের স্মৃতি ফলক সমুহের পৃষ্ঠা হইতে, বেহেস্তি হুরের নক্‌শা একেবারে ধুইয়া ফেলিয়া দিয়াছে ? তুমি একিনান্ জানিয়া রাখ, বেহেস্ত মধ্যে কখন ও মৌৎ হইবে না, তোমার জেন্দেগানির বাহার (খুবি) হামেশার জন্য থাকিবে। তুমি তোমার দুনিয়ার জেন্দেগানিতে এমন নেক আমল করিতে থাক, যে, বেহেস্ত মধ্যে হুর বিবি দিগের সঙ্গে মিলিতে পার। অতএব এখন তুমি তোমার গাফ্‌লাতের নিদ্রা হইতে জাগরিত হও, কারণ নিদ্রা হইতে জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ্-তাআলার এবাদৎ বন্দিগী করা বহুৎই মোবারক ও বেহ্‌তর কার্য্য হইতেছে। তবে তুমি তাহাজ্জাতের নামাজের সময় উঠিয়া নামাজ পড়, এবং কছুরতের সঙ্গে কোরাণ মোজিদ মোনাছেব ভাবে তেলাওয়াৎ কর।

بسم الله الرحمن الرحيم *

মোতাবর কেতাব মধ্যে লিখিত আছে, যখন হজরৎ জেলেখা (রা) ইমান আনিলেন, এবং জনাব হজরৎ ছৈয়েদেনা ইউছুফ্ ছিদ্দিক আলায়হে-চ্ছালামের নেকাহ্ মধ্যে আসিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট হইতে আলাহেদা হইয়া আল্লাহ্ তাআলার এবাদৎ বন্দিগী করিতে জান ও দেলের সহিত মশগুল হইলেন। যদি জনাব হজরৎ ইউছুফ ছিদ্দিক আলায়হে-চ্ছালাম, তাঁহাকে দিনে আপনার নিকটে ডাকিতেন, তবে রাত্রের উপর টালিয়া দিতেন, আর রাত্রে আপনার নিকটে ডাকিলে, দিনের উপর টালিয়া দিতেন, এবং বলিতেন যে আয়ে জনাব, আমি আপনাকে ঐ সময়ে মহব্বৎ করিতাম, যে সময়ে আমার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার মার্ফৎ ছিল না, এখন আল্লাহ্ তাআলা আপন ফজল রহ্‌মতে তাঁহার মার্ফৎ আমাকে নছিব করিয়াছেন, সুতরাং এখন এক আল্লাহ্ তাআলার মহব্বৎ ভিন্ন, অপর কাহার

ও মহব্বৎ আমার দেলের মধ্যে নাই, আর আমাকে ও মুঞ্জুর নহে, যে আমি আল্লাহ্‌তাআলার মহব্বতের পরিবর্ত্তে, অপর কাহার ও মহব্বৎ এক্তেয়ার করি। এই মর্ত্তবার লোক উচ্চ দর্জ্জার আরেফ বিল্লাহ্‌ হইয়া থাকেন। মৌলানা ফর্ম্মাইয়াছেন :—

خواب را با دیدۀ عاشق چه کار
چشم او چون شمع باشد اشکبار
چشمهاے عاشقان را خواب نیست
یک نفس آن چشمها بے آب نیست

ইহার ভাবার্থ এই :—আল্লাহ্‌তাআলার আশেকদিগের চক্ষুর সঙ্গে নিদ্রার কি সম্পর্ক আছে? তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে সদা সর্ব্বদা জলন্ত মোমবাত্তির ন্যায় অশ্রু বর্ষণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার আশেক দিগের চক্ষুতে কখন ও ঘুম আইসে না। তাঁহাদিগে চক্ষু হইতে আল্লাহ্‌-তাআলার মহব্বতের অশ্রু ঝরিতে থাকে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ *

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِیْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ * وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ *

کمترین خاکسار —
صدر الدین احمد عفی عنه

Printed by S. A. Gunny,
at the Alexandra S. M. Press, Dacca